NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ সাসপেনশনের পর সংসদ চত্বরে একাই বিক্ষোভে কল্যাণ

বারুইপুরের ঘটনায় হাইকোর্টে ধাক্কা লাহেক আলির ৩

কলকাতা ২৪ জুলাই ২০২৬ ৭ শ্রাবণ ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.07.2026, Vol.20, Issue No. 44, 8 Pages, Price 3.00

## বরুণ বিশ্বাস খুনে মমতাও ‘ষড়যন্ত্রকারী’, এফআইআর রুজুর আর্জি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সুটিয়ায় নারী নির্যাতনের প্রতিবাদকারী বরুণ বিশ্বাসের খুনের ঘটনায় এ বার নাম জুড়ল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ওই ঘটনায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও একজন ‘ষড়যন্ত্রকারী’, এমন দাবি করে পুলিশের কাছে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন বরুণের অন্যতম সহযোদ্ধা নন্দদুলাল দাস। এর আগে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছিল বরুণ বিশ্বাসের পরিবার।

গত মঙ্গলবার বনগাঁ পুলিশ সুপার বিদিশা কলিতা দাশগুপ্তকে পাঠানো চিঠিতে নন্দদুলালের অভিযোগ, মমতা এবং জ্যোতিপ্রিয়ের কারণেই ২০১২ সালের বরুণ হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত তদন্ত হয়নি। তাঁর এই অভিযোগকে এফআইআর হিসেবে গ্রহণ করে নতুন করে তদন্ত করার দাবি জানিয়েছেন বরুণের সঙ্গেই সুটিয়ায় নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা নন্দদুলাল।

বরুণের মতো নন্দদুলালও স্কুলশিক্ষক। তাঁর দাবি, বরুণের হত্যা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন বলেই বিগত কয়েক বছর ধরে তাঁকে হয়রানির মুখে পড়তে হয়েছে। পূর্বতন সরকারের আমলে তাঁকে ভয় দেখাতে মাওবাদী তকমা দিয়ে মিথ্যা মামলা করা হয় বলে নন্দদুলালের অভিযোগ। তাঁর দাবি, খুনের দায় পূর্বতন শাসকদল সিপিএমের উপর চাপিয়ে মূল অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা করেছিল তৎকালীন তৃণমূল সরকার।

রাজ্যে পালাবদলের পরে বরুণের খুনের বিচার চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হয়েছিল বরুণ বিশ্বাসের পরিবার। শুভেন্দু তাঁদের আশ্বাস দেন। তার পরেই এই হত্যা মামলা নিয়ে তৎপর হয়েছে সিআইডি। বরুণের গোবরডাঙার বাড়িতে গিয়েছেন তদন্তকারীরা। আগামী ৩১ অগস্ট বনগাঁ আদালতে মামলার শুনানি রয়েছে। ওই দিন বরুণের বাবার সাক্ষ্য গ্রহণ করার কথা। পুলিশের একটি সূত্র বলছে, নন্দদুলালের অভিযোগ এফআইআর হিসেবে গ্রহণ করা হবে কি না, তা ওই শুনানির দিনই জানা যাবে। বরুণের দিদি প্রমীলা রায় বিশ্বাস বলেন, ‘প্রতিবাদ করার অধিকার সকলেরই রয়েছে। নন্দদুলাল দাস তাঁর মতো করে আইনি পদক্ষেপ করেছেন। তবে এই বিষয়ে বিশ্বাস পরিবারের আলাদা কোনও বক্তব্য বা অবস্থান নেই।’

# আলোচনার প্রস্তাব ওড়াল ‘আরশোলা’রা

## নাড্ডার অফিস বা বাড়ি নয়, নিরপেক্ষ স্থান চায় সিজেপি

**নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই:** ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রতিনিধিদের ফের আলোচনায় ডাকল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের তরফে মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, যে কোনও সময়ে তাঁরা আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে জিতেন্দ্র ছাড়াও থাকবেন আর এক মন্ত্রী জেপি নাড্ডা। নাড্ডার বাড়ি বা অফিসে আলোচনা হতে পারে। কথা বলে সমস্যার সমাধানের আর্জি জানিয়েছেন মন্ত্রী। কিন্তু সিজেপি এই আমন্ত্রণ খারিজ করে দিয়েছে বলে খবর। তারা নিরপেক্ষ স্থানে আলোচনা চায়।

যদিও সরকার বার বার ডাকলেও নাড্ডার বাড়ি বা দপ্তরে আলোচনায় রাজি নয় সিজেপি। সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্র উল্লেখ করে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার নাড্ডার আমন্ত্রণপত্র যন্তর মন্তরের বিক্ষোভস্থলে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা তা নাকচ করে দিয়েছেন।

জিতেন্দ্রর বক্তব্য, এই নিয়ে বুধবার বিকেল থেকে মোট চার বার বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধিদের আলোচনার জন্য ডাকা হল। সরকার পড়ুয়াদের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তাঁদের দাবিগুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ‘সরকার চার বার আনুষ্ঠানিক ভাবে বিক্ষোভকারীদের আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছে। তরুণ সমাজের কাছে আমাদের বার্তা, সমস্ত বিষয় নিয়ে সরকার আপনাদের সুবিধামতো যে কোনও সময়ে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। আমি আপনাদের সকলকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি, আসুন, আলোচনায় বসুন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার বাড়ি বা অফিসে বৈঠক হতে পারে। নাড্ডা এবং আমি সেখানে থাকব। আলোচনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আমরা একটা সমাধানের দিকে এগোব।’ ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণের জন্য সরকার ধারাবাহিক পদক্ষেপ করছে বলে জানান জিতেন্দ্র। এই আলোচনায় আহ্বানও তার একটি অঙ্গ।

## মুখ্যসচিবের মেয়াদবৃদ্ধি

■ **রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের চাকরির মেয়াদ আরও ছ’মাস বাড়ানোর প্রস্তাবে ও সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় সরকার। ৩১ জুলাই অবসর নেওয়ার কথা ছিল মুখ্যসচিবের। তার আগে বৃহস্পতিবার কর্মীবর্গ মন্ত্রকের তরফে তাঁর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির কথা জানানো হয়েছে। কেন্দ্রের নির্দেশে বলা হয়েছে, আগামী বছর ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব পদে বহাল থাকবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ১৫ জুলাই মনোজ কুমার আগরওয়ালের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছিল।** *-বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ*

## বাতিল হতে পারে পাসপোর্ট

■ **আরও কঠোর হচ্ছে দিল্লি পুলিশ! দিল্লির যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র কর্মসূচি চলাকালীন হিংসায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ করা হতে পারে। দিল্লি পুলিশের একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে পিটিআই জানিয়েছে, হিংসার ঘটনায় সরসারি জড়িত থাকার প্রমাণ মিললে ওই ব্যক্তিদের পাসপোর্ট বাতিল করা হতে পারে। ইতিমধ্যে বিক্ষোভের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। তা দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে বলে খবর।**

## যন্তর মন্তরে পুলিশকে ইটবৃষ্টিতে এফআইআর

**নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই:** পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে বুধবার রাতে উত্তপ্ত হয়েছিল দিল্লির যন্তর মন্তর চত্বর। বৃহস্পতিবার সকালে সেখানকার পরিস্থিতি ছিল খানিক থমথমে। ‘নিরাপত্তাগত কারণে’ সকাল সাড়ে ৭টা থেকেই বন্ধ রাখা হয়েছিল দিল্লির ১৬টি মেট্রো স্টেশন। এর মধ্যে লোক কল্যাণ মার্গ, রাজীব চক, সুপ্রিম কোর্ট, সেবা তীর্থ, সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলি রয়েছে।

দিল্লির যন্তর মন্তরে বাহিনীকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার ঘটনায় এ বার পদক্ষেপ করল পুলিশ। রুজু করা হয়েছে এফআইআর। বুধবার রাতে পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ফের একপ্রস্ত সংঘর্ষ হয়। ইটবৃষ্টিতে বেশ কয়েক জন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন বলে খবর। জখমদের মধ্যে সহকারী পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার এক আধিকারিকও রয়েছেন। তাঁর মাথায় চোট লেগেছে। কালশিটে পড়েছে শরীরে। যদিও ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)-র দাবি, পাথর ছুড়েছে বিজেপির ‘গুন্ডারা’।

বুধবার সন্ধ্যার পরে যন্তর মন্তরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। ভিড় বাড়তে শুরু করে বিক্ষোভকারীদের। নিকটবর্তী ইন্ডিয়া গেট এলাকাতেও ভিড় জমতে থাকে। এ সবের মধ্যেই পুলিশের উপরে একাধিক বার ইটবৃষ্টির অভিযোগ উঠে আসে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে। লাঠিচার্জ করে। তাতে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়। দফায় দফায় উত্তপ্ত হয় যন্তর মন্তর।

একাধিক বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের ঘটনার পর যন্তর মন্তর এবং আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। কয়েকটি জায়গায় বিক্ষোভকারীরা পাথর ছোড়ার পাশাপাশি, কয়েকজন ‘সমাজবিরোধী’ নিরাপত্তাকর্মীদের লাঠি কেড়ে নিয়ে তাঁদের উপর হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাতে যন্তর মন্তরের কাছে বাহিনীর উপর পাথর ছোড়ার ঘটনায় দু’জন সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসিপি) এবং চার জন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এসিপি বিবেক ভগতকে রাতেই দিল্লির রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে জরুরি বিভাগে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান, এসিপির মাথায় চোট রয়েছে। গায়ে বেশ কিছু জায়গায় কালশিটে পড়ে গিয়েছে।

অন্য দিকে এই বুধবার রাতের ঘটনায় ‘সিজেপি’র কেউ জড়িত নন বলেই দাবি অরাজনৈতিক এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে-র।

# প্রশ্ন ফাঁসের বিচারে গঠন ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

**নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই:** প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের বিচারের জন্য ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠন করা হবে। দিল্লির যন্তর মন্তরে ছাত্র-যুবদের ধারাবাহিক বিক্ষোভের মাঝে সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার সেই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

### স্বাগত মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন: নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠনের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। আর কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, এই উদ্যোগে প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। পাশাপাশি মেধাবী পড়ুয়াদের পরিশ্রম ও ভবিষ্যৎও সুরক্ষিত থাকবে। বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই সিদ্ধান্ত প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের বিরুদ্ধে বড় আঘাত। দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ রক্ষা করা সম্ভব হবে।’ মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, ‘যুবসমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। অপরাধের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের শূন্য-সহনশীলতার নীতিতে কোনও দোষীকেই রেহাই দেওয়া হবে না।’**

গত মঙ্গলবার এনডিএ-র সংসদীয় দলের বৈঠকেই প্রশ্নফাঁস বিতর্কে মুখ খুলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এ ধরনের ঘটনাকে ‘মহাপাপ’ বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, প্রশ্নফাঁস রোখার দায়িত্ব গোটা দেশের। অভ্যন্তরীণ বৈঠকে মোদীর ওই বার্তার কথা প্রকাশ্যে আনেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তবে প্রধানমন্ত্রী নিজে কেন প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করছেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এ বার সেই বিতর্কে ইতি টানলেন মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে দেশের তরুণদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী। লেখেন, ‘আমাদের তরুণদের ভাল রাখা এবং তাঁদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোনও কিছুই এর চেয়ে বড় নয়।’ এর পরেই প্রশ্নফাঁস বিতর্কে ন্যায়বিচারের আশ্বাস দেন মোদী।

এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে। তাঁদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। সেই লক্ষ্যে আমরা ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং আধিকারিকদের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।’ তবে, ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র তরফে মোদীর বক্তব্যকে পুনরায় পোস্ট করে লেখা হয়েছে, ‘শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ইস্তফা দিতে হবে।’

অন্য দিকে, মোদীর পোস্টের পর বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি লেখেন, ‘আপনিই আমাদের দেশের যুবসমাজের ভবিষ্যতের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছেন। আপনি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ভাবে দখল এবং ধ্বংস হতে দিয়েছেন। এর জন্য দায়ীদের রক্ষা করেছেন এবং প্রশ্রয় দিয়েছেন।’

একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা, তরুণদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যাঁরা ছিনিমিনি খেলার চেষ্টা করবেন, তাঁদের কোনও ভাবেই রেয়াত করা হবে না। মোদী জানান, পড়ুয়াদের স্বার্থের কথা সবসময়ই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে তাঁর সরকার। প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে ন্যায়বিচারের জন্য ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠনও সেই ধারাবাহিক পদক্ষেপেরই অঙ্গ বলে বর্ণনা করেন প্রধানমন্ত্রী।

# পিএসিতেও বার্তা রাজধর্ম পালনের

**বিপ্লব চক্রবর্তী**

**কলকাতা:** তৃণমূল জমানার নিয়ম বহির্ভূত পথে হাঁটবে না শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। প্রথা মেনে বিরোধী দল থেকেই পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করবে তারা। বিধানসভায় পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি সদস্যের জন্য নাম জমা পড়ল ২০ জনের। পৃথক পৃথকভাবে নাম জমা দিল ঋতব্রতক তৃণমূল ও কালীঘাট তৃণমূল।

পিএসি নিয়ে ভোটাভুটি হবে না বলেই জানা গেল। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির থেকে নাম জমা পড়ল ৫ জনের। এরা হলেন, বিপ্লব মিত্র, ফিরহাদ হাকিম, গোলাম রাব্বানী, কানাইয়া লাল আগরওয়াল, সমর মুখার্জি। কালীঘাট শিবির থেকে নাম জমা পড়ল ১ জনের। তিনি হলেন অশোক দেব।

ঋতব্রত তৃণমূলের পক্ষে জমা পড়ল বিপ্লব মিত্র, ফিরহাদ হাকিম, গোলাম রাব্বানী, কানাইয়া লাল আগরওয়াল, সমর মুখার্জির নাম। কালীঘাট তৃণমূল থেকে নাম জমা পড়ল অশোক দেবের। নিয়মানুযায়ী বিরোধী দল থেকেই নির্বাচিত করা হয় পিএসি চেয়ারম্যান। সেইমতো নাম জমা হওয়া বিরোধী দলের ছ’জনের মধ্যে থেকেই একজন হবেন পিএসির চেয়ারম্যান। শাসক দল ও বিরোধী দলের বাকিরা সাধারণ সদস্য থাকবেন।

বিগত সরকার বিরোধী দল থেকে পিএসির চেয়ারম্যান করেনি বলে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। বিজেপি এই পদের জন্য তাদের বিধায়ক ও প্রাক্তন মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অশোক লাহিড়ী-র নাম প্রস্তাব করেছিল। তা মানেনি তৎকালীন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বার বার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন বিজেপি বিধায়করা। মুকুল রায় তৃণমূলে যোগ দিলেও বিজেপির বিধায়ক পদে ছিলেন। কৌশলে মুকুল রায়কে পিএসির চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। একইরকমভাবে বিজেপি ছেড়ে আসা সুমন কাঞ্জিলালকেও পরে করা হয়েছিল পিএসির চেয়ারম্যান। যেটাকে ভালোভাবে নেয়নি বিরোধী শিবির। যা নিয়ে তামাম বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। মূলত রাজধর্ম পালনের বার্তা দিতে তৈরি বিজেপি সরকার।

## রাহুলদের আটকাতে ব্যারিকেড

**নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই:** নিটের প্রশ্নফাঁসের ঘটনার পরে আত্মঘাতী পড়ুয়াদের স্মরণে দিল্লির গান্ধি স্মৃতির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি- সহ বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র সাংসদ ও নেতারা। কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যাত্রা শুরুর পরেই তাঁরা দিল্লি পুলিশের বাধার মুখে পড়েন বলে অভিযোগ। রাহুল-সহ বিরোধী নেতা-সাংসদদের বাসের সামনে বাঁধা ছিল জাতীয় পতাকা। বৃহস্পতিবার বিকেলে বৈঠকের জন্য বিরোধী সাংসদেরা রাহুলের বাংলোয় পৌঁছোনোর পরে দিল্লি পুলিশ তড়িঘড়ি বাংলোর বাইরে ব্যারিকেড বসায়। এই ঘটনার জেরে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। সন্ধ্যায় বৈঠক শেষ হওয়ার পরে গান্ধি স্মৃতি পরিদর্শনের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন রাহুল। এর পরে বাংলোর সামনে দাঁড় করানো তিনটি বাসে উঠতে যান রাহুল-প্রিয়াঙ্কারা।

# ফের তর্কে কুণাল, উত্তপ্ত বিধানসভা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বুধবারের অশান্তির রেশ কাটতে না কাটতেই বৃহস্পতিবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিধানসভা। আবারও অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়লেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। পরে বিধানসভার বাইরে এসে সরাসরি দলের অন্দরের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এনে ‘ঋতব্রত তৃণমূল’-এর বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন তিনি। অভিযোগ করলেন, তাঁকে পরিকল্পিতভাবে বিধানসভায় কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না।

বুধবার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বাজেট আলোচনার সময় বক্তব্য রাখতে না পেরে অধ্যক্ষের আসনের সামনে গিয়ে প্রতিবাদ জানান কুণাল। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, মার্শালদের হস্তক্ষেপে তাঁকে বিধানসভা কক্ষের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই ঘটনাকে ঘিরেই বৃহস্পতিবার ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের বাজেট আলোচনার আগে ফের উত্তেজনা ছড়ায়।

অধিবেশন শুরুর পরেই পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় আগের দিনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে চান। কিন্তু অধ্যক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বুধবারের বিষয় নিয়ে আর কোনও আলোচনা হবে না। তাঁর কথায়, বিধানসভার ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল এবং তা ‘কলঙ্কজনক অধ্যায়’। ভবিষ্যতে যাতে এমন পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না হয়, সেই বার্তাও দেন তিনি। অধ্যক্ষের এই মন্তব্যের পরই নিজের আসন ছেড়ে তাঁর আসনের সামনে চলে যান কুণাল ঘোষ। তিনি দাবি করেন, বুধবার কোনও ধাক্কাধাক্কি করেননি। অধ্যক্ষের উদ্দেশে তাঁর অনুরোধ, ‘কলঙ্ক’ শব্দটি ব্যবহার না করার। অন্যদিকে, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও বলেন, অতীতেও বিধানসভায় এমন ঘটনা ঘটেছে।

বিধানসভা থেকে বেরিয়ে আরও আক্রমণাত্মক সুরে মুখ খোলেন কুণাল। তাঁর অভিযোগ, পরপর দু’দিনই পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাম বক্তাদের তালিকায় রাখলেও মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামান তা কেটে দিচ্ছেন। কুণালের দাবি, তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে বক্তব্য রাখতে দেওয়া হচ্ছে না।

কুণালের কথায়, ‘সরকারপক্ষ চাইছে, তারাই সরকার চালাবে আবার বিরোধীও পুষবে। আমি পুলিশ বাজেটের আলোচনায় সন্ত্রাস-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে বলার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আমাকে বলতে দেওয়া হয়নি। জানতে যেতেই আমার উপর দমনপীড়ন হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মার্শাল ডেকে আমাকে বের করে দেওয়া হয়েছে।’

তিনি আরও দাবি করেন, ‘আমি কারও গায়ে হাত দিইনি, ডেস্কে আঘাত করিনি, মাইক স্পর্শ করিনি। উল্টে আমাকে আক্রমণ করা হয়েছে। আমাকে বাদ দেওয়ার যে খেলা চলছে, সেটাই কলঙ্কজনক।’

এখানেই থামেননি কুণাল। শুক্রবার পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের বাজেট আলোচনাতেও একই ঘটনার আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর দাবি, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁকে প্রস্তুত থাকতে বললেও আখরুজ্জামান নাকি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ‘যার নাম খুশি দিন, কুণাল ঘোষকে বলতে দেওয়া হবে না।’

কুণালের এই বিস্ফোরক অভিযোগে তৃণমূলের অন্দরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও একবার প্রকাশ্যে চলে এল বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। টানা দু’দিন বিধানসভায় অশান্তি, অধ্যক্ষের সঙ্গে সংঘাত এবং দলীয় নেতৃত্বকে প্রকাশ্যে কাঠগড়ায় তোলায় রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

# ভুয়ো শংসাপত্র চিহ্নিত করতে অভিযান

**নিজস্ব প্রতিবেদন** রাজ্য সরকার ভুয়ো জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র চিহ্নিত করতে রাজ্যজুড়ে বিশেষ যাচাই অভিযান শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান, জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্তিকরণ ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও নির্ভুল করতে জেলা থেকে ব্লক, পুরসভা এবং পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত একযোগে তথ্য যাচাই ও শুদ্ধিকরণের এই কাজ চলবে। অভিযানে পুলিশ, জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তর, পঞ্চায়েত এবং পুর প্রশাসন সমন্বিতভাবে অংশ নেবে।

মুখ্যসচিব জানান, রাজ্যের সমস্ত পুরসভা, পুরনিগম ও পঞ্চায়েতে সংরক্ষিত পুরনো জন্ম-মৃত্যুর রেজিস্টার সংগ্রহ করে দ্রুত স্ক্যান ও ডিজিটাইজ করা হচ্ছে। কাজ শেষ হলেই সেই নথি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যাতে সাধারণ মানুষের পরিষেবায় কোনও বিঘ্ন না ঘটে।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক পরীক্ষামূলক যাচাইয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভুয়ো শংসাপত্রের হদিস মিলেছে। ইতিমধ্যেই একাধিক ক্ষেত্রে এফআইআর দায়ের হয়েছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্রের ভিত্তিতেই আধার, পাসপোর্ট, রেশন কার্ড-সহ একাধিক সরকারি পরিচয়পত্র তৈরি হয়। তাই এই নথির সত্যতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি বলে মন্তব্য করেন মুখ্যসচিব।

রাজ্য সরকার জানিয়েছে, এখন থেকে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র ইস্যুর ক্ষেত্রে আরও কঠোর যাচাই প্রক্রিয়া চালু করা হবে। ডিজিটাইজ করা পুরনো রেকর্ড এবং অন্যান্য সরকারি নথির সঙ্গে মিলিয়ে তথ্য যাচাইয়ের পরই শংসাপত্র দেওয়া হবে।

এছাড়াও, জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্তিকরণ ব্যবস্থায় স্থায়ী সরকারি কর্মীদের ভূমিকাই জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কর্পোরেশন, পুরসভা ও পঞ্চায়েত এলাকায় দায়িত্ব বণ্টন এবং যাচাই প্রক্রিয়া নিয়ে শীঘ্রই একগুচ্ছ অভিন্ন নির্দেশিকা জারি করবে রাজ্য সরকার।

মুখ্যসচিব জানান, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা হবে। যাঁর কাছে শংসাপত্র নেই, তাঁর শুনানি করে তা দেওয়া হবে। অবৈধ শংসাপত্র বাতিল হবে এবং সেই ব্যক্তির সম্পর্কে খোঁজখবর নেবে সরকার। মনোজ বলেন, ‘কোনও অবৈধ বিদেশি নাগরিক এখানে থাকতে পারবেন না।’

অন্য দিকে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শংসাপত্র বিলিতে দুর্নীতি খুঁজতে রাজ্য জুড়ে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে কলকাতায়। জেলার বিভিন্ন পুরসভা এবং পঞ্চায়েত অফিসে গিয়েও জন্ম-মৃত্যুর রেজিস্টার খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

### জন্ম-মৃত্যু

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

## নাম-পদবী

০৩/০৭/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে Sajjat Sk ও Sajjat Ali Shaikh ও আমার পিতা Kalam Sk ও Kalam Shaikh উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

## নাম-পদবী

০৩/০৭/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে Surojit Ghosh ও Surajit Ghosh ও আমার পিতা Debasish Ghosh ও Debsish Ghosh একই ব্যক্তি হইল।

## নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 20/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শিয়ালদহ, দঃ ২৪পরগণা কোর্টে 5172 নং এফিডেভিট বলে আমি Pallab Kumar Ghosh ও Pallab Kr Ghosh S/o. Panchanan Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 23/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 17854 নং এফিডেভিট বলে আমি Dharmendra Nath Dhara S/o. Ganesh Dhara ও Dharmendra Dhara S/o. G Ch Dhara সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## ׀׀ বিজ্ঞপ্তি ׀׀

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার ক্লায়েন্ট মিসেস সোমা গরাই, স্ত্রী শ্রী প্রতাংশ গরাই, যার ঠিকানা 'সৌহার্দ্য আবাসন', ৩১০ বরনীলপুর মোড়, পি.ও.- শ্রীপল্লী, পি.এস.- বর্ধমান সদর, জেলা.- পূর্ব বর্ধমান, মিঃ দিলীপ ভট্টাচার্য থেকে একটি জমি/বাড়ি ক্রয় করেছেন, যার মোট এলাকা ১১৪১ বর্গফুট এবং অবস্থান জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পি.এস. বর্ধমান সদর, মৌজা বালিদাংগা, JL নং ৩৫, সংশ্লিষ্ট R.S. খতিয়ান নং ১৭৮/১, L.R. খতিয়ান নং ৪৩২৫ ও ৮৫৪০, যা R.S. প্লট নং ৬৫৮ ও L.R. প্লট নং ১৩২৫ অন্তর্ভুক্ত, বর্ধমান পৌরসভার অন্তর্গত। এটি একটি নিবন্ধিত দলিল নং ০২০৩০১৫৯৮ অনুযায়ী ২০২৬ সালে A.D.S.R., বর্ধমান অফিসে সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি তাদের আইনগতভাবে গঠিত পিএও ধারক 'রয়াল কনস্ট্রাকশন' নামে একটি পার্টনারশিপ ফার্মের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছে, যেটি নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নং ০২০৩০৭১৬৮, ২০২৫, A.D.S.R., বর্ধমান দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত। এখন আমার ক্লায়েন্টরা আরও ঘোষণা করেছেন যে, উল্লেখিত হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধনের সময়, সমস্ত বিক্রেতা এবং তাদের আইনগতভাবে গঠিত পিওএ জীবিত ছিলেন। যদি কোনো ব্যক্তি/ব্যক্তিরা, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান উল্লিখিত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো দাবি রাখে বা উল্লেখিত চুক্তি বা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির (POA) বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকে, তাহলে তারা এ কারণে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তার/তাদের দাবি বা আপত্তির সহায়ক বৈধ আইনগত কাগজপত্রসহ ৩০ দিনের মধ্যে এই বিজ্ঞাপনের প্রকাশের তারিখ থেকে স্বাক্ষরিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করুন, অনুপস্থিতিতে বিষয়টি 'কোনো দাবি নেই' হিসেবে নেওয়া হবে।

কৃষ্ণেন্দু কিশোর দাস, অ্যাডভোকেট
বর্ধমান জেলা জজ কোর্ট, পূর্ব বর্ধমান।

আমি Mantosh Shah, পিতা Late Mahabir Shah, ঠিকানা 47/2 Netaji Subhas Road, Rishra, PO & PS Rishra, Dist Hooghly Pin 712248, LD Judicial Magistrate First Class Serampore court Hooghly WB -এর Affidavit No 14361 Dated 03/07/2026 দ্বারা Mantosh Kumar Shah নামে পরিচিত হলাম। Mantosh Shah and Mantosh Kumar Shah একই ব্যক্তি আর আমার পিতা নাম Mahabir Shah and Mahabhir Shah একই ব্যক্তি।

## নাম সংশোধন / ঘোষণা

আমি, কস্তুরী দে দত্ত, স্বামী সুপ্রিয় দত্ত, ঠিকানা – পালপাড়া, উকিলপাড়া রোড, পোস্ট অফিস ও থানা: বারুইপুর, কলকাতা – ৭০০১৪৪, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্র অবনীশ দত্ত-এর পাসপোর্ট (নং U9988281)-এ আমার নাম ভুলবশত "কস্তুরী দত্ত" হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমার সঠিক ও সরকারি নাম "কস্তুরী দে দত্ত"। "কস্তুরী দত্ত" এবং "কস্তুরী দে দত্ত"—উভয় নামই একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে।
এই ঘোষণা ২০/০৭/২০২৬ তারিখের অ্যাফিডেভিট নং ৬৩৫৯৮, যা আলিপুরের তৃতীয় বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণি-এর নিকট সম্পাদিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে প্রদান করা হলো।

## হলফনামা

আমি, শৌর্যাভ নিয়োগী, পিতা- শুভাষিস নিয়োগী, স্থায়ী ঠিকানা-৪এ, সুলক্ষণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১ম লেন, মহিষগোটে, পোস্ট অফিস- কৃষ্ণপুর, থানা-নিউ টাউন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১০২, পশ্চিমবঙ্গ, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, বারাসাতে মাননীয় বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণির আদালতে দাখিলকৃত হলফনামা নং ১৫৬৮৩, তারিখ ২০.০৭.২০২৬ অনুযায়ী, আমার মায়ের প্রকৃত নাম তাঁর আধার কার্ডে "মৌসুমী নিয়োগী গাঙ্গুলি (MAUSUMI NEOGY GANGULI)" হিসেবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু ইসলামপুর পৌরসভা কর্তৃক ইস্যুকৃত আমার জন্ম সনদে (নিবন্ধন নং ১১৭৭, নিবন্ধনের তারিখ ২০/০৮/২০০৬) তাঁর নাম "মৌসুমী নিয়োগী (MOUSUMI NEOGY)" হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আবার আমার CBSE Senior School Certificate Examination-এর মার্কশিট-কাম-সার্টিফিকেটে তাঁর নাম "মৌসুমী নিয়োগী (MAUSUMI NEOGY)" হিসেবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।
অতএব, "মৌসুমী নিয়োগী গাঙ্গুলি (MAUSUMI NEOGY GANGULI)", "মৌসুমী নিয়োগী (MOUSUMI NEOGY)" এবং "মৌসুমী নিয়োগী (MAUSUMI NEOGY)"; এই তিনটি নাম একই ও অভিন্ন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, যিনি আমার মাতা।

GANGADHARPUR SIKSHAN MANDIR
Gangadharpur, Howrah
Wanted a Principal/HOD for M.Ed & B.Ed Dept. Qualification as per NCTE & University norms. Apply through :-
Email: gambed@hotmail.com
Mob.: 7980006776

## সাধারন বিজ্ঞপ্তি

১) শিখা দেবনাথ, স্বামী- শ্যামল দেবনাথ, ঠিকানা- টি.এন.ব্যানার্জী রোড, পানিহাটি (এম), পানিহাটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১১৪, পশ্চিমবঙ্গ।
২) শিপ্রা ব্যানার্জী, স্বামী-শিবু ব্যানার্জী, ঠিকানা-২৭ নং অনুশ্রী পল্লী, কামারহাটি (এম), আরিয়াদহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০৫৭, পশ্চিমবঙ্গ

...দরখাস্তকারীনী

এতদ্বারা আমাদের দুই ভাই ১) শ্রী সোমনাথ দাস, ২) শ্রী বিশ্বনাথ দাস সর্ব সাং মহেষ ব্যানার্জী রোড, দেবেন্দ্রপল্লী, ওয়ার্ড নং ১০, পোঃ পানিহাটি, থানা-খড়দহ, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১১৪, পশ্চিমবঙ্গ।
এছাড়া সর্ব সাধারনকে জানানো হইতেছে যে উক্ত দরখাস্তকারী গণের মাতা (গৌরী দাস, মৃত্যুর তারিখ ০৪.১০.২০১৮) একটি ফ্লাটের অধিকারীনি ছিল। ফ্লাটের বিবরণী ফ্লাট নং সি, যাহা পিয়ালী অ্যাপার্মেন্টের পাঁচ তলায় (ব্লক-এ), যাহার মৌজা-পানিহাটি, আর.এস দাগ নং ৩৫৯৯, সি.এস খতিয়ান নং ৬০০, আর.এস. খতিয়ান নং ১৩১৫, তৌজি নং ১৫৫, ওয়ার্ড নং ১০, হোল্ডিং নং ১০১/এ (ওল্ড), ১১০/১ (নিউ), মহেশ ব্যানার্জী রোড, থানা-খড়দহ, পানিহাটি পৌরসভার অন্তর্গত, যাহার পরিমাপ ৩৭১ স্কোয়ারফুট। এই ফ্লাট সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আগামী ৩০ দিনের মধ্যে আমাদের ভাইদের আলোচনায় বসার আবেদন করছি। অন্যথায় আমরা আইনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হইব।

**Brijesh Kumar Singh**
**Advocate**
**Barrackpore Court**
**Dist.-North 24 Pgs.(W.B.)**
**Enrl.-WB/376/2007**
**M- 9433804742**

## PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client intends to purchase the several lands described in the below schedule. Anybody having any claim, demand, right, title or Interest in respect of the mentioned property or any part thereof share, partition, sale mortgage, charge, lease, lien, lidense, tenancy, gift, charge, trust, easement, attachment, possession or encumbrance or otherwise howsoever or of any nature whatsoever is hereby required to make the same in writing to undersigned within seven clays from the date of publication of this notice along with documentary proof thereof, failing which it will be presumed that there is no such claim and Shall be deemed to have been given up or waived.

SCHEDULE

**ALL THAT** piece and parcel lying and situated at Dist. Hooghly, P.S. - Polba, **Mouza - Gotu**, J.L No. L.R. 63, R.S. & L.R. Dag No. 3332, L.R. Khatian No. 1301, Nature of land Shali, Total Area of land **16 Satak** and Dist. Hooghly, P.S. - Gurap, **Mouza - Durgapur**, J.L No. 166, L.R. Dag No. 102, 105 & 115 under L.R. Khatian No. 873, Nature of land Shali, Total Area of land **242 Satak**.
Intending purchasers are requested to contacted vide Mobile No. **6291733583**.
**Golok Chandra Ghosh (Advocate)**
Judges' Court, Hooghly

জেলা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর
মোকাম তমলুক ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
১১ নং প্রোবেট মোকদ্দমা / ২০২৫ সাল
শ্রী তরুন কুমার মাইতি........ Legatee দরখাস্তকারী
বনাম
শ্রী অরুন কুমার মাইতি দিং ........প্রতিপক্ষগন।

অত্র দ্বারা সর্ব সাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যায় যে, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তিতে আঙ্গুরবালা মাইতি স্বত্ত্ববতী এবং দখলকারিনী ছিলেন। আঙ্গুরবালা মাইতি তাহার জীবদ্দশায় সাক্ষীগনের সাক্ষাতে, স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় বাংলা সন ১৪২৩ এর ১১ ই কার্ত্তিক, ইংরাজী ২৮.১০.২০১৬ তারিখে উইলপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং উক্ত উইল ইংরাজী ০৩.১১.২০১৬ তারিখে ডি. এস. আর. পূর্ব মেদিনীপুর অফিসে রেজিষ্ট্রী করিয়াছিলেন। উক্ত উইলের নং-110100015 for the year 2016 হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি লইয়া দরখাস্তকারী তরুন কুমার মাইতি probate এর জন্য উপরোক্ত আদালতে আবেদন করিয়াছে। তপশীল বর্নিত সম্পত্তির probate এর বিষয়ে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে তাহারা অত্র বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্রে প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত নম্বর মোকদ্দমায় উপরোক্ত আদালতে স্বয়ং অথবা এ্যাডভোকেট বাবুর দ্বারা আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

(ক) তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, থানা- পাঁশকুড়া, মৌজা-দিগলাবাড়, খতিয়ান নং-৯১, জে.এল.নং-২২০।
১) ২৪৭ দাগে জল ৩৪ ডেসিমল মধ্যে ১৭ ডেসিমল ভূমি।
২) ২৮৩ দাগে কালা ৭০ ডেসিমল মধ্যে ৪.৫ ডেসিমল ভূমি।
৩) ২৮৪ দাগে ডোবা ১০ ডেসিমল মধ্যে ০.৫ ডেসিমল ভূমি।
৪) ২৮৫ দাগে বাস্তু ১৬ ডেসিমল মধ্যে ০.৫ ডেসিমল ভূমি।
৫) ২৮৬ দাগে পুকুরপাড় ১৭ ডেসিমল মধ্যে ১ ডেসিমল ভূমি।
৬) ২৮৭ দাগে পুকুর ১৭ ডেসিমল মধ্যে ১.৫ ডেসিমল ভূমি।
৭) ৬২৭ দাগে কালা ২৬ ডেসিমল মধ্যে ৯ ডেসিমল ভূমি।
৮) ৬৫১ দাগে পুকুর ১৪ ডেসিমল মধ্যে ১ ডেসিমল ভূমি।
৯) ৮০১ দাগে জল ১৪ ডেসিমল মধ্যে ৮ ডেসিমল ভূমি।
১০) ৮০২ দাগে জল ৫৪ ডেসিমল মধ্যে ৪৪ ডেসিমল ভূমি।

মোট ৮৭ ডেসিমল ভূমি।

(খ) তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, থানা পাঁশকুড়া, মৌজা দিগলাবাড়, খতিয়ান নং-৯১. জে.এল. নং ২২০।
১) ২৪৭ দাগে জল ৩৪ ডেসিমল মধ্যে ১৭ ডেসিমল ভূমি।
২) ২৮৩ দাগে কালা ৭০ ডেসিমল মধ্যে ৪.৫ ডেসিমল ভূমি।
৩) ২৮৪ দাগে ডোবা ১০ ডেসিমল মধ্যে ০.৫ ডেসিমল ভূমি।
৪) ২৮৫ দাগে বাস্তু ১৬ ডেসিমল মধ্যে ০.৫ ডেসিমল ভূমি।
৫) ২৮৬ দাগে পুকুরপাড় ১৭ ডেসিমল মধ্যে ১ ডেসিমল ভূমি।
৬) ২৮৭ দাগে পুকুর ১৭ ডেসিমল মধ্যে ১.৫ ডেসিমল ভূমি।
৭) ৮০৩ দাগে জল ৫২ ডেসিমল মধ্যে ১৮ ডেসিমল ভূমি।
৮) ৮০৮ দাগে জল ১১ ডেসিমল মধ্যে ৯ ডেসিমল ভূমি।

মোট-৫২ ডেসিমল ভূমি

অনুমত্যানুসারে
কিশলয় পাহাড়ী
তারিখ ০৩.০৬.২০২৬ সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত তমলুক
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
**সেখ আজাহার উদ্দিন,** বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
**সর্বাণী চ্যাটার্জি,** ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
**প্রসেনজিৎ সামন্ত,** ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
**নিরঞ্জন পাল,** ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
**অমিতাভ বিশ্বাস,** ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
**শ্রীধর অঙ্গন,** বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
**ডি. বালা,** চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
**প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার,** ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
**সুরজিৎ মাইতি,** পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
**দেবব্রত পাঁজা,** দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
**শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক,** ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
**রেখা দাস,** নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
**অমিত কুমার দাস,** ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ-খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
**মৃণালজিৎ গোস্বামী,** সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
**প্রঃ- পরিতোষ দাস,** কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
**প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল,** নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency.
**শেফালী আচার্য্য,** বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
**অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট,** ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

**অরিজিৎ সেন,** চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

**ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ,** রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১





## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ২৪শে জুলাই, ৭ই শ্রাবণ। শুক্র বার, দশমী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

**বৃষ রাশি :** শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

**মিথুন রাশি :** দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

**কর্কট রাশি :** শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

**সিংহ রাশি :** সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

**কন্যা রাশি :** যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

**তুলা রাশি :** পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

**বৃশ্চিক রাশি :** প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

**ধনু রাশি :** সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

**মকর রাশি :** আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

**কুম্ভ রাশি :** কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

**মীন রাশি :** বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

**(স্মার্ত্ত ও উৎকলমতে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের পুনর্যাত্রা, (উল্টোরথ)।**
**প্রখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা মহানায়ক উত্তমকুমারের প্রয়াণ দিবস।**

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# বগটুই-কাণ্ডে মূল অভিযুক্তের জামিনের আর্জি খারিজ করল হাইকোর্ট

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বগটুই গণহত্যার অন্যতম মূল অভিযুক্ত সমীর শেখের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। চার বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাগারে বন্দি থাকা সমীর শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু সিবিআই-এর পেশ করা মেডিক্যাল রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ তাঁর সেই আবেদন নাকচ করে দেন।



আদালতে অভিযুক্তের আইনজীবী সওয়াল করতে গিয়ে দাবি করেন, সমীর শেখ ক্যান্সারের মতো মারণ রোগে আক্রান্ত। তাই মানবিক খাতিরে চিকিৎসার প্রয়োজনে তাঁকে জামিন দেওয়া হোক। কিন্তু সিবিআই বিচারকের কাছে পেশ করা রিপোর্টে সম্পূর্ণ অন্য তথ্য তুলে ধরে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি স্পষ্ট জানায়, অভিযুক্ত মোটেও ক্যান্সারে আক্রান্ত নন। তিনি মূলত লিভারের সমস্যায় ভুগছেন এবং বর্তমানে এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসা চলছে।

বৃহস্পতিবার শুনানি চলাকালীন সিবিআই-এর আইনজীবী অমাজিৎ দে আদালতে জোর দিয়ে বলেন, 'অভিযুক্ত সরাসরি বগটুই গণহত্যার মতো অত্যন্ত নৃশংস ঘটনার সঙ্গে জড়িত। শুধু তা-ই নয়, অভিযুক্ত এতটাই প্রভাবশালী যে তদন্ত নিরপেক্ষ রাখতে বীরভূম থেকে মামলা বর্ধমান জেলায় স্থানান্তর করতে হয়েছিল।'

সিবিআই-এর এই জোরালো যুক্তি এবং ভুয়ো শারীরিক অসুস্থতার তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জামিনের আর্জি সম্পূর্ণ খারিজ করে দেন। আদালতের এই কঠোর রায়ে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মারণ রোগের অজুহাত দেখিয়ে বগটুই কাণ্ডের মতো গুরুতর ও নৃশংস অপরাধের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।





*বৃহস্পতিবার জগদ্দলে অবস্থিত এআই চাপদানি ইন্ডাস্ট্রিস-এর ৪ নম্বর ফাইন ইয়ার্ন ইউনিট ও আগরপাড়ার বন্ধ হয়ে থাকা প্রবর্তক জুট মিল চালু করার উদ্দেশ্যে মিল মালিক, শ্রমিক পক্ষ সহ শ্রম দপ্তরের পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। এআই চাপদানি ইন্ডাস্ট্রিস-এর ৪ নম্বর ফাইন ইয়ার্ন ইউনিট ও প্রবর্তক জুট মিল আগামী ২৭ জুলাই থেকে চালু হবে যাবে।*

# কেন্দ্রের সিলমোহর, আরও ছ'মাস মুখ্যসচিব থাকছেন মনোজ কুমার আগরওয়াল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের চাকরির মেয়াদ আরও ছ'মাস বাড়ানোর প্রস্তাবে ও শিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় সরকার। ৩১ জুলাই অবসর নেওয়ার কথা ছিল মুখ্যসচিবের। তার আগে বৃহস্পতিবার কর্মীবর্গ মন্ত্রকের তরফে তাঁর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির কথা জানানো হয়েছে। কেন্দ্রের নির্দেশে বলা হয়েছে, আগামী বছর ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব পদে বহাল থাকবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ১৫ জুলাই মনোজ কুমার আগরওয়ালের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। সেই প্রস্তাব বিবেচনা করে আইনের নির্দিষ্ট ধারায় তাঁকে ছ'মাসের এক্সটেনশনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

মনোজ কুমার আগরওয়াল ১৯৯০ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের পদ থেকে তাঁকে মুখ্যসচিবের পদে নিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এসআইআর এবং বিধানসভা ভোট পর্বে মনোজের দক্ষতা সকলের নজর কেড়েছিল। কিন্তু মুখ্যসচিবের অবসর ছিল দোরগোড়ায়। প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে রাজ্য সরকার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানায়। সেই আবেদনেই সম্মতি জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

এই সিদ্ধান্তের ফলে আগামী বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের শীর্ষ আমলাতান্ত্রিক পদে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। ফলে চলমান প্রশাসনিক কাজ, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং নীতিগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলেই প্রশাসনিক মহলের একাংশের মত।

# উত্তরবঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নই বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার: নিশীথ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার উত্তরবঙ্গে পর্যটন, ক্রীড়া ও শিল্পের পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাজেটের উপর আলোচনার জবাবি ভাষণে দপ্তরের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক জানান, উত্তরবঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নই বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। তাঁর দাবি, মাত্র ৮১ দিনের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী সাত বার উত্তরবঙ্গ সফর করে প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন, যা এই অঞ্চলের প্রতি সরকারের বিশেষ গুরুত্বেরই প্রমাণ। জবাবি ভাষণের শুরুতেই মন্ত্রী বলেন, অতীতে উত্তরবঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকের নামে বিপুল সরকারি অর্থ ব্যয় হলেও বাস্তবে উন্নয়নের প্রতিফলন দেখা যায়নি। তাঁর অভিযোগ, উত্তরবঙ্গকে 'সুইজারল্যান্ড' গড়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বরং উন্নয়নের পরিবর্তে বিভাজনের রাজনীতি করা হয়েছে। বর্তমান সরকার সেই পথ থেকে সরে এসে উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নে জোর দিচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।



পর্যটনকে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে উল্লেখ করে নিশীথ বাবু জানান, সান্দাকফু-সহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকদের জন্য কনটেনার হোম নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যানজট কমাতে আধুনিক হাইড্রোলিক গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হবে। ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নেও একাধিক পরিকল্পনার কথা জানান মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, শিলিগুড়িতে 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স' তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের আধুনিকীকরণের পাশাপাশি মালদার চাঁচল বা গাজোলে একটি মিনি 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স' তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসারেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানান নিশীথ। মালদায় আম, আনারস-সহ কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের জন্য অ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রি ক্লাস্টার গড়ে তুলে আন্তর্জাতিক বাজার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রসঙ্গেও মন্ত্রী বলেন, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, খন-সহ উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি রক্ষায় বিভিন্ন একাডেমি গড়ে তোলা হবে, যাতে এই ঐতিহ্য আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। বাজেট আলোচনায়, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপির লক্ষ্মণ নেপালি, আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকী প্রমুখ অংশ নেন। তাঁদের বক্তব্যের বিভিন্ন দিকের উল্লেখ করে জবাব দেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। আলোচনার শেষে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট প্রস্তাব ধ্বনি ভোটে বিধানসভায় গৃহীত হয়।

# রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের জন্য একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের সমস্ত পরিষেবাকে এক ছাতার তলায় আনতে রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের জন্য একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করা হবে। বিধানসভায় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের বাজেটের জবাবি ভাষণে বিভাগীয় মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ একথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, রাজ্যের প্রতিটি ক্রীড়াবিদের জন্য একটি নির্দিষ্ট ডিজিটাল পরিচয় তৈরি করা হবে। সেই সঙ্গে একটি সমন্বিত মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, প্রশিক্ষণ এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধার সমস্ত তথ্য এক জায়গায় পাওয়া যাবে।



মন্ত্রী জানান, বর্তমানে স্কুল, ক্লাব, জেলা এবং রাজ্য স্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা বিচ্ছিন্নভাবে আয়োজিত হওয়ায় বহু প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ নজরের বাইরে থেকে যান। নতুন অ্যাপ চালু হলে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্স সরাসরি ডিজিটাল ড্যাশবোর্ডে নথিভুক্ত হবে। ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, বাস্কেটবল, টেবিল টেনিস, লন টেনিস, অ্যাথলেটিক্স-সহ সব ধরনের খেলার ক্রীড়াবিদ এই প্ল্যাটফর্মের আওতায় আসবেন। অ্যাপের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন ক্রীড়া পরিকাঠামো, একাডেমি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ভর্তির তথ্যও পাওয়া যাবে। পাশাপাশি প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের চিহ্নিত করে তাঁদের প্রশিক্ষণ, স্পনসরশিপ এবং অন্যান্য সরকারি সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে জানান তিনি। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়েও জোর দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, গত আট বছর পশ্চিমবঙ্গে 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের পূর্ণ সুবিধা পৌঁছয়নি। বর্তমান সরকার সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে বদ্ধপরিকর। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় 'খেলো ইন্ডিয়া'-র আওতায় 'ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টস এক্সেলেন্স' গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ, পুষ্টি, কোচিং এবং অন্যান্য পেশাদার সহায়তার জন্য 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বাজেট আলোচনায় তৃণমূল কংগ্রেসের পান্নালাল হালদার ও সন্দীপন সাহা, বিজেপির অরূপ কুমার দাস, সুব্রত কবিরাজ, মানব গুহ, বিজন মুখোপাধ্যায়, সৌমেন কারফা ও সুশান্ত ঘোষ, আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকী এবং কংগ্রেসের জুলফিকার আলি অংশ নেন। আলোচনার শেষে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের বাজেট প্রস্তাব ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে সভায় গৃহীত হয়।

# ডবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে উন্নয়নের আশায় তপশিলি জাতি: সৌমেন কোলে

**কলকাতা:** কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের অধীনে রাজ্যের উন্নয়নের গতি আরও বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করল তপশিলি জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র। সংস্থার সম্পাদক সৌমেন কোলে অভিযোগ করেন, গত সরকারের আমলে সহযোগিতার অভাবে সংস্থার উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। তবে বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমন্বয়ে নতুনভাবে কাজের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। সৌমেন কোলে জানান, রাজ্যের আদিবাসী কল্যাণমন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু অনিবার্য কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারলেও সংস্থার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন এবং পরবর্তী বৈঠকে উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, ২০১৫ সাল থেকে কেন্দ্রের পাঠানো বিভিন্ন চিঠিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, কিন্তু বর্তমান সরকার বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে দেখছে। হুগলির ধনিয়াখালিতে গড়ে ওঠা এই সংস্থা গত চার দশক ধরে মিশ্র কৃষি, জৈব চাষ, মৎস্যচাষ, পশুপালন, মৌমাছি পালন, সৌরশক্তি, ন্যানো বাবুল প্রযুক্তিনির্ভর কৃষির পাশাপাশি 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' এবং 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করে আসছে। আগামী অগস্ট থেকে নতুন উদ্যমে বৃহত্তর প্রকল্পে কাজ শুরু করারও ঘোষণা করেছে সংস্থা।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২৪ জুলাই ২০২৬, ৭ শ্রাবণ ১৪৩৩ শুক্রবার

# ডিএ মামলায় ১০০ নয়

## ৮৫ শতাংশ বকেয়া মেটাতে চায় রাজ্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা অর্থাৎ ডিএ সংক্রান্ত মামলায় দেশের সর্বোচ্চ আদালতে নজিরবিহীন পদক্ষেপ করল রাজ্য। সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া স্ট্যাটাস রিপোর্টে রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, কোষাগারের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপের কারণে বকেয়া ডিএ-র ১০০ শতাংশ মেটানো সম্ভব নয়। তার পরিবর্তে ৮৫ শতাংশ বকেয়া মেটানোর জন্য আদালতের কাছে অনুমতি ও ছাড় চেয়েছে রাজ্য। আগামী ২০২৮ সালের মধ্যে মোট চারটি কিস্তিতে এই বকেয়া মেটানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে এই বহুচর্চিত ডিএ মামলার শুনানির দিন ধার্য ছিল। সেই বাধ্যবাধকতায় বুধবার গভীর রাতে রাজ্যের তরফে এই স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। তবে নতুন বেঞ্চ গঠিত হওয়ার কারণে বৃহস্পতিবার শেষ পর্যন্ত পূর্বনির্ধারিত শুনানিটি অনুষ্ঠিত হয়নি।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, স্ট্যাটাস রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাজকোষের ওপর বাড়তি চাপ সামলাতে ১০০ শতাংশের পরিবর্তে ৮৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ মেটানোর আর্জি। পাশাপাশি

ওই স্ট্যাটাস রিপোর্টে এও বলা হয়েছে, ২০২৮ সালের মধ্যে মোট ৪টি কিস্তিতে এই বকেয়া অর্থ মিটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নতুন বেতন কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বকেয়া ডিএ পুনর্বিন্যাসের আর্জি।

এদিকে ডিএ সংক্রান্ত এই ছাড় প্রসঙ্গে সম্প্রতি মুখ খুলেছেন বিরোধী দলনেতা থেকে ক্ষমতার অলিন্দে আসা শুভেন্দু অধিকারী। কর্মচারীদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, 'রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের ফারাক আমরা ধীরে ধীরে মেটাব। অনেকেই ভেবেছিলেন আমরা হয়তো একবারে ৪২ শতাংশই দিয়ে দেব। আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় জল্পনা ছিল মাত্র ১০ শতাংশ দেওয়া হবে। আমরা ৪২ বা ১০ কোনওটাই দিইনি। বাস্তবসম্মত হিসাব করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে এই ঘাটতি মেকআপ করা হবে।'

অন্যদিকে, বিধানসভা ভোটের আগে দেওয়া অন্যতম বড় প্রতিশ্রুতি পূরণ করল নতুন রাজ্য সরকার। নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে আনুষ্ঠানিকভাবে 'সপ্তম পে কমিশন' গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই পে কমিশনের আওতায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন, মহার্ঘ ভাতা, চিকিৎসা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাতা পর্যালোচনা করা হবে। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমান ডিএ কাঠামো পর্যালোচনা করে তা যাতে সপ্তম পে কমিশনের নতুন বেতন কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায়, সেদিকেই অগ্রাধিকার দেবে এই কমিশন।

# শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির মুখোমুখি মদন মিত্রের বড় ছেলে স্বরূপ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর মুখোমুখি হলেন কামারহাটির বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্রের বড় ছেলে স্বরূপ মিত্র। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা নাগাদ প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নথিপত্র সঙ্গে নিয়ে সল্টলেকের সিজিএইচও কমপ্লেক্সে ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন তিনি।

নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সম্প্রতি মদন মিত্রের স্ত্রী অর্চনা মিত্র এবং দুই ছেলে শুভরূপ ও স্বরূপ মিত্রকে ভিন্ন ভিন্ন দিনে তলব করে ইডি। বুধবার ছোট ছেলে শুভরূপ মিত্রকে প্রায় ৯ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। আর শুক্রবার মদন মিত্রের স্ত্রী অর্চনা মিত্রকে ইডি দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইডি দপ্তরে ঢোকার আগে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্বরূপ মিত্র জানান, কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে তাঁর ব্যাঙ্কের লেনদেনের নথি চাওয়া হয়েছিল এবং তিনি সেই সমস্ত কাগজপত্র নিয়েই এসেছেন। তাঁর দাবি, তাঁর ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে কোনো সন্দেহজনক বা বেআইনি লেনদেন হয়নি। তিনি ২০১৩-১৪ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাঙ্ক রেকর্ড এবং আয়কর রিটার্নের নথি জমা দিচ্ছেন এবং তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন বলেও জানান। তবে রাজনীতি সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি অস্বীকার করেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি দলীয় রাজনীতিতে মদন মিত্রের ভূমিকা ঘিরে নানা জল্পনা তৈরি হলেও সে বিষয়ে মুখ খোলেননি স্বরূপ। ইডির অভিযোগ, টিটাগড় পুরসভায় প্রায় ১২৫ জনকে নগদ টাকা বা সোনার বিনিময়ে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনার তদন্ত সূত্রেই মদন মিত্রের নাম সামনে আসে। এর আগে ১৩ জুন মদন মিত্রের একাধিক আশ্রমে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় এবার তাঁর পরিবারের সদস্যদের সমন পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

## প্রোমোটারের কাছ থেকে তোলা আদায়, শো-কজ নোটিস বেহালার বিজেপি নেতাকে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** আবাসন তৈরির কাজ শুরুর বদলে প্রমোটারের কাছে সরাসরি পাঁচ লক্ষ টাকার 'তোলা' দাবি! বেহালায় তোলাবাজির বিস্ফোরক অভিযোগে রাজ্য রাজনীতিতে চরম অস্বস্তিতে বিজেপি। অভিযোগ সামনে আসার পরই আর ঝুঁকি নেয়নি রাজ্য পদ্ম নেতৃত্ব। অভিযুক্ত স্থানীয় বিজেপি নেতা তুহিন পালকে সাময়িক সাসপেন্ড করল দল। একই সঙ্গে আগামী সাত দিনের মধ্যে জবাব তলব করে পাঠানো হয়েছে শোকজের নোটিসও।

ঘটনার কেন্দ্রস্থল বেহালার ১১৭ নম্বর ওয়ার্ড। অভিযুক্ত তুহিন পাল নিউ আলিপুরের বাসিন্দা এবং ওই এলাকায় বিজেপির পরিচিত মুখ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি ওই ওয়ার্ডে আবাসন তৈরির তোড়জোড় শুরু করেছিলেন কাশীনাথ মণ্ডল নামে এক প্রোমোটার। অভিযোগ, কাজ শুরুর খবর পেয়েই ওই প্রোমোটারকে ডেকে পাঠান তুহিন। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, ৫ লক্ষ টাকা না দিলে জমি খোড়া যাবে না, বন্ধ করে দেওয়া হবে সব কাজ।

এখানেই শেষ নয়, সম্প্রতি এই তোলাবাজি সংক্রান্ত একটি বিতর্কিত অডিও ক্লিপ ছড়িয়ে পড়েছে নেটপাড়ায় (যার সত্যতা যাচাই করা হয়নি)। এরপর আর বসে থাকেননি ভুক্তভোগী প্রোমোটার কাশীনাথবাবু। সোজা বেহালা থানার দ্বারস্থ হয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। পাশাপাশি অভিযোগকারীদের দাবি, অডিওতে যে গলায় টাকার জন্য হুমকি দিতে শোনা যাচ্ছে, তা অভিযুক্ত তুহিনেরই।

আইনের হাত শক্ত হতেই তড়িঘড়ি ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামে গেরুয়া শিবির। শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সুপারিশে ও রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নির্দেশে দলীয় প্যাডে বরখাস্তের চিঠি ধরানো হয় তুহিনকে। চিঠিতে কড়া ভাষায় জানানো হয়েছে, নির্বাচন-উত্তর পর্যায় থেকেই এলাকা জুড়ে ভয় দেখানো, হুমকি ও তোলাবাজির মতো একাধিক আপত্তিকর অভিযোগ আসছিল তাঁর বিরুদ্ধে। যা চরম লজ্জাজনক এবং দলের সংবিধানের পরিপন্থী।

দলের অন্দরের খবর, শাসকদলের দুর্নীতি নিয়ে সোচ্চার হওয়া বিজেপি নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষা করতেই এই জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। পদ্ম শিবিরের স্পষ্ট বার্তা, তোলাবাজি বা অন্যায়ের প্রশ্নে নিজের দলের লোক হলেও কোনো রেয়াত করা হবে না। আপাতত সাত দিনের মধ্যে শোকজের কী উত্তর দেন বরখাস্ত নেতা, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

## বারুইপুরের ঘটনায় হাইকোর্টে ধাক্কা লাহেক আলির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বারুইপুরে কিশোরী নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় হাইকোর্টে ধাক্কা সিপিআইএম নেতা লাহেক আলির। কারণ, তাঁর রক্ষাকবচের আর্জি খারিজ করলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য।

এদিন লাহেক আলির আইনজীবী অভিষেক হালদার আদালতে জানান, 'নানা চাপের মধ্যে বারুইপুর কাণ্ডে লাহেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে বিষয় বিবেচনা করুক আদালত।' তবে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে জানান, 'মামলার অন্যতম আবেদন পুলিশের গ্রেপ্তার থেকে রক্ষাকবচ। গ্রেপ্তারের পর এইসব মামলার শুনানি গুরুত্বহীন। নির্দিষ্ট জায়গায় আবেদন করুক মামলাকারী।'

প্রসঙ্গত, বারুইপুরের সূর্যপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক বিক্ষোভ, অবরোধ এবং হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, সেই মামলায় সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য ও বারুইপুর পশ্চিমের প্রাক্তন প্রার্থী লাহেক আলি-কে ১২ জুলাই রাতে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। লাহেক আলির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগগুলি হল, বিক্ষোভ ও অশান্তিতে উস্কানি দেওয়া, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগ, গণপিটুনিতে খুনের ঘটনায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ, বেআইনি জমায়েত ও দাঙ্গা ছড়ানোর অভিযোগ, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর এবং রেল সম্পত্তির ক্ষতি করার অভিযোগ, পুলিশ ও সরকারি কর্মীদের কাজে বাধা ও হামলার অভিযোগ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানো এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ।

এদিকে পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ৫ জুলাই সূর্যপুরে বিক্ষোভের সময় লাহেক আলি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর উস্কানিতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। তবে লাহেক আলি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে আনা মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার সূর্যপুর কাণ্ডে গ্রেপ্তার সিপিআইএম নেতা লাহেক আলির ৮ দিনের পুলিশ হেপাজত শেষে মঙ্গলবার তাঁকে ফের বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে আরও ৬ দিনের হেপাজত চায় পুলিশ। উভয় পক্ষের সওয়াল শোনার পর আদালত ৬ দিনের বদলে আরও ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ভাঙচুর, অবরোধ ও অন্যান্য অভিযুক্তদের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যই এই আবেদন।

*বৃষ্টিভেজা কুমোরটুলিতে আগমনীর বার্তা।* *ছবি: অদিতি সাহা*

## দমদম বিমানবন্দরে যাত্রীর ব্যাগ থেকে উদ্ধার ৭০৭টি কচ্ছপ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম:** ব্যাঙ্কক থেকে সদ্য ছোঁয়া বিমানটি তখন রানওয়ে স্পর্শ করেছে। স্বাভাবিক নিয়মেই যাত্রীরা গ্রিন চ্যানেল পেরিয়ে বাইরে আসার দায়িত্বরত শুল্ক আধিকারিকরা শুনতে পান এক যাত্রীর ট্রলি ব্যাগ থেকে খসখস করে কিছু নড়াচড়ার আওয়াজ। এরপর সন্দেহের বশে ব্যাগ খুলতেই চোখ কপালে ওঠার জোগাড় আধিকারিকদের। ভেতর থিকথিক করছে ছোট ছোট কচ্ছপ। সংখ্যায় ১ বা ২ নয়, একসঙ্গে ৭০৭টি জীবিত কচ্ছপ রয়েছে ব্যাঙ্কক ফেরত ওই যাত্রীর ব্যাগে।

বুধবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে শুল্ক দপ্তরের 'এয়ার ইন্টেলিজেন্স' ইউনিটের এই মেগা অভিযানে কার্যত চাঞ্চল্য ছড়ায়। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলি বিরল 'রেড ইয়ার্ড স্লাইডার' বা রেড ইয়ার্ড স্লিপার প্রজাতির বলে জানা গেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে যেগুলির ব্যাপক চাহিদা। বন্যপ্রাণ পাচারের অভিযোগে ওই যাত্রীকে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়। কোথা থেকে এই বিপুল সংখ্যক কচ্ছপ আনা হয়েছিল এবং শহরের কোথায় এগুলি পাচারের ছক ছিল, তা জানতে ধৃতকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করেন শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকরা।

একদিকে যখন বিমানবন্দরে বন্যপ্রাণ পাচার রুখে নজর কেড়েছে শুল্ক দপ্তর, ঠিক তখনই শহরের অন্য প্রান্তে উদ্ধার হল আগ্নেয়াস্ত্রের বড়সড় চালান। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার ডানলপ মোড়ের কাছে একটি 'যাত্রীসাথী' অ্যাপ-ট্যাক্সিতে হানা দেয় রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)।

গাড়িটিতে তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে অস্ত্রের ভাণ্ডার।

## সাসপেনশনের পর সংসদ চত্বরে একাই বিক্ষোভে কল্যাণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** লোকসভার বাদল অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাময়িক বরখাস্ত হওয়ার একদিনের মধ্যেই সংসদ চত্বরে অভিনব প্রতিবাদে সামিল হলেন কালীঘাট-তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তাঁকে গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে সংসদ চত্বরে একাই বিক্ষোভ দেখাতে দেখা যায়। এদিন তাঁর অভিযোগের নিশানায় ছিলেন দল ছেড়ে যাওয়া বিদ্রোহী সাংসদরা। আর কল্যাণের গলায় ঝোলানো প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, ভাজপাকে সাথ সদন মে, ২০ গদ্দার মওজুদ হ্যায়। অর্থাৎ, সংসদে বিজেপির সঙ্গে ২০ জন বেইমান উপস্থিত রয়েছে। একই বক্তব্য তুলে ধরে তিনি বারবার স্লোগানও দেন। কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও বসে সংসদ ভবন চত্বরে একাই প্রতিবাদ চালিয়ে যান তৃণমূলের এই সাংসদ।

বুধবার লোকসভায় অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এনসিপিআই সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার অভিযোগ করেন, মহিলা সাংসদদের উদ্দেশে অশালীন মন্তব্য করেছিলেন তিনি। এরপর লোকসভায় প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর বাদল অধিবেশনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এই প্রসঙ্গে প্রিসাইডিং অফিসার কৃষ্ণপ্রসাদ তেন্নেতি বলেন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। সেই কারণেই তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। পরে কল্যাণকে সংসদ ভবন ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই সময় বিরোধী সদস্যদের স্লোগানের মধ্যে দিনের জন্য লোকসভার অধিবেশন মুলতবি হয়ে যায়।

এর আগে বুধবার সকালেও অধিবেশন মুলতবি হওয়ার পর কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর প্রাক্তন দলীয় সহকর্মীদের তর্কাতর্কি হয়। বর্তমানে তাঁরা ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-এর সদস্য। ওই দলে থাকা মিতালী বাগ, শতাব্দী রায় এবং কাকলি ঘোষ দস্তিদারের উপস্থিতিতে বাক বিতণ্ডার ঘটনাটি ঘটে। তবে ঠিক কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট করা হয়নি।

## জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রে দুর্নীতি খুঁজতে শিল্পাঞ্চলের একাধিক পুরসভা-পঞ্চায়েতে তল্লাশি অভিযান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র বিলিতে দুর্নীতি খুঁজতে রাজ্য জুড়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় বিভিন্ন পুরসভা এবং পঞ্চায়েত অফিসে জন্ম-মৃত্যুর নিবন্ধীকরণ বিভাগে রেজিস্টার-সহ সংশ্লিষ্ট নথিপত্র খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। এদিন ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের টিটাগড়, খড়দা, ব্যারাকপুর, পানিহাটি-সহ একাধিক পুরসভা এবং পাতুলিয়া-সহ একাধিক পঞ্চায়েতে শংসাপত্র বিতরণে দুর্নীতি খুঁজতে পুলিশ বিশেষ অভিযান চালায়। এই বিষয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং বলেন, এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় পুরসভা এবং পঞ্চায়েত অফিস থেকে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছিল।

## ধৃত কাঁচরাপাড়ার প্রাক্তন পুরপ্রধান কমল অধিকারীর ছায়াসঙ্গী, শিকার ডিমথেরাপির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** এবার পুলিশের জালে কাঁচরাপাড়া পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান কমল অধিকারীর ছায়াসঙ্গী অজয় মালি। বুধবার রাতে কাঁচরাপাড়ার রেল কলোনি থেকে বীজপুর থানার পুলিশ অজয়কে পাকড়াও করেছে। হালিশহর জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ধৃতের বাড়ি। ধৃতের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, হুমকি, অস্ত্র সরবরাহ-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। প্রসঙ্গত, ৪ মে ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই বেপাত্তা ছিলেন প্রাক্তন পুরপ্রধান কমল অধিকারীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই অজয় মালি। বৃহস্পতিবার বেলায় থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাবার সময় ডিম বৃষ্টির শিকার হন ধৃত তৃণমূল নেতা। থানার সামনেই ক্ষিপ্ত জনতার দিকে রীতিমতো তেড়ে যান ধৃতের স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যা। এমনকী সাংবাদিকদের মোবাইল ফোন থাবা দিয়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ধৃতের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। এই গ্রেপ্তারি নিয়ে বিজেপির বীজপুর মণ্ডল-১ সভাপতি তুষার দাস জানান, প্রাক্তন পুরপ্রধান কমল অধিকারীর তোলাবাজির অর্থের কালেক্টর ছিলেন ধৃত অজয়। এমনকী প্রাক্তন পুরপ্রধানের এই শাগরেদ ঠিকাদারদের কাজের বরাতও পাইয়ে দিতেন।

## দমদম পার্কে রেলিং থেকে টোটোচালকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম:** দমদম পার্কের ঝিল্লি পার্কের রেলিংয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় মিলল এক ব্যক্তির দেহ। বৃহস্পতিবার সকালে লেকটাউন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আমিরুল মোল্লা। স্থানীয় সূত্রে খবর, বছর ৩৫-এর আমিরুল পেশায় একজন টোটো চালক এবং তাঁর বাড়ি হাড়োয়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে ঝিল্লি পার্ক এলাকায় প্রাতঃভ্রমণকারীরা প্রথম দেহটি দেখতে পান। পার্কের বাইরের রেলিংয়ে একটি গামছায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল দেহটি। দৃশ্যটি নজরে আসতেই তারা দ্রুত লেকটাউন থানায় খবর দেন। খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে মৃতের পরিচয় জানা না গেলেও, পরে পকেটে থাকা নথি ও তদন্তের মাধ্যমে পুলিশ পরিচয় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। মৃতের প্যান্টের পকেট থেকে একটি চিকিৎসার প্রেসক্রিপশন উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহটি ইতিমধ্যেই উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরজি কর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এটি আত্মহত্যা নাকি কেউ তাঁকে খুন করে গামছায় ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃতদেহে অন্য কোনো আঘাতের চিহ্ন রয়েছে কি না, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই স্পষ্ট হবে। পুলিশ ইতিমধ্যেই মৃতের পরিবারকে খবর দিয়েছে এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার পেছনে কোনো পুরনো শত্রুতা বা অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

# কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা অভিষেকের, মিলল না বাড়তি রক্ষাকবচ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যজুড়ে দায়ের হওয়া একাধিক এফআইআর-এর প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন না তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন করে মামলাগুলিতে কোনো অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিল না আদালত। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আগামী বৃহস্পতিবার সমস্ত মামলার নথিপত্র এবং বয়ান খতিয়ে দেখার পরেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এদিকে আদালতে বৃহস্পতিবারের শুনানিতে অভিষেকের আইনজীবী কপিল সিব্বল রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আইনি সুরক্ষার প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি যুক্তি দেন, শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কোনো এফআইআর করতে হলে আদালতের আগাম অনুমতির প্রয়োজন হত, সেই একই যুক্তিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সুরক্ষার আওতায় আনা হোক। তবে বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বলের এই সওয়ালে অবশ্য সায় দেয়নি বেঞ্চ। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তৎক্ষণাৎ সিব্বলকে থামিয়ে দিয়ে মন্তব্য করেন, 'শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তুলনা করবেন না।'

পাশাপাশি আদালত সূত্রে এও জানা গেছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের বিরুদ্ধে মোট কতগুলি এফআইআর রয়েছে, তা আগেই জানতে চেয়েছিল হাইকোর্ট। এদিন শুনানির

শুরুতেই রাজ্য সরকারের তরফে আদালতকে জানানো হয়, রাজ্যজুড়ে অভিষেকের বিরুদ্ধে মোট ৮টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এদিকে এদিন আদালতে সাংসদের আইনজীবী বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল আদালতে আর্জি জানান, প্রতিটি এফআইআর-এর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাবে রক্ষাকবচ দেওয়া হোক। পাশাপাশি আগামী বৃহস্পতিবার পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত সাময়িক সুরক্ষারও আবেদন জানান তিনি। তবে আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেনি। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানান, সাংসদের বিরুদ্ধে থাকা ৮টি এফআইআর-এর মধ্যে ইতিমধ্যেই দু'টি মামলায় আদালত তাঁকে রক্ষাকবচ দিয়েছে। তাই বাকি ৬টি মামলার ক্ষেত্রে এখনই কোনো তাড়াহুড়ো করে নতুন রক্ষাকবচ দেওয়া সম্ভব নয়। আগামী বৃহস্পতিবার সবক'টি মামলার নথি একসঙ্গে শুনেই আদালত পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবে।

এই ইস্যুতে সামনের বৃহস্পতিবার ফের সব মামলা শুনবে কোর্ট। তারপর রক্ষাকবচের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সবমিলিয়ে, আগামী বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের পরবর্তী শুনানির দিকেই এখন নজর বঙ্গ রাজনৈতিক ও আইনি মহলের। আদালত সেদিন বাকি মামলাগুলিতে সাংসদকে কোনো আইনি স্বস্তি দেয় কি না, সেটাই দেখার।

## সম্পাদকীয়

### প্রকাশ্যে এল একুশে জুলাইয়ের তদন্ত রিপোর্ট, আরও খাদের কিনারে মমতা

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মাস্টার স্ট্রোক। আরও খাদের কিনারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একুশে জুলাই পালন নিয়ে তৃণমূলের দুই শিবিরের মধ্যে যখন প্রতিযোগিতা চলছে, সেই মোক্ষম সময়ে বিধানসভায় ১৯৯৩ সালের একুশে জুলাইয়ের ঘটনা নিয়ে তৃণমূল আমলে তৈরি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ক্ষমতায় এসেই ওই ঘটনা নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন মমতা। যদিও সেই রিপোর্ট প্রকাশ করতে তিনি কোনওদিনই আগ্রহ দেখাননি। এই নিয়ে শহিদ পরিবারগুলোর ক্ষোভ ছিল। এবার সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই মমতার মিথ্যাচারের পর্দাফাঁস হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী একদম সঠিক ভাবেই বলেছেন, একুশে জুলাইকে ব্যবহার করে অনেকে অনেক কিছু করে নিয়েছে। শুধু রাজনৈতিক পদ বা সরকারি ক্ষমতাই নয়, ব্যক্তিগত বিষয় সম্পত্তি, আমেরিকায় গিয়ে চোখের চিকিৎসা, চার্টার্ড ফ্লাইটে ঘোরা, হরিশ চ্যাটার্জি ও হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটে ৩৮টি প্লটের মালিক হওয়া-সহ আরও অনেক কিছু। পূর্বতন সরকার গড়লেও কমিশনের রিপোর্ট কোনওদিন জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি। আর মমতা সরকারের অসমাপ্ত কাজটা গণতন্ত্রের মন্দির হিসাবে প্রতিষ্ঠিত বিধানসভায় পেশ করে একদম যুক্তিযুক্ত কাজটা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তথ্য বলছে, কমিশন এই তদন্তে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-সহ ৪৪ জনকে তলব করলেও তাৎপর্যপূর্ণ হল, তৎকালীন আন্দোলনকারীদের প্রধান নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কমিশন ডাকার প্রয়োজনই বোধ করেনি। প্রাক্তন বিরোধী নেতা প্রয়াত পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে আরও জানা গিয়েছে, তিনি ওই কমিশনে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে বলেছিলেন, তাঁর বিশ্বাস ছিল, একুশে জুলাই গুলি চালনার জন্য একমাত্র দায়ী ছিলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব মণীশ গুপ্ত। কিন্তু সেই অভিযুক্তই মমতার মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন। তাই কমিশন কেন মণীশ গুপ্তর নাম করেনি বা তাঁকে দায়ী করেনি, তা স্পষ্ট বলে মন্তব্য করেছিলেন প্রয়াত পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

### শব্দছক ২২৪

রবি দাস

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ■ | ৩ | | | |
| | ■ | ৪ | | | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | | ■ | ৫ | | ৬ | |
| ৭ | ৮ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| ■ | | ■ | ৯ | ■ | ■ | ১০ | ১১ |
| ১২ | | | | ■ | ১৩ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | ১৪ | | | ■ | |
| ১৫ | | | | ■ | ১৬ | | |

**পাশাপাশি:** ১. সংবাদ ৩. দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হওয়া ৪. কলঙ্ক ৫. সগুণ, নির্গুণ সম্বলিত ৭. বাহান্ন কার্ডের খেলা ১০. বন্ধু ১২. আসামীকে পুলিশ হাতে যা পরিয়ে নিয়ে যায় ১৪. স্ত্রীজাতির বানর ১৫. দ্রুততা বা অতি সত্বর ১৬. কাঁঠাল

**ওপর-নিচ:** ১. বেশী কথা বলে যে ২. দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ৩. চার হাত-পায়ে শিশুর চলা ৬. গুণ্ডার কাজ ৮. সর্বদা ৯. মাত্রাতিরিক্ত ১১. পদ্মফুল ১৩. জমির মাপ-জোক

**সমাধান ২২৩ — পাশাপাশি:** ১. নিদারুণ ৪. পাদপ ৬. পীর ৭. রসাল ৯. কামনাকরণ ১১. নবীন ১৪. সদবা ১৬. মনবিনিময় ১১. বিতান ২০. মামা ২১. নির্বোধ ২২. নবনীত

**ওপর-নিচ:** ১. নিপীড়ণ ২. দার ৩. নরম ৪. পালক ৫. পরান ৮. সানাই ৯. কান ১০. রসদ ১২. বীজন ১৩. বনিতা ১৪. সয় ১৫. বাজিমাত ১৬. মজানি ১৭. বিবিধ ১৮. মনন ২০ মানী

### আজকের দিন

■ **১৯১১** — হিরাম বিংহাম পেরুতে হারিয়ে যাওয়া ইনকা নগরী মাচু পিচু আবিষ্কার করেন।

■ **১৯২৩** — সুইজারল্যান্ডে লোজান চুক্তিতে তুরস্কের আধুনিক সীমানা নির্ধারিত হয়।

■ **১৯৬৯** — প্রথম চন্দ্রাভিযানের পর অ্যাপোলো ১১ মহাকাশ অভিযানের কমান্ড মডিউলটি প্রশান্ত মহাসাগরে নিরাপদে অবতরণ করে।

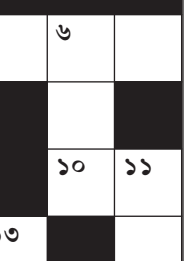

### জন্মদিন

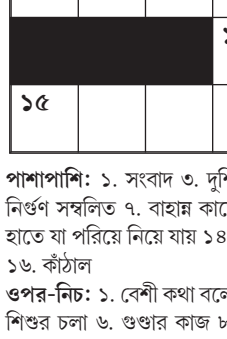

১৯২৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কেশুভাই প্যাটেলের জন্মদিন।*

১৯৪৫ *বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আজিম প্রেমজির জন্মদিন।*

১৯৫০ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষের জন্মদিন।*

গৌতম ঘোষ

**আজ ২৪ জুলাই ● উত্তমকুমারের ৪৭তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে বিশেষ**

# তারকা-দ্যুতির অন্তরালে শতবর্ষের আলোয় এক অন্য উত্তমকুমার

**সুনীল মাইতি**

রুপোলি পর্দার আলো যখন নিভে যায়; তখন প্রজেক্টরের ছায়াঘেরা অন্ধকার ঘরে পড়ে থাকে কেবল মানুষটির একক আত্মঅনুসন্ধান। জন্ম শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে উত্তমকুমার (১৯২৬- ১৯৮০) কেবল এক চিরন্তন নস্টালজিয়ার নাম নন; কিংবা কেবল বাঙালি মধ্যবিত্তের রোমান্টিক কল্পনার একক সংজ্ঞাও নন। সময়ের ধুলো ঝেড়ে যদি আমরা তাঁর 'মহানায়ক' ইমেজের চোখধাঁধানো আলোকবৃত্ত থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়াতে পারি; তবে দেখা মিলবে এক ভিন্ন কারিগরের। সেখানে একরোখা এক শিল্পী আছেন; যিনি চরম ব্যর্থতাকে ভেঙে তৈরি করেছিলেন অভিনয়ের নিজস্ব ব্যাকরণ; আছেন এক সঙ্গীতানুরাগী সুরকার; এক দূরদর্শী প্রযোজক এবং সর্বোপরি এক গভীর সংবেদনশীল সমাজভাবুক।

### 'ফ্লপ মাস্টার' থেকে মহানায়ক: ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত ও দীর্ঘ সাধনা

বাঙালির স্মৃতিতে উত্তমকুমার মানেই এক ঈশ্বর প্রদত্ত অপ্রতিরোধ্য সাফল্যের নাম। অথচ এই রূপকথার সাফল্যের নেপথ্যে ছিল কয়েক বছরের নির্মম ব্যর্থতা এবং মানসিক অবমাননা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩; টানা একের পর এক ছবি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ার পর তৎকালীন টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ায় তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল 'ফ্লপ মাস্টার জেনারেল'। সে যুগে নবাগত অরুন কুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্টুডিওতে উপস্থিতি অনেক সময়ই উপহাসের খোরাক জোগাত। কিন্তু যে ব্যর্থতা সাধারণ মানুষকে চুরমার করে দেয়; তা অরুন কুমারকে গড়ে তুলেছিল। দেশভাগের পর বাস্তুচ্যুত ;অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় ভোগা কলকাতার এক সাধারণ পোর্ট ট্রাস্টের কেরানি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলার যে কঠিন সংগ্রাম তিনি তৈরি শুরু করেছিলেন; তা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিরল।

### কণ্ঠস্বরের রূপান্তর

নিজের স্বাভাবিক চড়া সুরের কণ্ঠকে বদলে গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি তৈরি করেছিলেন এক মৃদু অথচ গম্ভীর 'ব্যারিটোন'; যা পরবর্তীকালে প্রতিটি বাঙালির ঘরের কথা বলার স্বর হয়ে ওঠে।

### দৈহিক অঙ্গভঙ্গি

আয়নার সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে নিজের হাঁটা; দাঁড়ানোর ভঙ্গি এবং হাসির পরিমিতিবোধ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। তৎকালীন কলকাতার ট্রাম; বাস বা ক্যাফেতে সাধারণ মানুষের ওঠাবসা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তা নিজের অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলতেন।

ক্যামেরার ওপারের কারিগর সুরকার ও প্রযুক্তিবিদ

বাঙালি দর্শক উত্তম কুমারকে দেখেছেন কেবল ফ্রেমে বা ক্যামেরার সামনে। কিন্তু ফ্রেমের বাইরে তাঁর যে নিয়ন্ত্রণ ও দৃশ্যগত প্রযুক্তি- জ্ঞান ছিল; তা তৎকালীন অনেক প্রথিতযশা পরিচালকের চেয়েও ছিল অগ্রগামী।

'উত্তম কেবল একজন অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন না; সিনেমার কারিগরি দিকটা তার নখ দর্পণে ছিল। আলো কোথায় পড়ছে; লেন্সে কতটা প্রভাব পড়বে; সেট ডিজাইন কিভাবে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক রূপ ঠিক করবে, সবটাই তিনি গভীরভাবে বুঝতেন।' — সত্যজিৎ রায়ের বিভিন্ন স্মৃতিকথায় এই সত্য উঠে এসেছে বারবার।

অনেকের কাছেই অজানা যে উত্তম কুমার ছিলেন এক চমৎকার সংগীত অনুরাগী ও সুরকার। ১৯৬৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'কাল তুমি আলেয়া' চলচ্চিত্রের একক সুরসংযোজন করেছিলেন স্বয়ং উত্তম কুমার। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; আশা ভোঁসলে এবং লতা মঙ্গেশকরের মত শিল্পীদের দিয়ে তিনি যে গানগুলি গাইয়েছিলেন তা সুরকার হিসেবে তাঁর গভীর কাব্যিক এবং মেলোডিক বোধের পরিচয় দেয়। পরবর্তীতে 'সব্যসাচী' (১৯৭৭) ছবিতেও তাঁর এই সুরকার রূপ দেখা গিয়েছিল।

প্রযোজক হিসেবেও তাঁর ভূমিকা বাংলা সিনেমাকে আন্তর্জাতিক নান্দনিকতা দিয়েছিল। 'হারানো সুর' বা 'সপ্তপদী'-র মত ছবি নির্মাণে তিনি কেবল অর্থ বিনিয়োগ করেননি;পরিচালক অজয় করকে দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ শৈল্পিক স্বাধীনতা।

### স্টারডমের বাইরে চরিত্রাভিনেতার ঝুঁকি

জনপ্রিয়তা তুঙ্গে থাকা অবস্থায় নিজের 'পপুলার ইমেজকে' বাজি রাখার সাহস খুব কম তারকারই থাকে। উত্তম কুমার সেই ঝুঁকি নিয়েছিলেন বারবার। 'নায়ক' ছবিতে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনা অরিন্দম মুখার্জির চরিত্রে তাঁর অভিনয় কেবল এক তারকার জীবনের প্রতিচ্ছবি ছিল না; তা ছিল তারকা- জীবনের ভেতরের নিঃসঙ্গতার মনস্তাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদ। 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-র মানসিক দ্বন্দ্বে দীপ্ত কুশল; 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে'-র আত্মত্যাগী রামচরণ কিংবা 'স্ত্রী' ছবিতে মদ্যপ লম্পট জমিদারের চরিত্রে তাঁর অভিনয় প্রমাণ করে যে তিনি কেবল সুপুরুষ নায়ক ছিলেন না; ছিলেন মেথড অ্যাকটিং-য়ে দক্ষ এক চরিত্রাভিনেতা। 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' থেকে 'বাঘ বন্দী খেলা'--- তাঁর অভিনয়ের ক্যানভাস ছিল সুবিশাল।

### শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতা 'শিল্পী সংসদ'

আজকের দিনে প্রচার সর্বস্ব জনকল্যাণের যুগে উত্তম কুমারের সামাজিক দায়িত্ববোধ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি বিশ্বাস করতেন; তারকাদ্যুতি কেবল ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির জন্য নয়; তা ইন্ডাস্ট্রির প্রতিটি নিম্নবিত্ত কলাকুশলীর মঙ্গলের কাজে ব্যবহার হওয়া উচিত।

১৯৬৮ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'শিল্পী সংসদ'। টালিগঞ্জের যে সমস্ত প্রবীণ শিল্পী; টেকনিশিয়ান বা নেপথ্যের কলাকুশলী বার্ধক্যে অর্থকষ্টে ভুগতেন; তাঁদের চিকিৎসা ও মেধার সহায়তার জন্য এই সংগঠন গড়ে তোলেন তিনি। নিজের পারিশ্রমিকের একটি বড় অংশ তিনি এখানে দান করতেন এবং নিজের অভিনীত বিভিন্ন বিশেষ মঞ্চানুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত অর্থ এই তহবিলে যুক্ত করতেন। সবচেয়ে বড় কথা; এই সমস্ত জনকল্যাণমূলক কাজ তিনি করতেন লোকচক্ষুর অন্তরালে; কোনো আত্মপ্রচারের ব্যানার ছাড়াই।

### শতবর্ষের মূল্যায়ন

সময় বদলেছে; সিনেমার প্রযুক্তি এবং পরিভাষা বদলে গিয়েছে। প্রেক্ষাগৃহের বাইরে আজ ওটিটি আর ডিজিটাল মাধ্যমের দাপট। কিন্তু শতবর্ষে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন জাগে; উত্তমকুমার কেন আজও অনতিক্রম্য? কারণ; উত্তমকুমার কোনো অলৌকিক মিথ ছিলেন না; তিনি ছিলেন এক নিষ্ঠাবান শ্রমিকের নিখুঁত রূপ। ব্যর্থতার চরম ধূলিসজ্জা থেকে উঠে এসে কিভাবে নিজেকে তিল তিল করে নির্মাণ করতে হয়, উত্তম কুমার সেই ধ্রুপদী পাঠ্যবই। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তিনি এক অমর জ্যোতিষ্ক হতে পেরেছিলেন; কারণ তাঁর বাহ্যিক তারকা-দ্যুতির গভীরে লুকিয়ে ছিল এক আজীবন শিক্ষার্থী এবং এক দূরদর্শী মানুষ। শতবর্ষের আলোয় সেই অচেনা মানুষটিকে নতুন করে চেনা ও অনুধাবন করাই হবে তাঁর প্রতি বাঙ্গালির প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

# চিরদিনের 'হেমন্ত ও উত্তম'

**বিশ্বনাথ বিশ্বাস**

মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ চলছে । 'হেমন্ত ও উত্তম' ছায়াছবির এক অবিস্মরণীয় জুটি । উত্তমের মহানায়ক হয়ে ওঠার নেপথ্যে মহাগায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । এই জুটির আত্মপ্রকাশ ১৯৫১ সালে 'সহযাত্রী' ছবিতে । 'সহযাত্রী' (১৯৫১) ছবির কাহিনীকার ও গীতিকার ছিলেন শৈলেন রায় । সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায় । উত্তম এই ছবিতে 'কুমার' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন । আর এই ছবিতে উত্তমকুমারের লিপে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথম প্লেব্যাক করেছিলেন 'ফুল হাসে আর চেয়ে দেখি', 'গগনে সঘন ঘটা উড়ায় কে মেঘ জটা' (সঙ্গে দু'জন মহিলা শিল্পী), 'ভালোবাসার পরশমণি কোথায় তারে পাই' (সঙ্গে মহিলা শিল্পী) প্রভৃতি গানগুলি । জুটির প্রথম কাজ অবশ্য ফ্লপ হয় । এই ঘটনার ৪ বছর পর ১৯৫৫ সালে আসে সেই বিখ্যাত ছবি 'শাপমোচন' । হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত এক অবিস্মরণীয় ছবি । 'উত্তম ও হেমন্ত' জুটির প্রথম সার্থক ছবি । এই ছবিতে উত্তমকুমারের নেপথ্যকণ্ঠে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'শোন বন্ধু শোন', 'বসে আছি পথ চেয়ে', 'ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস', 'সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা' প্রভৃতি গানগুলি অভাবনীয় সাফল্যের ইতিহাস প্রসার করে । চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটে । গানগুলি লিখেছিলেন কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ । 'শাপমোচন' (১৯৫৫) হল উত্তমের সঙ্গে সুরকার হেমন্ত-র প্রথম কাজ । এবং জুটির দ্বিতীয় ছবি ।

তারপর 'উত্তম ও হেমন্ত' জুটি সমৃদ্ধশীল হয়ে ছিল নচিকেতা ঘোষের সুরে 'বন্ধু' (১৯৫৮) ছবিতে 'মালতী ভ্রমরে করে ওই কানাকানি' , অমল মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'অবাক পৃথিবী' (১৯৫৯) ছবিতে 'শুধু আঁধার ধু ধু আঁধার যত দুর পানে চাই', মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'মায়ামৃগ' (১৯৬০) ছবিতে 'ওরে শোন শোন গেরোবাজ', পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুরে 'শেষ অংক' (১৯৬৩) ছবিতে 'আমি তো জানি তুমি পথ রাঙিয়ে', রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে 'শুধু একটি বছর' (১৯৬৬) ছবিতে 'এই জীবনের রঙ যদি বদলায়', বীরেশ্বর সরকারের সুরে 'সোনার খাঁচা' (১৯৭৩) ছবিতে 'কে জানে ক ঘন্টা পাবে রে জীবনটা', দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের সুরে 'বাঘবন্দী খেলা' (১৯৭৫) ছবিতে 'আয় আয় আসমানী কবুতর', অধীর বাগচীর সুরে 'সমাধান' (১৯৭৯) ছবিতে 'তোমরা সবাই শোন এ আমার' - এমন অনেক চিরস্মরণীয় গানে গানে ।

আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে ও কণ্ঠে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে 'এই যে পথের এই দেখা' (যৌতুক, ১৯৫৮), 'আঁধারের আছে ভাষা কভু' (খেলাঘর, ১৯৫৯) 'বিষ্ণুপ্রিয়া গো আমি চলে যাই' (কুহক, ১৯৬০), 'ও ময়না কথা কও' (সাথীহারা, ১৯৬১), 'এই পথ যদি না শেষ হয়,' সঙ্গে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (সপ্তপদী, ১৯৬১), 'তারে বলে দিও সে যেন আসে না' (দুই ভাই, ১৯৬১), 'এতদিন পরে তুমি গভীর আঁধার রাতে' (বিভাস, ১৯৬৪), 'এই পূর্ণিমা রাত কিছু সুর কিছুটা আবেশ' (নায়িকা সংবাদ, ১৯৬৭), 'ওগো কাজল নয়না হরিণী' (মন নিয়ে, ১৯৬৯), 'কে ডাকে আমায় ডেকে ডেকে' (দুটি মন, ১৯৭০) প্রভৃতি অনেক গান । পাশাপাশি 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন' (বিভাস, ১৯৬৪), 'আমি পথভোলা এক পথিক', সহশিল্পী আশা ভোঁসলে (মন নিয়ে, ১৯৬৯), 'আমার সকল রসের ধারা', সহশিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায় (বিকালে ভোরের ফুল, ১৯৭৪ ) প্রভৃতি জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত'ও উত্তমকুমারের ঠোঁটের জন্য চিরাচরিত কণ্ঠে গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজের সংগীত পরিচালনায় । বাংলা চলচ্চিত্রে 'উত্তম ও হেমন্ত' জুটি এক হিরণ্ময় স্তম্ভ । অবিস্মরণীয় যুগান্তকারী অধ্যায় ।

এছাড়াও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের এমন অনেক গান আছে, যে গুলি উত্তমকুমার ও তাঁর নায়িকাকে কেন্দ্র করে রেডিওর মাধ্যমে ভেসে আসছে 'হারানো সুর' (১৯৫৭) ছবিতে 'আজ দু'জনার দুটি পথ', 'সূর্যশিখা' (১৯৬৪) ছবিতে 'আমি প্রিয়ারে পেয়েছি' । আবার উত্তমকুমারকে কেন্দ্র করে ছবির দৃশ্যের নেপথ্যে শোনা গিয়েছিল 'তাসের ঘর' (১৯৫৭) ছবিতে 'শূন্যে ডানা মেলে পাখিরা উড়ে গেলে', 'বহ্নিশিখা' (১৯৭৬) ছবিতে 'এ জ্বালা যে তারি জ্বালা', 'প্রতিশোধ' (১৯৮১) ছবিতে 'শুধু ব্যথার আঘাতে বারে বারে' - এমন অনেক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানও । আবার এমনও অনেক গান আছে ছবিতে নাটকীয় মূহুর্তে উত্তমকুমারের উপস্থিতিতেই পার্শ্বচরিত্রের নেপথ্যে উত্তমকুমার বা নায়িকার মনের অনুভূতির কথা গেয়ে শোনাছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 'সূর্যতোরণ' (১৯৫৮) ছবিতে জহর রায়ের লিপে 'ওরা তোদের গায়ে মারবে লাথি চিরদিন', 'সূর্যতপা' (১৯৬৫) ছবিতে আনন্দ মুখোপাধ্যায়ের লিপে 'সব কিছু বোঝা নো কি যায়', 'সাবরমতী' (১৯৬৯) ছবিতে মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিপে 'শোন গো সজনী পোহালো রজনী' প্রভৃতি ।

উত্তমকুমারের সুরে 'কাল তুমি আলেয়া' (১৯৬৬) ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন 'যাই চলে যাই' । তবে উত্তমের লিপে নয় । ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় মারা যাওয়ার দৃশ্যের নেপথ্যে গানটি শোনা গিয়েছিল । 'উত্তম ও হেমন্ত' জুটির শেষ অধ্যায় শ্যামল মিত্রের সুরে ১৯৮১ সালে মুক্তি প্রাপ্ত 'খনা বরাহ' ছবিতে 'না জনামি দানং' স্তোত্র গানে । কথা প্রচলিত । হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্বর্ণকণ্ঠে গাওয়া প্রায় ৮০ টি রত্ন তুল্য গানে উত্তমকুমার ঠোঁট মিলিয়ে ছিলেন । যাঁরা কলমে ছবি এঁকে ছিলেন শৈলেন রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বিধায়ক ভট্টাচার্য, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত, সুধীন দাশগুপ্ত, মোহিনী চৌধুরি, মুকুল দত্ত প্রভৃতি গীতিকার । উত্তমকুমার অভিনীত ২৭ টি ছবিতে দুর্দান্ত সুরারোপ করে হিট গানের বন্যা বহিয়ে দিয়ে ছিলেন হেমন্ত ।

উত্তমকুমারের মৃত্যুর পর ১৯৮২ সালে 'মহানায়ক উত্তমকুমার' (২ ভাগ) নামক রেকর্ড ও ক্যাসেটে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্মৃতিচারণা করে বলেছিলেন, উত্তমকুমার নায়ক, মহানায়ক । আমার কাছে তার থেকেও বড় পরিচয় উত্তমকুমার আমার কাছের মানুষ । একান্ত আপনার জন, আমার ছোট ভাই । . . . তখন উত্তমকুমার নামেই আমি, আর আমি মানেই উত্তমকুমার । যেন একই মায়ের দুই ছেলের মতো । . . . উত্তমকুমার নিজে ভাল গান জানতেন । তাই ছবিতে তাঁর মুখে গানগুলো বিশেষ রুপ নিত বলেই আমার ধারণা । অর্থাৎ অভিনয়ে যেমন, তেমনি গানের সুরের সঙ্গে মিশে যেতেন তিনি । . . . আমার প্রাণের বীণায় গানের সুরে সুরে আজও তাঁকে প্রতিনিয়ত অনুভব করি (অংশ বিশেষ) ।

উত্তম ও হেমন্ত চিরদিনের। আজও বঙ্গ জীবনের অমলিন। চির অক্ষত।

**কৌট-জ্ঞানকৌট**

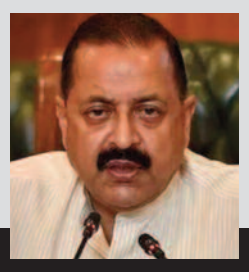

মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অন্তত চারবার সরকারের তরফ থেকে ককরোচ জনতা পার্টির সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনকারীরা যখন যেখানে চাইবেন সেখানেই আলোচনা হবে

*জিতেন্দ্র সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী*

### লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

# ‘জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র-কাণ্ডে কেউ ছাড় পাবে না’

## গুপ্তিপাড়ায় রথ ভাণ্ডারলুঠ অনুষ্ঠানে আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর



**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ায় পালিত এই অদ্ভুত প্রথাটি 'ভাণ্ডার লুট' নামে পরিচিত। উল্টো রথের আগের দিন এই ঘটনাটি ঘটে, যেখানে ভোগ বিতরণ করা হয় না, বরং তা লুট করা হয়। মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া মাত্রই খালি গায়ের পুরুষরা মাটির পাত্রে রাখা 'ভোগ' সংগ্রহ করতে হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। এবছর গুপ্তিপাড়া রথ ভাণ্ডারলুট উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার-সহ বিশিষ্টরা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘বার্থ সার্টিফিকেট ও মৃত্যু সার্টিফিকেট নিয়ে অনেক অভিযোগ এসেছে। যারা অবৈধ কাজ করেছে, কেউ ছাড় পাবে না, তদন্ত করার পরে তাদের শাস্তি হবে। কেউ ছাড় পাবে না যারা যারা জড়িত থাকবে।’ তিনি আরও বলেন, 'নিট-কাণ্ডে যারা জড়িত তারা চরম শাস্তি পাবে, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন।'

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, স্নানযাত্রার পর জগন্নাথ ও তাঁর ভাই-বোনেরা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠলেও, কবিরাজ তাঁদের পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য কোথাও ঘুরে আসার পরামর্শ দেন। তাঁরা রথে চড়ে মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং এক সপ্তাহ পর ফিরে আসেন। রথযাত্রার পেছনে এই কাহিনিটি প্রচলিত থাকলেও, গুপ্তিপাড়ার ঘটনায় রয়েছে এক ভিন্ন মোড়। জনশ্রুতি আছে যে, জগন্নাথের স্ত্রী লক্ষ্মী তাঁর মাসির বাড়িতে অবস্থান করার বিষয়টি পছন্দ করেননি এবং তাঁকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। লক্ষ্মী জগন্নাথকে ফিরিয়ে আনতে মাসির বাড়িতে যান, কিন্তু জগন্নাথ তখন সুস্বাদু ভোজের আয়োজনে মগ্ন ছিলেন এবং ফিরে না আসার সিদ্ধান্ত নেন। ফিরে আসার পর লক্ষ্মী একটি পরিকল্পনা করেন এবং বৃন্দাবন চন্দ্র ও কৃষ্ণ চন্দ্রের সহায়তায় জগন্নাথের মাসির বাড়ির রান্নাঘরে হানা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরদিন লাঠিসোঁটা হাতে একদল পুরুষ রান্নাঘরটি লুট করে। ফলে জগন্নাথ সেই সুস্বাদু ভোজ থেকে বঞ্চিত হন, যা তিনি এক সপ্তাহ ধরে উপভোগ করছিলেন। আর কোনো উপায় না দেখে তিনি রথে চড়ে পরদিন বাড়ি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। বৃন্দাবন চন্দ্র মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ রয়েছে। এছাড়া এই মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহও প্রতিষ্ঠিত আছে। কৃষ্ণ চন্দ্র মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণের আরেকটি বিগ্রহ রয়েছে। রথযাত্রার সময় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহগুলিকে নয়টি চূড়া-বিশিষ্ট সুসজ্জিত রথে চড়িয়ে ‘মাসির বাড়ি’ নিয়ে যাওয়া হয়। উল্টো রথের আগের দিন সন্ধ্যায় মাসির বাড়িতে 'ভাণ্ডার লুট'-এর আচারটি অনুষ্ঠিত হয়। এই চমকপ্রদ ঘটনাটি দেখার জন্য দুপুরের মধ্যেই গুপ্তিপাড়ায় পৌঁছে মাসির বাড়ির দিকে যায় লোকজন; মাসির বাড়ির পাশেই রথটি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় এবং সংলগ্ন রাস্তায় অস্থায়ী দোকানপাট বসে, যা গুপ্তিপাড়া রথযাত্রা মেলারই একটি অংশ। মন্দিরের পেছনে ভোগ রান্নার মধ্য দিয়েই ভাণ্ডার লুটের প্রস্তুতি শুরু হয়। এই ভোগের মধ্যে খিচুড়ি, লাবড়া এবং নানা ধরণের মিষ্টি ও ফল থাকে। ভোগ প্রস্তুত হয়ে গেলে তা মাটির পাত্রে ভরা হয় এবং প্রায় ৫০০টি পাত্র মন্দিরের ভেতরে রাখা হয়। শোভাযাত্রার সাথে থাকেন নৃত্যশিল্পী ও বাদকদল। এরই মধ্যে গুপ্তিপাড়ায় জগন্নাথের মূল আবাসস্থল বৃন্দাবন চন্দ্র মন্দির চত্বরেও প্রস্তুতি শুরু হয়। বৃন্দাবন চন্দ্র ও কৃষ্ণ চন্দ্র মন্দির থেকে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ বের করে সুসজ্জিত পালকিতে তোলা হয়। এভাবেই বৃন্দাবন ও কৃষ্ণ চন্দ্র ভাণ্ডার লুটের উদ্দেশ্যে মাসির বাড়ির পথে যাত্রা করেন।

অবশেষে, শোভাযাত্রা যখন মাসির বাড়িতে পৌঁছায়, তখন ভক্তরা ভাণ্ডার লুটের জন্য প্রস্তুত হন। খালি গায়ে পুরুষরা দরজা খোলার অপেক্ষায় থাকেন। দরজা খোলার সাথে সাথেই ভক্তরা ভোগের মাটির পাত্রগুলো সংগ্রহ করতে ভেতরে ছুটে যান। একজন ভক্ত যত বেশি পাত্র সংগ্রহ করতে পারেন, তাঁর আধ্যাত্মিক লাভও তত বেশি হয় বলে মনে করা হয়। ভোগ বাইরে আনার পর তা অন্যান্য ভক্তদের মধ্যেও বিতরণ করা হয়, যাঁরা লুটে অংশ নেওয়ার মতো সাহস বা সুযোগ পাননি। লুট পর্বের পর বৃন্দাবন ও কৃষ্ণ চন্দ্র নিজ মন্দিরে ফিরে যান। পরদিন, জগন্নাথ ও তাঁর ভাই-বোনেরা বিশাল উল্টো রথযাত্রায় একই পথ ধরে নিজ আবাসে ফিরে আসেন।

# আমতলার বেহাল নাগরিক পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ তুঙ্গে

## চরম দুর্ভোগে ১০টি মৌজার বাসিন্দারা

**দেবাশিস দে**

**আমতলা:** দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র আমতলা ও তার সন্নিহিত ১০টি মৌজার নাগরিক পরিষেবার বেহাল দশায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে পুঞ্জীভূত এই ক্ষোভ এবার প্রকাশ্য গণবিক্ষোভ ও গণডেপুটেশনের রূপ নিতে শুরু করেছে। খাতা-কলমে এই সমস্ত অঞ্চলটি এখনও গ্রামীণ পঞ্চায়েত এলাকার অধীন থাকলেও, বাস্তবিক ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ এক আধুনিক শহরের রূপ ধারণ করেছে। বড় বড় বহুতল আবাসন, ২৫টিরও বেশি ব্যাংকের শাখা, শপিং মল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবনীয় প্রসার ঘটলেও, ন্যূনতম নাগরিক সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে আমতলা রয়ে গেছে চরম অন্ধকারে। স্থানীয় প্রশাসনের চরম উদাসীনতা ও সমন্বয়ের অভাবে প্রতিনিয়ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করছেন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ।

এলাকাবাসীর অভিযোগের তালিকায় সবার ওপরে রয়েছে পরিস্রুত পানীয় জলের তীব্র সংকট। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) পক্ষ থেকে ২০০১ সালে পাইপলাইনের মাধ্যমে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সরবরাহের একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। কিন্তু কলকাতার অত্যন্ত কাছে হওয়ার দরুন এই অঞ্চলে প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার যে বিপুল চাপ তৈরি হয়েছে, তার জেরে উদ্বোধনের কয়েক বছরের মধ্যেই এই আর্সেনিকমুক্ত কল প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে তার ক্ষমতার বাইরে অবস্থান করছে। বর্তমানে কোনও কোনও এলাকায় জল একেবারেই পৌঁছায় না, আবার যেখানে পৌঁছায় সেখানে জলের গতি এতই কম যে এক বালতি জল ভরতেই দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। ফলে বাধ্য হয়ে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোকে চড়া দামে ২০ লিটারের জলের জার কিনে ব্যবহার করছেন। কিন্তু সবচেয়ে বিপদে পড়েছেন আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, যারা বাধ্য হয়ে দূরবর্তী কোন স্থান থেকে অনেকটা হাঁটা পথে কোনক্রমে নলকূপের মাধ্যমে সারাদিনে কোন রকমে এক কলসি বা এক বালতি জল তুলে সেটাই পানের কাজে ব্যবহার করছেন। তীব্র গরমে বা দৈনন্দিন প্রয়োজনের তুলনায় এই সামান্য জল যে কতটা অপর্যাপ্ত, তা বলাই বাহুল্য। জলের পাশাপাশি এই অঞ্চলগুলিতে পরিকল্পিত নিকাশি ব্যবস্থা নেই। যত্রতত্র নিয়মবহির্ভূতভাবে জলাভূমি ভরাট করে বাড়িঘর ও বহুতল তৈরি হলেও জল বেরোনোর কোনও সুনির্দিষ্ট মাস্টার প্ল্যান বা নালার ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলস্বরূপ, সামান্য কয়েক মিনিটের মাঝারি বৃষ্টিতেই ডায়মন্ড হারবার রোড সহ বিভিন্ন সংযোগকারী রাস্তা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলির বাসাবাড়ির ভেতর পর্যন্ত জল জমে যায়। বর্ষাকালে এই জমা জল দিনের পর দিন



দাঁড়িয়ে থাকে, যা ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার মতো মারাত্মক রোগ ছড়ানোর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও এলাকায় কোনও সরকারি আবর্জনা অপসারণের পরিকাঠামো বা ভ্যাট নেই। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জঞ্জাল সাফাইয়ের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়ে মানুষ রাস্তার ধারে বা খালি জায়গায় নোংরা ফেলছেন, যার ফলে সমগ্র আমতলা চত্বর দুর্গন্ধে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার পর পর্যাপ্ত স্ট্রিট লাইটের অভাবে বিস্তীর্ণ এলাকা অন্ধকারে ডুবে থাকে। এই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ইদানীংকালে এলাকায় চুরি, ছিনতাই এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে রাতে যাতায়াত করতে গিয়ে আতঙ্কিত থাকেন মহিলারা। আমতলার তৎসংহিত অঞ্চলে পরিস্রুত পানীয় জল ও নিকাশি সমস্যার সমাধানে বিগত সরকারের আমলে উচ্চস্তর থেকে মেগা প্রজেক্টের অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দের কথা ঘোষণা করা হলেও, বাস্তবে তার রূপায়ণ নিয়ে দেখা দিয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। বিভিন্ন স্তরে অবৈধ আর্থিক লেনদেন তথা কাট মানির সংস্কৃতির কারণে সরকারি তহবিলের অপচয় ঘটেছে এবং ফলস্বরূপ তীব্র অর্থের অভাবে বর্তমানে প্রকল্পের কাজ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কবে এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হবে তা কেউ জানে না বলে অভিযোগ তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। ফলে এই বৃহৎ প্রকল্পের ভবিষ্যৎ এবং এর বাস্তবায়ন আদৌ সম্পন্ন হবে কি না, তা নিয়ে তাদের মনে তীব্র সংশয় ও চিন্তা দানা বেঁধেছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি অফিস ও পঞ্চায়েত স্তরে বারবার স্মারকলিপি জমা দিয়েও কোনো লাভ হয়নি। এই ধরনের আশ্বাসে আর আস্থা রাখতে পারছেন না ভুক্তভোগী আমতলা ও তৎসংহিত এলাকার নাগরিকরা। তাদের দাবি, অবিলম্বে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে এই নরকযন্ত্রণা থেকে স্থায়ী মুক্তি দেওয়া হোক, অন্যথায় আগামী দিনে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

**Sirochar Tiktikipara S.K.U.S. Ltd,**
Vill- Tiktikipara, P.O.- Shibnagar, Dist- Murshidabad
Regd No. 6 Date- 15/07/1976, M-9775251320

**নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা শিরোচর টিকটিকিপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সকল বৈধ ভোটারগণকে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় DRCS, মুর্শিদাবাদ, রেঞ্জের আদেশ নামা ৩২৭ তাং- ২৮/০৪/২০২৬ অনুসারে আমি উক্ত সমবায় কৃষি উন্নয়নের নির্বাচনের দায়িত্ব পেয়েছি। এই উপলক্ষে সমিতির খসড়া ভোটের তালিকা প্রকাশিত ২১-০৭-২০২৬ হয়েছে। এই তালিকায় নামের সংযোজন, সংশোধন, বিয়োজন সম্পর্কে যদি কারও কোনো আপত্তি থাকে, তবে আগামী ২৯/০৭/২০২৬ তারিখের মধ্যে সমিতির ম্যানেজার শ্রী দীপেন্দ্র নাথ ঘোষ বাবুর নিকট লিখিতভাবে জানাতে হবে। তারপর শুনানী হবে আগামী ০৮/০৮/২০২৬ তারিখে, সমিতির অফিসে বেলা ১২টার সময়। তারপরে চূড়ান্ত ভোটের তালিকা প্রকাশিত হবে। এ ব্যাপারে কোন ওজর আপত্তি গৃহিত হবে না।

নির্বাচন মোট ডিরেক্টর নির্বাচিত হবে- ৯ জন। সাধারন ডিরেক্টর নির্বাচিত হবে- ৬ জন। মহিলা ডিরেক্টর নির্বাচিত হবে- ২ জন। SC/ST ডিরেক্টর নির্বাচিত হবে- ১ জন।

A.R.O শিরোচর টিকটিকিপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি, নিম্নলিখিত স্থানে ভোটের তালিকা টাঙ্গানো হলো- ১। সমিতির নোটিশ বোর্ড। ২। জলঙ্গী B.D.O Office -এর নোটিশ বোর্ড। ৩। M.D.C.C.B -এর ডোমকল ব্রাঞ্চের নোটিশ বোর্ড। ৪। D.R.C.S Office এর মুর্শিদাবাদরেঞ্জ।

A.R.O
শিরোচর টিকটিকিপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি, ২১/০৭/২৬

# সিউড়ি সংশোধনাগারের বাইরে তারাশঙ্করের জন্মদিন পালনে ক্ষোভ



**নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি:** বীরভূমের সিউড়ি জেলা সংশোধনাগারের উল্টোদিকে রাস্তার ধারে এবছর পালিত হল কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী। তারাশঙ্কর স্মৃতি সাহিত্য সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সদস্যরা সংশোধনাগারের ভিতরে গিয়ে আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করতে না পারায় রাস্তার পাশেই তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সাহিত্য মহলের মতে, লাভপুরে জন্ম হলেও সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘুরেছিল তৎকালীন সিউড়ি জেলে রাজবন্দী হিসেবে বন্দিদশায়। সেই সময়কার অভিজ্ঞতা ও ভাবনাই তাঁর সাহিত্যচর্চায় নতুন দিশা এনে দেয়। তাই অনেকের মতে, তাঁর সাহিত্যিক সত্তার এক অর্থে পুনর্জন্ম ঘটেছিল এই সিউড়ি জেল থেকেই। উল্লেখ্য, গত বছর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সিউড়ি জেলা সংশোধনাগারের অভ্যন্তরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হয়। সেই মূর্তিতে মাল্যদান করে জন্মজয়ন্তী পালনের সুযোগ পেয়েছিলেন সাহিত্যপ্রেমীরা। কিন্তু এবছর সংশোধনাগারের প্রবেশ সংক্রান্ত নিয়মকানুনের কারণে তারাশঙ্কর স্মৃতি সাহিত্য সমাজের সদস্যরা ভিতরে প্রবেশ করে মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাতে পারেননি। ফলে বাধ্য হয়ে সংশোধনাগারের উল্টো দিকে রাস্তার ধারে তারাশঙ্করের প্রতিকৃতি স্থাপন করে মাল্যদান করা হয়। অনুষ্ঠানে তারাশঙ্কর স্মৃতি সাহিত্য সমাজের সম্পাদক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘সংশোধনাগার তারাশঙ্করের সাহিত্য জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেখানে তাঁর জন্মদিনে প্রবেশ করে শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ না পাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক।’ সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের সম্পাদক মৃণালজিৎ গোস্বামী বলেন, ‘আগামী দিনে আমরা যাতে সংশোধনাগারেই রাঢ়ের কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানাতে পারি। তার জন্য বীরভূম প্রশাসন ও সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন।’ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষক সমাজসেবী শিবাজী মণ্ডল, সরোজ কর্মকার, তপন গোস্বামী প্রমুখ সাহিত্যপ্রেমীরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকীর্তির স্মৃতিচারণ করেন এবং তাঁর সৃষ্টির মানবিক মূল্যবোধ আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

## জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র জালিয়াতি

# রাজ্যজুড়ে পুলিশি অভিযান, সরব মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল



**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্যজুড়ে পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিতে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র জালিয়াতি রুখতে পুলিশের তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। সারা রাজ্যের সাথে এদিন আসানসোল পৌর নিগমের অন্তর্গত কুলটি বোরো এবং বারাবনি বিধানসভার অন্তর্গত বারাবনি গ্রাম পঞ্চায়েতে জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে পুলিশ। জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র নিয়ে সরকারি তদন্ত প্রসঙ্গে কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তিনি অভিযোগ করেন, গত ১৫ বছরে রাজনৈতিক স্বার্থে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র বিলি নিয়ে বিপুল দুর্নীতি হয়েছে। অযোগ্য ব্যক্তিদের পাশাপাশি সীমান্ত জেলাগুলিতে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদেরও বেআইনিভাবে শংসাপত্র পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। বিগত সরকার মুড়ি-মুরকির মত হাজার হাজার ভুয়ো সার্টিফিকেট দিয়েছে বলে জানান তিনি। অগ্নিমিত্রা পল আরও জানান, এই জালিয়াতি রুখতে রাজ্য মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শংসাপত্র প্রদানের বর্তমান নিয়ম ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দ্রুত বড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এরফলে জন্ম মৃত্যু শংসাপত্রে স্বচ্ছতা আসবে। শুধু তাই নয় অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গারা ভুয়ো শংসাপত্র নিয়ে যারা এরাজ্যে আছে, তাদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

**কল্যাণী টি কোম্পানি লিমিটেড**
CIN: U01132WB1926PLC004539
[illegible]
ইমেল আইডি : kalyani@luxmigroup.in

**নোটিশ**

**ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষের নিকট কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ স্থানান্তর**

এতদ্বারা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, [illegible] কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানান্তর করা আবশ্যক সাত বছর অতিক্রান্তে।

রুলসে উল্লিখিত মতে কোম্পানি সংশ্লিষ্ট ২০১৭-১৮ সালের বা তার পূর্বের সকল শেয়ার যেগুলির ডিভিডেন্ড অপ্রদেয়/অদাবিকৃত একাদিক্রমে ৭ (সাত) বছরের জন্য সমুদয় স্থানান্তর করেছে। কোম্পানি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণকে ব্যক্তিগতভাবে যাদের ডিভিডেন্ড একাদিক্রমে সাত বছর ২০১৮-১৯ থেকে অদাবিকৃত অবস্থায় রয়েছে তাদের অবিলম্বে দাবি করার জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায়।

সংশ্লিষ্ট যেসকল শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানান্তর অধীন তাদের সম্পূর্ণ বিস্তারিত রেজিস্টার্ড অফিসে পর্যবেক্ষণ করা যাবে। শেয়ারহোল্ডারগণকে আরও অবগত করা হচ্ছে যে, অদাবিকৃত/অপ্রদেয় ডিভিডেন্ড এবং শেয়ারসমূহ আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানান্তরিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা সহ সংশ্লিষ্ট শেয়ার, যদি কিছু থাকে, আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট রুলসের অধীনে নির্ধারিত নিয়ম অধীনে ফেরত দাবি করা যাবে।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণের কাছ থেকে কোম্পানি ৩ মাসের মধ্যে কোনওরকম যোগাযোগ সংঘটিত না হলে কোম্পানি রুলসের সংস্থান মোতাবেক সংশ্লিষ্ট শেয়ারসমূহ ডিমেটেরিলাইজড এবং স্থানান্তর করবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট রলসে নির্ধারিত কর্পোরেট নীতি অনুযায়ী।

আরও অবগত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট যে শেয়ারহোল্ডারগণ ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করেন এবং যাদের শেয়ার স্থানান্তরাধীন আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট, তারা সংশ্লিষ্ট স্থানান্তর বিষয়ে অবগত হোন যে মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) তাদের নামে নথিভুক্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে আলোচনা গ্রাহ্য হবে না। শেয়ারহোল্ডারগণকে আরও অবগত করা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত মতে কোম্পানি কর্তৃক ওয়েবসাইটে সংযোজিত তা উপযুক্ত মতে নোটিশ হিসেবে গণ্য কোম্পানি কর্তৃক নতুন শেয়ারসার্টিফিকেট ইস্যুর ক্ষেত্রে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট আইইপিএফ রুলসের অধীনে ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহ স্থানান্তর হেতু।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারগণের কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে কোম্পানির আরটিএ, মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড , ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা- ৭০০০০১, ফোন : - ০৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮, ০৩৩ -২২৪৩ ৫০২৯, ইমেল : contact@mdplcorporate.com বা কোম্পানি , ১৭ আরএন মুখার্জি রোড, কলকাতা -৭০০০০১, যোগাযোগ ০৩৩-২২৪৮ ৪৪৫৭, ০৩৩ ২২৪৮ ৪২২৭, ই-মেল : kalyani@luxmigroup.in করতে পারেন।

বোর্ডের পক্ষে
কল্যাণী টি কোম্পানি লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ২৩ জুলাই ২০২৬ — সুজিত কুমার পোদ্দার
স্থান : কলকাতা — নোডাল অফিসার

**এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)**
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট, নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোঃ- হাতিয়ারা, কলকাতা ৭০০১৬১
ই-মেইল: sbi.১৬৮২২@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
**দখলের নোটিশ**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

**হোম লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর- ৪০৬৭৬৬৯১১৪৮, সুরক্ষা লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর- ৪০৬৭৭৬৫৫৪৭২**

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি রাজারহাট** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, ২৭.০৪.২০২৬ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী স্বর্ভানু চন্দ, পিতা- অতনু চন্দ, ঠিকানা- "ম্যাগনোলিয়া নক্ষত্র ফেজ-১", ফ্ল্যাট নং ৩০১, ব্লক-ই, ৩য় ফ্লোর, ইছাপুর নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত, পোঃ- নবপল্লী, থানা- বারাসাত, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-কোড: ৭০০১২৬, এবং আরও ৩৩৭/৩, অশোকনগর, থানা- অশোকনগর, পিন-কোড: ৭৪৩২২২, উত্তর ২৪ পরগনা, আরও একটি ঠিকানা: বাড়ি নং ৬৯৩, সেক্টর ৪৭, ভারত গ্যাস পেট্রোল পাম্প, গুরগাঁও, হরিয়ানা, পিন-কোড: ১২২০০১** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত **২৬,২০,৯৮৫.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ বিশ হাজার নয়শো পঁচাশি টাকা মাত্র) ২৬.০৪.২০২৬ অনুযায়ী** বকেয়া তদুপরি আজ পর্যন্ত ভবিষ্যৎ সুদ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির সাংকেতিক দখল নিয়েছেন উক্ত অ্যাক্ট এর রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের ২২ জুলাই** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন **২৬.০৪.২০২৬ অনুযায়ী ২৬,২০,৯৮৫.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ বিশ হাজার নয়শো পঁচাশি টাকা মাত্র)** তদুপরি আজ পর্যন্ত অনাদায়ী সুদ এবং তার উপর আরও সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি রাজারহাট**-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

**স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা একটি স্বাধীন টাইলস ফ্লোরিং-যুক্ত (লিফট সুবিধাসহ) আবাসিক ফ্ল্যাট নং **৩০১**, তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি **৯১৬ বর্গফুট**, যা ব্লক নং-ই বিল্ডিংয়ে অবস্থিত, তার সাথে একটি সিমেন্ট ফ্লোরিং করা আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস যার পরিমাপ কমবেশি **১৩৫ বর্গফুট**, যা **'ম্যাগনোলিয়া নক্ষত্র (ফেজ-১)'** নামক উক্ত হাউজিং কমপ্লেক্সের অংশ, তার সাথে জমির আনুপাতিক অংশ এবং এর সাথে যুক্ত অন্যান্য সাধারণ স্থান ও সুবিধাসমূহ এবং উক্ত প্রাঙ্গণের আনুপাতিক সাধারণ ব্যবহার্য অধিকার (easement right)। উক্ত ফ্ল্যাটটি মোট **২৭০ ডেসিমেল** বা **১৬৩.৬৩৬৪ কাঠা** জমির উপর অবস্থিত, যা মৌজা- মোচপোল, জে.এল. নং ৩১, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং- ৬১৯, ৬০৫, ৬০৪, ৬০৩, ৬০১, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৬, ৬১৮-এর অন্তর্ভুক্ত, এল.আর. খতিয়ান নং- ৬৪৯, ৭৫৭, ৯৭৪-এর অধীনে, থানা- বারাসাত-এর অধীনে, এ.ডি.এস.আর. কদম্বগাছি-র এক্তিয়ারভুক্ত, ইছাপুর নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত।

স্বত্ব দলিলটি বুক-১, ভলিউম নং-১৫২৫-২০২২, পৃষ্ঠা ১১৪৬৮ থেকে ১১৫১৬, **বিয়িং নং- ১৫২৫০০৩৫৬, সাল ২০২২** -তে নিবন্ধিত।

**সম্পত্তিটি শ্রী স্বর্ভানু চন্দ, পিতা- অতনু চন্দ-এর নামে রয়েছে।**

**সম্পত্তিটির চৌহদ্দি: উত্তরে:** আর.এস./এল.আর. দাগ নং ৬১৩, ৬১৬ (অংশ)। **দক্ষিণে:** আর.এস./এল.আর. দাগ নং ৬০৯, ৬০১। **পূর্বে:** ম্যাগনোলিয়া সিটি। **পশ্চিমে:** শাস্ত্রীজি রোড।

**তারিখ: ২২.০৭.২০২৬** — **অনুমোদিত অফিসার**
**স্থান: রাজারহাট** — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

# মথুরাপুরে আন্তঃশ্রেণি ফুটবলে চ্যাম্পিয়নশিপ



**নিজস্ব প্রতিবেদন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা:** দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর থানার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘোড়াদল উচ্চ বিদ্যালয়ের উদ্যোগে আন্তঃশ্রেণি ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন নবম শ্রেণি। রানার্স দশম শ্রেণি। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠে আন্তঃশ্রেণি ছয় দলের লিগ পর্যায়ের ফুটবলের ফাইনালে নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্ররা মুখোমুখি হয়। নবম শ্রেণির পক্ষে জয়সূচক অনবদ্য দু'টি গোল করে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয় সাহিদ আফ্রিদি মণ্ডল। টুর্নামেন্টে ম্যান অফ দ্য সিরিজ আরিফ হোসেন মল্লিক, বেস্ট গোলকিপার দেবাশিস ভক্ত নির্বাচিত হন।

## খানাকুলের গর্ব জয়স্মিত

# ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নজির খুদে পড়ুয়ার

**মহেশ্বর চক্রবর্তী**



**আরামবাগ:** মাত্র ৪ বছর ১ মাস বয়সে জাতীয় মঞ্চে চমক। ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলল খানাকুলের খুদে জয়স্মিত। এই বয়সে অধিকাংশ শিশুই খেলাধুলা আর ছড়া-কবিতার জগতে মগ্ন থাকে, সেই বয়সেই জাতীয় স্তরে নজির গড়ে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নিজের নাম নথিভুক্ত করল খানাকুলের খুদে জয়স্মিত মণ্ডল। তার এই অসামান্য সাফল্যে উচ্ছ্বাসে ভাসছে শুধু পরিবার নয়, গোটা চব্বিশপুর গ্রাম। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী থেকে এলাকার মানুষ, সকলের মুখে এখন একটাই নাম, জয়স্মিত। খানাকুল ব্লকের অরুণ্ডা অঞ্চলের চব্বিশপুর গ্রামের বাসিন্দা জয়স্মিত। বাবা অভিজিৎ মণ্ডলের একটি ছোট ডেকোরেটর ব্যবসা রয়েছে এবং মা পায়েল মণ্ডল একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের এই ছোট্ট ছেলের সাফল্য আজ প্রমাণ করে দিল, স্বপ্ন দেখার জন্য বড় আর্থিক সামর্থ্য নয়, প্রয়োজন অদম্য ইচ্ছাশক্তি, সঠিক পরিচর্যা এবং পরিবারের অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রয়োজন।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যাকওয়ার্ড কাউন্টিং বিভাগে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জয়স্মিত ১০০ থেকে ১ পর্যন্ত নির্ভুলভাবে গুনে শেষ করে মাত্র ১ মিনিট ১৯ সেকেন্ডে। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং দ্রুততার ভিত্তিতেই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে স্থান করে নিয়েছে তার নাম। ছেলের এই সাফল্যে আবেগঘন কণ্ঠে বাবা অভিজিৎ মণ্ডল বলেন, ‘ছোট থেকেই সংখ্যার প্রতি ওর আলাদা আগ্রহ ছিল। খেলতে খেলতেই গোনা শিখে ফেলত। আমরা শুধু ওকে উৎসাহ দিয়েছি। কখনও ভাবিনি এত অল্প বয়সে ও জাতীয় স্তরে এমন সম্মান পাবে। আজ মনে হচ্ছে আমাদের সব পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। ভবিষ্যতে ও আরও বড় সাফল্য অর্জন করুক, এটাই আমাদের একমাত্র স্বপ্ন।’ মা পায়েল মণ্ডল বলেন, ‘ওকে কখনও চাপ দিয়ে পড়াইনি। সবসময় আনন্দের মধ্য দিয়ে শেখানোর চেষ্টা করেছি। ও নিজে থেকেই নতুন নতুন জিনিস শিখতে ভালোবাসে। ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম ওঠার খবর পাওয়ার পর আমাদের পরিবারের আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আমি বিশ্বাস করি, সঠিক দিশা পেলে ও ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্য এনে দেবে।’ সবমিলিয়ে খেলাধুলার বয়সেই জাতীয় রেকর্ডের মুকুট মাথায় তুলে জয়স্মিত মণ্ডল যেন নতুন করে প্রমাণ করে দিল, প্রতিভার কোনও বয়স হয় না। ছোট্ট স্বপ্ন, বড় সাহস আর পরিবারের অকুণ্ঠ সমর্থন থাকলে সাফল্যের দরজা একদিন না একদিন খুলবেই।

**এসবিআই বাগুইআটি শাখা (০১৪৮৮)**
ঠিকানা : অশ্বিনী নগর ভিআইপি রোড, বাগুইআটি
কলকাতা - ৭০০০৫৯, ইমেল : sbi.01488@sbi.co.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

**মূল স্বত্ব দলিল নং আই- ১০৪৪০/২০০৩, শ্রী অমল জয়ধর এবং শ্রী হর্ষবর্ধন জয়ধর এর নামে হারিয়ে যাওয়া বিষয়ে**

নিম্নস্বাক্ষরকারী উল্লিখিত শীর্ষক নোটিশ সম্পর্কে আপনাদের অবগতির জন্য জ্ঞাত করছে যে উক্ত স্বত্ব দলিল নং **আই-১৫০৪১০৪৪০/২০০৩, তারিখ ১২.১২.২০০৩ -২০০৩ সালের নথিভুক্তি সম্পাদিত ১৩.০২.২০০৪ তারিখে শ্রী অমল জয়ধর এবং শ্রী হর্ষবর্ধন জয়ধর এর নামে উভয়ের ঠিকানা : জ্যাংরা ৪ নং ক্যাম্প, পোস্ট : জ্যাংরা, কলকাতা - ৭০০০৫৯, থানা : রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,** যথাযথভাবে সম্পাদিত এবং রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বিধাননগর, বর্তমানে উক্ত সম্পত্তি **শ্রী অমল জয়ধর** এবং **শ্রী হর্ষবর্ধন জয়ধর** এর নামে, সংশ্লিষ্ট দলিল পাওয়া যাচ্ছে না এবং খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বাগুইআটি শাখা** এর হেফাজত থেকে **১০.০৭.২০২৫** তারিখ থেকে। সংশ্লিষ্ট চেন দলিল হারিয়ে যাওয়া/স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়ে বাগুইআটি থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য **জি ডি ই নং ১৩৩/২৫ তারিখ ২.৮.২০২৫** দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি / দলিল সম্পর্কে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে ১৫ দিনের মধ্যে দাবি দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

তারিখ : ২৪.০৭.২০২৬ — শাখা প্রবন্ধক
স্থান : কলকাতা — এসবিআই, বাগুইআটি শাখা
মো-নং : ৯৬৭৪৭১৩৫৮০

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)

**ফিউচার লাইফস্টাইল ফ্যাশনস লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য**

| ক্রম (১) | বিবরণাদি (২) | বিস্তারিত (৩) |
|---|---|---|
| ১. | কর্পোরেট ডেটরের নাম | ফিউচার লাইফস্টাইল ফ্যাশনস লিমিটেড |
| ২. | কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ | ৩০.০৫.২০১২ |
| ৩. | যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত | রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন মুম্বই অধীন |
| ৪. | কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টি নং/লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং | L52100MH2012PLC231654 |
| ৫. | কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং মূল অফিস (যদি থাকে) ঠিকানা | **রেজিস্টার্ড অফিস :** ২য় তল, ফিউচার গ্রুপ অফিস এসওবিও ব্র্যান্ড ফ্যাক্টরি পণ্ডিত মদন মোহন মালভিয়া মার্গ, টারডিও, মুম্বই - ৪০০০৩৪ |
| ৬. | ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রক্রিয়া বন্ধের তারিখ | ০৯.০৭.২০২৬ |
| ৭. | কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ | ০৯.০৭.২০২৬ (মহামান্য এনসিএলটি মুম্বই সি.পি.(আইবি)/৯৫৯(এমবি)২০২২) নির্দেশ মোতাবেক (লিকুইডেটর কর্তৃক ২২.০৭.২০২৬ তারিখে উক্ত নির্দেশের কপি গৃহীত হয়েছে) |
| ৮. | লিকুইডেটর হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার | শ্রী সঞ্জয় গুপ্তা IBBI/IPA-002/IP-N00982-C01/2017-18/10354 |
| ৯. | বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল | ৪০৯, মণীশ চেম্বারস, সোনাওয়ালা রোড, গোরেগাঁও (পূর্ব) মুম্বই সাবারবান, মহারাষ্ট্র - ৪০০০৬৩ আইবিবিআই সহিত নথিভুক্ত ইমেল আইডি : sanjay@sgaindia.in |
| ১০. | লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল | প্রাইমাস ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন প্রা. লি. ৪০৯, মণীশ চেম্বারস, সোনাওয়ালা রোড, গোরেগাঁও (পূর্ব) মুম্বই সাবারবান, মহারাষ্ট্র - ৪০০০৬৩ যোগাযোগের ইমেল আইডি : liq.flfl@primusresolutions.in |

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ফিউচার লাইফস্টাইল ফ্যাসনস লি এর দেউলিয়া প্রক্রিয়া ৯ জুলাই ২০২৬ তারিখে শুরুর জন্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কোর্ট -২, মুম্বই বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে (নির্দেশের কপি লিকুইডেটর গ্রহণ করেছেন ২২ জুলাই ২০২৬ তারিখে) সংশ্লিষ্ট ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোডের ধারা ৩৩ অধীনে।

শ্রী সঞ্জয় গুপ্তা
লিকুইডেটর
তারিখ : ২২.০৭.২০২৬ — (IBBI/IPA-002/IP-N00982-C01/2017-2018/10354)
স্থান : মুম্বই — এএফএ বৈধ ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত

# নামেই ৫৬, আড়াইশোর বেশি পদে আপ্যায়িত জগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা

**নিলয় ভট্টাচার্য**



**নদিয়া:** নামেই ৫৬ ভোগ, কিন্তু সংখ্যা সেটি আড়াইশোর বেশি। এভাবেই দেশি-বিদেশি মেনুতে ইসকনের মাসির বাড়ি গুন্ডিচায় মহা আনন্দে খাওয়া-দাওয়া সারছেন জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা মহারানি। কি নেই মেনুতে? ডাল, ভাত, সবজি, শাক, অন্ন, পিঠে, পোলাও, পায়েস, ফল, শুক্ত থেকে শুরু করে চাওমিন, পাস্তা, কেক সবকিছুই রয়েছে জগন্নাথ দেবের মেনুতে। এভাবেই রথের দিন থেকে শুরু করে উল্টো রথ পর্যন্ত মাসির বাড়িতে মহানন্দে সময় কাটে জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা মহারানির। ভোর ৪ টে থেকে শতাধিক রাঁধুনি ও তাঁদের সহযোগী মিলে এই জগন্নাথের ভোগ তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন প্রতিদিন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মেনু ভোগে জগন্নাথ দেবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। অনেক ইসকন ভক্ত বাড়ি থেকে জগন্নাথ দেবের উদ্দেশ্যে ভোগ রান্না করে এখানে নিবেদন করেন। ইসকন থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির। সেই মন্দির থেকেই রাজ রথে করে জগন্নাথ দেব আসেন মায়াপুর ইসকনের চন্দ্রোদয় মন্দিরের অস্থায়ী গুন্ডিচায়। সেখানে প্রতিদিন তিন বেলা নাম সংকীর্তন সহকারে ভোগ নিবেদন করা হয় জগন্নাথ দেবের উদ্দেশ্যে। উল্টোরথ পর্যন্ত এই অস্থায়ী মাসির বাড়িতে মহানন্দে কাটিয়ে ফের রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে উল্টো রথে ফিরে যাবেন জগন্নাথ বলদেব সুভদ্র মহারানি। বছরে এই কয়েকটি দিন জগন্নাথের কৃপা লাভের জন্য অসংখ্য ভক্ত অপেক্ষা করে থাকে। এ বিষয়ে ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, রথের দিন থেকে উল্টো রাত পর্যন্ত মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে অস্থায়ী গুন্ডিচা করা হয়েছে। সেখানেই দেশি-বিদেশি মেনুতে ভোগ নিবেদন চলছে জগন্নাথ দেবের। সেই ভোগ হাজার হাজার ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে মায়াপুর ইসকন। রাত পোহালেই চলে যাবে জগন্নাথ দেবতার নিজগৃহে। তাই এই ক'টি দিন আতিথেয়তায় যাতে কোনরকম ত্রুটি না থাকে সেদিকেই লক্ষ্য রাখেন ইসকন ভক্তরা।

**আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড**
আইডিবিআই ব্যাংক লি. বাঁকুড়া রঘুনাথপুর রোড বাঁকুড়া মাচানতলা মসজিদের পাশে
পিনকোড - ৭২২১০১, পশ্চিমবঙ্গ

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি (সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করলে জারি করা হবে)

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন (সারফেসি আইন) প্রয়োগের অধীনে বিজ্ঞপ্তি

| | |
|---|---|
| **প্রয়াত শ্রী অজিত কুমার বরাট,** পিত প্রয়াত সুধীর চন্দ্র বরাট, ঠিকানা : ঘটক, মৌজা- বাঁকুড়া, পিলগ্রিম রোডের উপর, বাঁকুড়া পুরসভা অধীন, থানা : বাঁকুড়া, জেলা : বাঁকুড়া, ফোন : ৯৪৩৪২০২০১৭। | **শ্রী অজিত কুমার বরাট এর আইনি উত্তরাধিকারীগণ,** পিতা প্রয়াত সুধীর চন্দ্র বরাট, ঠিকানা : ঘটক, মৌজা- বাঁকুড়া, পিলগ্রিম রোডের উপর, বাঁকুড়া পুরসভা অধীন, থানা : বাঁকুড়া, জেলা : বাঁকুড়া, ফোন : ৯০৮৩৩০৪৮১০। |

উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের (গণ) এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, আইডিবিআই ব্যাংক লি. (আইডিবিআই ব্যাংক) কর্তৃক গৃহঋণের মাধ্যমে, উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)কে ৫০,৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে। উক্ত আর্থিক সহায়তার অনুমোদন অনুসারে, প্রয়োজনীয় ঋণ এবং নিরাপত্তা নথিপত্র প্রয়াত শ্রী অজিত কুমার বরাট (ঋণগ্রহীতা) কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে। উক্ত আর্থিক সহায়তা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির মালিকানা দলিল জমা দিয়ে বন্ধক দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে। যেহেতু ২২.০১.২০২৫ এবং ১৬.০৩.২০২২ তারিখের ঋণ চুক্তি (গুলি) অনুসারে, উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা উক্ত আর্থিক সহায়তা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (আরবিআই) কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে, আইডিবিআই ব্যাংকের খাতায় ঋণগ্রহীতার হিসাব নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতার দ্বারা সংঘটিত খেলাপি ঋণের পরিপ্রেক্ষিতে, আইডিবিআই ব্যাংক, তার ১১.০৫.২০২৬ তারিখের রেফারেন্স নং IDBI Bank/LRN/BKR/AKB/2026-27 সম্বলিত চিঠির মাধ্যমে, ২০.০৪.২০২৬ তারিখের সুদ এবং অন্যান্য অর্থ সহ মোট ৪৬,৮৫,৯৩০.৫৭ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ পঁচাশি হাজার নশো তিরিশ টাকা এবং সাতান্ন পয়সা) ০২.০৪.২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ ৪৬,৮৫,৯৩০.৫৭ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ পঁচাশি হাজার নশো তিরিশ টাকা এবং সাতান্ন পয়সা) এবং প্রয়াত শ্রী অজিত কুমার বরাট (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী অজিত কুমার বরাট এর আইনি উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক (০১.০৪.২০২৬ পর্যন্ত সুদ সহ ০২.০৪.২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া এবং পরবর্তী সুদ চুক্তিমোতাবেক যৌগিক হারে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের পরবর্তী সুদ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত প্রদেয়/উশুল হওয়া।

সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে আইডিবিআই ব্যাংক কর্তৃক ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাদের নিজ নিজ ঠিকানায় ‘প্রদানকৃত স্বীকৃতি সহ নিবন্ধিত ডাক’ দ্বারা প্রয়োজনীয় নোটিশ জারি/পরিবেশন করা হয়েছিল, যা ‘ঠিকানা এমন ব্যক্তি নেই’ ডাক মন্তব্য সহ ফেরত পাঠানো হয়েছিল। উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে, সারফেসি বিধির নিয়ম ৩ (১) এর বিধান মেনে এই পাবলিক নোটিশ জারি করা হচ্ছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আপনি আইডিবিআই ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া কোনও সুরক্ষিত সম্পদ স্থানান্তর বা অন্যথায় (আপনার ব্যবসার সাধারণ ধারা ব্যতীত) স্থানান্তর করবেন না, অন্যথায় আপনি সারফেসি আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দায়ী থাকবেন।

আমরা আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, উপলব্ধ সময়ের সাথে সাথে, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করার জন্য।

এই পরিস্থিতিতে, ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাদের, আবারও, এই তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি তা না হয়, তাহলে আইডিবিআই ব্যাংক, একটি সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসাবে, সারফেসি আইনের বিধান অনুসারে এবং আইডিবিআই ব্যাংকের পাওনা আদায়ের জন্য উপলব্ধ অন্য কোনও আইন অনুসারে, তার নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ করার অধিকারী হবে।

**সম্পত্তির বিস্তারিত**

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাপ ৯ ডেসিমেল , আরএস এবং এলআরের প্লট নং ৬০২৫/৬০৬৪, এলআর খতিয়ান নং ১৪২৯০, জেএল নং ২১১, মৌজা- বাঁকুড়া, থানা : বাঁকুড়া, তদস্থিত দোতলা ভবন এবং নির্মাণ আনুমানিক ২৮০০ বর্গফুট, বাঁকুড়া পুরসভা অধীন হোল্ডিং নং ১৩৫/এ/১৯, ওয়ার্ড নং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে **চৌহদ্দি : পূর্বে :** সড়ক। **পশ্চিমে :** অনুপ কুমার মুখার্জি এর ভবন। **উত্তরে :** কুন্ডদের খালি জমি। **দক্ষিণে :** ঘোষেদের খালি জমি।

তারিখ : ২৪.০৭.২০২৬ — স্বা/-
স্থান : বাঁকুড়া — অনুমোদিত অফিসার এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

## বড়জোড়ায় হাতি সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ

# বেলিয়াতোড়কে ব্লক ঘোষণার দাবি বিধায়কের

**প্রীতিলতা বন্দোপাধ্যায়**

**বাঁকুড়া:** গত আড়াই দশক ধরে বড়জোড়ার হাতি সমস্যার সমাধানে কোনও সদর্থক উদ্যোগ নেয়নি বিগত বামফ্রন্ট সরকার কিনবা সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল সরকার। বড়জোড়ার মানুষ সেই অবজ্ঞার জবাব দিতে বিজেপিকে ঢেলে ভোট দিয়ে বিধায়ক দিয়েছে। রাজ্যে বিজেপির সরকার ক্ষমতায় এসেছে। বিধানসভার বাদল অধিবেশনে বড়জোড়ার বিধায়ক বিল্লেশ্বর সিংহ বড়জোড়ার হাতি সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও বিশ্বখ্যাত চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের জন্মস্থান বেলিয়াতোড়কে ব্লকের মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। এই ন্যায্য দাবিতে বড়জোড়া ও বেলিয়াতোড়ের আপামর জনসাধারণ দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এবার কেন্দ্র ও রাজ্য মিলে ডবল ইঞ্জিন সরকারের পাশাপাশি বিধায়কের জোরালো দাবি দেখে এলাকার মানুষ আশায় বুক বাঁধছেন। মঙ্গলবার বিল্লেশ্বর সিংহ বিধানসভায় বলেন, প্রতি বছর দলমা থেকে যে বুনো হাতির দল নেমে আসে তাঁরা রাজ্যে ঢুকে মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম পেরিয়ে বাঁকুড়ায় প্রবেশ করে। তারপর বিষ্ণুপুর, সোনামুখী এলাকায় কয়েকদিন তাণ্ডব চালিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে সোজা ঢুকে পড়ে বড়জোড়ার জঙ্গলে। এখানেই ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকে কয়েকমাস। তারপর বাড়ি ঘর ভেঙে, ফসলের মাঠ মাড়িয়ে এবং প্রাণহানির মতো ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়ে বন দপ্তরের উদ্যোগে ফেরৎ পাঠানো হয়। ফি বছর একই ঘটনার শিকার উত্তর বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়, বড়জোড়া ও গঙ্গাজলঘাটি রেঞ্জ এলাকার মানুষ। হাতির আক্রমণের ক্ষতিপূরণের হার বাড়ানোর দাবিও জানিয়েছেন বিধায়ক। তিনি দাবি করেছেন, বর্তমানে প্রতি শতকে ফসলের ক্ষতিপূরণ দেওয়া মাত্র ৬০ টাকা। বিল্লেশ্বর সিংহ বিধানসভায় দাবি করেন ধানের ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ১০,০০০ ও অন্যান্য ফসলের জন্য ১২,০০০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হোক। এছাড়াও বাড়ি ঘর ভাঙলে তা পুনর্নির্মাণ করে দিক বন দফতর। এছাড়াও হাতি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য ময়ূর ঝরনা প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়নি। অথচ দীর্ঘদিন আগেই এই প্রকল্প ঘোষণা করে হাতিদের স্থায়ী বাসস্থান গড়ার কথা হয়েছে। এই প্রকল্প যাতে দ্রুত বাস্তবায়ন করা হয় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন ও জানান বিধায়ক। এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন, বেলিয়াতোড়কে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দিয়েছেন ভারত গৌরব যামিনী রায় ও এখানের মেচা সন্দেশ তৈরির কারিগররা। সম্প্রতি, বেলিয়াতোড়ের মেচা, সন্দেশ জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। বিধানসভায় একথা জানিয়ে বিল্লেশ্বর সিংহ বলেন, 'বড়জোড়া ব্লকের ৪টি, গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের ২টি ও বাঁকুড়া ২ নং ব্লকের ১টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে বেলিয়াতোড় থানা হয়েছে। এতে পুলিশ, প্রশাসনের কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা হলেও এলাকার মানুষ ব্লক প্রশাসনের পরিষেবা পেতে ভীষণ অসুবিধায় পড়েন।' তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত নিয়ে বেলিয়াতোড়কে ব্লক ঘোষণা করলে মানুষের হয়রানি কমবে। হাতি সমস্যা সমাধানের জন্যে গড়ে ওঠা সংগঠন সংগ্রামী গণমঞ্চের জেলা সম্পাদক শুভ্রাংশু মুখার্জি বলেন, '২০১৬ সাল থেকে ২০২১ পর্যন্ত বড়জোড়ার বিধায়ক ছিলেন সিপিআই(এম)-এর সুজিত চক্রবর্তী। এই ৫ বছরে বিধানসভার যতগুলি অধিবেশন হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে তিনি বড়জোড়ার হাতি সমস্যা সমাধানের বিষয়ে উত্থাপন করেছেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি।' শুভ্রাংশু মুখার্জি আরও বলেন, 'এবার আমরা আশা করি ময়ূর ঝরনা প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে।' অন্যদিকে, বেলিয়াতোড় ব্লক হলে যে সুবিধা হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব সব্যসাচী রায়।

# সরকারি নিয়োগ-প্রতারণার ফাঁদে তৃণমূলেরই প্রাক্তন প্রধান-সহ এক



**নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল:** সরকারি চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে অন্ডালে। এবার এই অভিযোগ সামনে আনলেন অন্ডালের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল। তাঁর দাবি, খাদ্য দপ্তর ও আবগারি দপ্তরে সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে মোট ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, ২০২২ সালে আসানসোলের সাকতোড়িয়ার বাসিন্দা জয়দেব বাউড়ি, তন্ময় বাউড়ি এবং অন্ডালের দক্ষিণখণ্ডের এক বাসিন্দা খাদ্য দপ্তরে প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল এবং আবগারি দপ্তরে তাঁর ভাই সুপ্রিয় মণ্ডলকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন বলেই অভিযোগ। সেই আশ্বাসেই ধাপে ধাপে তাঁদের কাছ থেকে মোট ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নেওয়া হয়।' প্রিয়াঙ্কা মণ্ডলের দাবি, চাকরির প্রক্রিয়াকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে তাঁকে কলকাতার ধর্মতলায় খাদ্য দপ্তরের একটি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রশিক্ষণ, ইন্টারভিউ-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রক্রিয়ার নামে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। এমনকি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্রও। একইভাবে তাঁর ভাইকেও একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু পরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে খোঁজ নিয়ে তাঁদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। অভিযোগ, প্রশিক্ষণ, ইন্টারভিউ, নিয়োগপত্র থেকে শুরু করে সমস্ত নথিই ছিল সম্পূর্ণ ভুয়ো। অর্থাৎ গোটা চাকরির প্রক্রিয়াটাই ছিল সুপরিকল্পিত প্রতারণার ফাঁদ। প্রিয়াঙ্কা মণ্ডলের অভিযোগ, টাকা ফেরতের জন্য বারবার চাপ সৃষ্টি করলে অভিযুক্তরা ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার একটি চেক দেন। কিন্তু ব্যাঙ্কে জমা দিতে গিয়ে জানা যায়, সেই চেকটিও জাল। এতেই শেষ নয়। তাঁর আরও অভিযোগ, দক্ষিণখণ্ডের ওই অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে টাকা ফেরত চাইতে গেলে এলাকার এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা তাঁকে হুমকি দেন। এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে আরও কয়েকজন প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার যোগ থাকতে পারে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হলে বড় প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস হতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

# জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রে গরমিল, দুর্গাপুর নগর নিগমে তদন্ত শুরু



**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** রাজ্যজুড়ে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্রে সম্ভাব্য অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তারই অংশ হিসেবে দুর্গাপুর নগর নিগমেও শুরু হয়েছে নথি যাচাইয়ের কাজ। শংসাপত্র ইস্যুর ক্ষেত্রে কোনও ধরনের অসঙ্গতি বা নিয়মভঙ্গ হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা বিস্তারিত তদন্তে নেমেছেন। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে দুর্গাপুর নগর নিগমের স্বাস্থ্য বিভাগ পুলিশের সহযোগিতায় জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি সংগ্রহ করে পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে। রেজিস্টার, আবেদনপত্র, সংশ্লিষ্ট রেকর্ড এবং অন্যান্য তথ্য মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত তথ্যও সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তে যদি কোনও ধরনের গরমিল, অসঙ্গতি বা অনিয়মের প্রমাণ মেলে, তবে তার বিস্তারিত রিপোর্ট রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে পাঠানো হবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। তবে তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে থাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত গোটা বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলও মুখে কুলুপ এঁটেছে।

# পঞ্চায়েতের বিনা অনুমতিতে ৬০ লক্ষ টাকার গাছ পাচার!

## ইন্দাস থানা ও বিডিওর দ্বারস্থ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস:** পঞ্চায়েতের তত্বাবধানে থাকা প্রায় ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকার গাছ বিনা অনুমতিতে কেটে পাচার করেছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। বারেবারে দলীয় নেতৃত্বকে ওই গাছ বিক্রির টাকা গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা করার কথা বলেছিলেন তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধান। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। উল্টে জুটেছিল হুমকি। রাজ্যে পালাবদলের পর প্রায় দেড় বছর আগের সেই ঘটনার তদন্ত চেয়ে বিডিও ও থানার পুলিশের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধান। ঘটনা বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের রোল গ্রাম পঞ্চায়েতের। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের রোল গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল পরিচালিত। এই রোল গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় ডিভিসির মেইন ক্যানাল ও শাখা ক্যানালের দুই পাড়ে ছিল ইউক্যালিপটাস, শিশু-সহ বহুদামী গাছ। বছর দেড়েক আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি ছাড়াই সেই সমস্ত গাছ কেটে পাচার করে দেন তৃণমূলের স্থানীয় অঞ্চল নেতৃত্ব এমনটাই অভিযোগ। বিষয়টি জানার পর রোল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ প্রধান গাছ বিক্রির টাকা গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা করার জন্য দলের অঞ্চল নেতৃত্বকে অনুরোধ করলে পঞ্চায়েত প্রধান ও উপ প্রধানের উপর চড়াও হয়ে তৃণমূলের অঞ্চল নেতৃত্বের একাংশ তাঁদের উপর চড়াও হয়ে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। ভয়ে সেসময় আর এবিষয়ে পদক্ষেপ করার সাহস পাননি পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ প্রধান। তবে এই ঘটনার প্রায় দেড় বছর পর রাজ্যে পালাবদল হতেই এবার সেই ঘটনার প্রকৃত তদন্ত চেয়ে ইন্দাস ব্লকের বিডিও ও ইন্দাস থানার দ্বারস্থ হলেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ প্রধান। বিডিওর কাছে ১০ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে গাছ বিক্রির ওই টাকা উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি ওই ১০ জনের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান ও উপ প্রধান। বিজেপির দাবি, পঞ্চায়েতের নিজস্ব ফান্ডের টাকা এভাবেই লুঠ করেছে তৃণমূল। ভয়ে কেউ এতদিন মুখ খুলতে পারেনি। রাজ্যে পালাবদলের পর ভয় আউট হতেই এখন তাদের দলের লোকেরাই এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন।

# বৈষ্ণবনগরে বিএসএফ ক্যাম্পে সহকর্মীর গুলিতে মৃত দুই জওয়ান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** মালদার বৈষ্ণবনগরে বিএসএফ ক্যাম্পের ভিতরে সহকর্মীর গুলিতে মৃত্যু হল দুই জওয়ানের। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক জওয়ান। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে বৈষ্ণবনগরের ১৭ মাইল এলাকায় অবস্থিত বিএসএফ ক্যাম্পে। আহত জওয়ানকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, মৃত দুই জওয়ান অজয় কুমার সিং (৫১) ও আম্বদর সুরেশ দরগু (৩৭)। তারা ৭১ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সদস্য ছিলেন। অজয় কুমার সিংয়ের বাড়ি বিহারের ছাপরা জেলার মানঝি এলাকায় এবং আম্বদর সুরেশ দরগুর বাড়ি মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি জেলায়। আহত জওয়ান বিকাশ ব্রহ্ম (৪৪)। তিনিও ৭১ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদস্য। তাঁর বাড়ি হুগলি জেলার কোলবা থানার মহান্দা গ্রামে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ১১৯ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের এক জওয়ান আচমকা গুলি চালান। সেই গুলিতেই দুই জওয়ানের মৃত্যু হয় এবং গুরুতর আহত হন আরও এক জওয়ান। তবে কী কারণে এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।


বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

---

**Bank of India BOI** ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া — Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

**বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার প্রকাশ্য নিলামের বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা নিম্নলিখিত স্বর্ণঋণগ্রহীতাগণ, তাঁদের আইনানুগ উত্তরাধিকারীগণ, স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাংকের পক্ষ থেকে বারবার স্মারকপত্র/বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাংকে তাঁদের বকেয়া পরিশোধ করছেন না।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে যে, যদি তাঁরা ২৪.০৮.২০২৬ তারিখ (শেষ কার্যদিবস)-এর মধ্যে তাঁদের নিজ নিজ স্বর্ণঋণ অ্যাকাউন্টে সমস্ত বকেয়া (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ, চার্জ/ব্যয় সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে **২৫.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকা** থেকে তাঁদের বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রা শাখা প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য নিলামে তোলা হবে। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

নিলামে অংশগ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিদের নির্ধারিত সময়/তারিখের পূর্বে শাখা ব্যবস্থাপকের কাছে জামানত হিসাবে **৫০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা)** জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের অবশ্যই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাংকে সম্পূর্ণ অর্থ জমা দিতে হবে, অন্যথায় ব্যাংকে জমা দেওয়া তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। নির্ধারিত নিলাম মূল্য কম বা অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হলে, ব্যাংক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, প্রয়োজনে, ব্যাংক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার অথবা তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

| অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখা | ঋণগ্রহীতার নাম | ঠিকানা | সোনার মোট ওজন |
|---|---|---|---|
| ৪২৭০৭৭৬১০০০০২৮৬ এবং পুরুলিয়া শাখা | নরেশ প্রামানিক | প্রযত্নে স্বপন প্রামাণিক, পো : নমোপাড়া, জেলা : পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ | ৩১.৬৫০ গ্রাম |
| ৪৩৮১৭৭৬১০০০০১৯৯ এবং রঘুনাথপুর শাখা | শ্রীমতি দীপান্বিতা সরকার | স্বামী বিজয় দত্ত, ওয়ার্ড নং ১৩, পশ্চিম পল্লি রঘুনাথপুর, জেলা : পুরুলিয়া- ৭২৩১৩৩ | ১৪.২৭০ গ্রাম |
| ৪৩৯২৭৭৬১০০০০৮৮৬ এবং রামপুরহাট শাখা | জ্যোতিষ প্রসাদ | পিতা জীতেন্দ্র প্রসাদ, নিবাস রামপুরহাট রেলপার, কবি চণ্ডীদাস রোড, ওয়ার্ড নং ১৪, পো এবং থানা -রামপুরহাট, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং - ৭৩১২২৪ | ৩.৩৫০ গ্রাম |

তারিখ : ২৪.০৭.২০২৬
স্থান : দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

---

**SBFC**

**এসবিএফসি ফিনান্স লিঃ**

রেজিস্টার্ড অফিস: ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯ । টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০ । ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪ ।

**জনবিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা যাচ্ছে যে, **এসবিএফসি ফিনান্স লিঃ** -এর নিকট বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কারের নিলাম **২৪.০৮.২০২৬ তারিখ, সকাল ১০:৩০ ঘটিকায়** অনুষ্ঠিত হবে। যে সকল গ্রাহক তাঁদের ঋণের বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁদের ঋণ হিসাবের বিপরীতে বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কারসমূহ এই নিলামে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত হবে। উক্ত ঋণগ্রহীতাদের নিকট নিলাম সংক্রান্ত নির্ধারিত নোটিশ যথাযথভাবে জারি করা হয়েছে। নিম্নে উল্লিখিত বিভিন্ন শাখার অধীন বকেয়া ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কারসমূহ নিলামের জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

**বারাসাত শাখা ঠিকানা: চাঁপাডালি মোড়, বারাসাত, পোস্ট অফিস + থানা – বারাসাত, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, বারাসাত – ৭০০১২৪** AP00541077, AP00574607, AP00689279, AP00909267, AP00995757, AP00998057, AP00999144, AP01000597, AP01002786, AP01002953, AP01003257, AP01003432, AP01003756, AP01004249, AP01004953, AP01004963, AP01020981

**ডালহৌসি শাখা ঠিকানা: স্টিফেন হাউস, ইউনিট নং–6E,আর. এন. মুখার্জী রোড, বিড়লা বিল্ডিং-এর বিপরীতে,কলকাতা – ৭০০০০১** – AP00623880, AP00995677, AP01003402, AP01004650, AP01009380

**দুর্গাপুর ঠিকানা: সুরেশ ম্যানশন, নাচান রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর – ৭১৩২১৩ (কোহিনুর রেস্তোরাঁর বিপরীতে)** – AP00274665, AP00710344, AP00994560, AP00994690, AP00997189, AP00997388, AP00999702, AP00999821, AP01004898

**গড়িয়া ঠিকানা: নং–৩, বরাল মেইন রোড, ১ম ফ্লোর, জেলা – দক্ষিণ ২৪ পরগনা, গড়িয়া, কলকাতা – ৭০০০৮৪, পশ্চিমবঙ্গ** AP00567153, AP00697696, AP00875313, AP00907433, AP00940363, AP00977104, AP00991973, AP00994541, AP00995302, AP00995401, AP00995525, AP00995549, AP00995842, AP00996501, AP00997765, AP00998438, AP01000451, AP01002437, AP01002553, AP01003036, AP01003037, AP01003338, AP01003816, AP01003918, AP01004153, AP01004222, AP01004278, AP01004414, AP01004644, AP01005644, AP01011084, AP01011485

**হাবড়া শাখা ঠিকানা: ১ম ফ্লোর, বিবেকানন্দ রোড, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা, কামারথুবা, পোস্ট অফিস ও থানা – হাবড়া ৭৪৩২৬৩** AP00892793, AP00893011, AP00908722, AP00918670, AP00924615, AP00944925, AP00964424, AP00994812, AP00994955, AP00995046, AP00996063, AP00996520, AP00996550, AP00996876, AP00997318, AP00997427, AP00997803, AP01000541, AP01000602, AP01002558, AP01002597, AP01003307, AP01003780, AP01003942, AP01003948, AP01004358, AP01004530, AP01005526, AP01005791, AP01007526, AP01007544, AP01008001, AP01009196, AP01011101, AP01011321

**অধিক তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: এসবিএফসি ফিনান্স লিঃ যোগাযোগ নম্বর: 1800-102-8012 (এসবিএফসি ফিনান্স লিঃ কোনো প্রকার পূর্ব-নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে নিলামের জন্য নির্ধারিত ঋণ হিসাবের সংখ্যা পরিবর্তন, নিলামের তারিখ বা সময় স্থগিত, অথবা সম্পূর্ণ নিলাম বাতিল করার পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে।)**

---

**IDBI BANK**

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫ ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
**আইডিবিআই ব্যাংক লি.** এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪)-এর ধারা ১৩(১২) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৩-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার বলে, সংশ্লিষ্ট **ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের** কাছে বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য একটি দাবি-নোটিশ জারি করা হয়েছিল। যেহেতু তারা উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৮-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে, নিচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলোর দখল গ্রহণ করা হয়েছে।
**ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী** এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন বা হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে হবে; অন্যথায়, এ ধরনের যেকোনো লেনদেন বা হস্তান্তর নোটিশে উল্লিখিত **আইডিবিআই ব্যাংক লি.**এর দাবিকৃত অর্থ;যার সাথে প্রযোজ্য সুদ, দণ্ডমূলক সুদ, বিভিন্ন চার্জ ও আনুষঙ্গিক খরচ অন্তর্ভুক্ত;এর সাপেক্ষে বা দায়বদ্ধ থাকবে।
ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ২০০২ সালের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

| ক্রম নং | ১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২. অ্যাকাউন্ট নাম্বার | ১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. স্বত্ব দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি | স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১ | মন্ডল এন্টারপ্রাইজ, ল্যান - ০২৫৭৬৫৩৮০০০০০১৪৩ | ১. ২৭.০৪.২০২৬ ২. ২০.০৭.২০২৬ ৩. ৪,৬২,১৩,৩০৯.৩৮ টাকা (চার কোটি বাষট্টি লাখ তেরো হাজার তিনশ নয় টাকা এবং আটত্রিশ পয়সা) ০১.০৩.২০২৬ পর্যন্ত সুদ সহ | **সম্পত্তি নং ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত দোতলা আরসিসি কাঠামোর এবং আরসিসি ছাদ বসবাসের ভবন ৯.০০ ডেসিমেল জমি অবস্থিত জামান টকিজ রোড এবং মৌজা- রামনা ইটি বরানগর বসন্তপুর, জেএল নং ৩৮, আরএস প্লট নং ১৫৫৪/৩২৩৪, এলআর প্লট নং -১৭৩৮, এলআর খতিয়ান নং ৩০৯৭, ওয়ার্ড নং -১২, ডোমকল পুরসভা অধীন, পো : বসন্তপুর, এবং থানা : ডোমকল, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৪০৬, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি নং ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত দো(জি-১) তলা আরসিসি কাঠামো এবং আরসিসি ছাদ বসবাসের ভবন, ৪২.০০ ডেসিমেল অবস্থিত মামুদপুর এবং মৌজা - মামুদপুর, জেএল নং -৩২, এলআর প্লট নং -২১৪, এলআর খতিয়ান নং ৮২৮, ওয়ার্ড নং -১৬। ডোমকল পুরসভা অধীন, পো : জুগিন্দা, এবং থানা : ডোমকল, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৪০৬, ল্যান্ড মার্ক দুর্গা মন্দির। শ্রেণি -ভিটা, ডোমকল পুরসভা অধীন। |

তারিখ : ২৩.০৭.২০২৬ স্থান : ডোমকল, মুর্শিদাবাদ
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

---

**L&T Finance**

**এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড**
**রেজিস্টার্ড অফিস:** এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
**CIN No.:** L67120MH2008PLC181833
**ব্রাঞ্চ অফিস:** কোলকাতা

**দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি**
**[আইন-8(1)]**

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি. এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 4-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

| লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর | ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম | বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ | ডিমান্ড নোটিশ | | তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | তারিখ | বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹) | |
| KOLHL17000226 and KOLHL17000242 | 1) পরেশ কর্মকার – ঋণগ্রহীতা 2) প্রিয়ঙ্কা দেব – সহ-ঋণগ্রহীতা 3) মেসার্স ড্রিমল্যাণ্ড – সহ-ঋণগ্রহীতা | অনুসূচি - I বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির চৌহদ্দির মধ্যেই পরিসর নং 19, সুভাষ পল্লী, হোল্ডিং নং 846, থানা : বরানগর, জেলা : 24 পরগণা (উত্তর), ওয়ার্ড নং 14, কোলকাতা–700108 হওয়া মৌজা : বনহুগলী, জে.এল. নং 6, আর.এস. নং 5, তৌজি নং 3027, সি.এস. দাগ নং 556(পি), ইপ্পি নং 19 এবং 19এ, এসপি নং 42 এবং 42/1–য়ে থাকা ও অবস্থিত কম বা বেশী 3 কাঠা, 5 ছটাক ও 31 বর্গফুট পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক ভাগীদারির সঙ্গে একত্রে 900 বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া থাকা ইমারতের ফার্স্ট ফ্লোরে এ3 এবং এ4 নাম্বার হওয়া দুটো ফ্ল্যাট। | 29-08-2018 | 06–08–2018 তারিখের হিসাবে টাঃ31,49,566.03/– (একত্রিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশো ছেষট্টি টাকা এবং তিন পয়সা মাত্র) | বাস্তবিক দখল 21–07–2026 |

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

**তারিখ:** 24.07.2026
**স্থান:** কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
**অনুমোদিত আধিকারিক**
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

---

**IDBI BANK**

**আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**
রিটেইল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ল্যান্ডলাইন: (০৩৩) ৬৬৫৫ ৭৭৪৬, ফোন নং: ৭৬৯৬০২০২১৯
ওয়েবসাইট: www.idbibank.in, CIN: L৬৫১৯০MH২০০৪GOI১৪৮৮৩৮

সারফেসি অ্যাক্টের অধীনে স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

**সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**

এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সিকিউরড ক্রেডিটর-এর কাছে বন্ধক/চার্জ করা আছে, যার বাস্তবিক দখল আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন, তা **১১.০৮.২০২৬** তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

| ১) ঋণগ্রহীতা এর নাম ও ঠিকানা ২) সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা ৩) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর | ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমান ঘ) দখলের ধরন | স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ই-অকশনের তারিখ |
|---|---|---|---|
| **রণজিৎ কুণ্ডু (ঋণগ্রহীতা)** এবং **বেবি কুণ্ডু (সহ-ঋণগ্রহীতা)** ঠিকানা: গ্রাম- ছোট জিরকপুর, পোঃ- বসিরহাট কলেজ, ছোট জিরকপুর নিউস্ট্যান্ড ক্লাব, উত্তর ২৪ পরগনা, বসিরহাট পিন- ৭৪৩৪১২। **অ্যাকাউন্ট নং:** ১৯৯৮৬৭৫১০০০০১৫৬৪ এবং ০২৬৩৬৭৫১০০০০১৩৯৭ | ক) **২৭.০৮.২০২৪** খ) **১১.০২.২০২৫** গ) **৫৪,০১,০৯৯.২৭ টাকা** [চুয়ান্ন লক্ষ এক হাজার নিরানব্বই টাকা এবং সাতাশ পয়সা মাত্র] ১০.০৪.২০২৪ অনুযায়ী ঘ) **বাস্তবিক দখল** | **সম্পত্তি ১** i. রেজি. কনভেয়েন্স ডিড নং ৭৪০ তাং ১৪-০৩-২০১৭; ii. রেজি. কনভেয়েন্স ডিড নং ৯৬৪ তাং ২৯-০৩-২০১৭; iii. রেজি. কনভেয়েন্স ডিড নং ৬৩৮ তাং ০৩-০৩-২০১৭; iv. রেজি. কনভেয়েন্স ডিড নং ৭৯৩ তাং ১৬-০৩-২০১৭। প্রথম ফ্লোরের সমস্ত ছাদ এবং তার উপরের কাঠামো, প্লট নং এ যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপ প্রায় ৬৯৯ বর্গফুট এবং প্রথম ফ্লোরের সমস্ত ছাদ এবং তার উপরের কাঠামো, প্লট নং বি যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপ প্রায় ৬১৫ বর্গফুট এবং প্রথম ফ্লোরের সমস্ত ছাদ এবং তার উপরের কাঠামো, প্লট নং সি যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপ প্রায় ৬১৫ বর্গফুট এবং প্রথম ফ্লোরের সমস্ত ছাদ এবং তার উপরের কাঠামো, প্লট নং ডি যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপ প্রায় ৬১৬ বর্গফুট, যা নির্মিত এবং গঠিত প্রায় ৫.১১৭ ডেসিমেল সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির প্লটে, যা মৌজা- তপা মির্জাপুর জেএল নং ৪২-এ অবস্থিত, সম্পর্কিত আরএস খতিয়ান নং ৪১৮, এলআর খতিয়ান নং ৮২১-এর অধীনে, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২১০৫, হোল্ডিং নং ৩২৬/৫৩ পুরাতন বাজার, থানা বসিরহাট, ওয়ার্ড নং ১১-এর অধীনে বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর) যা নিম্নরূপ বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে: মিউনিসিপ্যাল ড্রেন এবং শ্রী হরি পালের সম্পত্তি; দক্ষিণে: ১৫ ফুট তপামির্জাপুর নিউ রোড এবং শ্রী প্রদীপ গোলদার ও অন্যদের সম্পত্তি; পূর্বে: শ্রী প্রদীপ গোলদার এবং শ্রী প্রশান্ত কুণ্ডুর সম্পত্তি; পশ্চিমে: ১৫ ফুট তপামির্জাপুর নিউ রোড। **সম্পত্তি ২** রেজি. কনভেয়েন্স ডিড নং ৮৮৩০ তাং ২৩-১১-২০১৫ প্রথম ফ্লোরে "D" নম্বর একটি ফ্ল্যাট যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপ প্রায় ৭৩৪.৪ বর্গফুট, যা নির্মিত এবং গঠিত প্রায় ৫.১১৭ ডেসিমেল সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির প্লটে, তার ওপর অবস্থিত দোকান ঘর এবং আবাসিক ফ্ল্যাট সহ, যা মৌজা তপামির্জাপুর জেএল নং ৪২-এ অবস্থিত, সম্পর্কিত আরএস খতিয়ান নং ৪১৮, এলআর খতিয়ান নং ৮২১-এর অধীনে, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২১০৫, হোল্ডিং নং ৩২৬/৫৩ পুরাতন বাজার, থানা বসিরহাট, ওয়ার্ড নং ১১-এর অধীনে বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর) যা নিম্নরূপ বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে: মিউনিসিপ্যাল ড্রেন এবং শ্রী হরি পালের সম্পত্তি; দক্ষিণে: ১৫ ফুট তপামির্জাপুর নিউ রোড এবং শ্রী প্রদীপ গোলদার ও অন্যদের সম্পত্তি; পূর্বে: শ্রী প্রদীপ গোলদার এবং শ্রী প্রশান্ত কুণ্ডুর সম্পত্তি; পশ্চিমে: ১৫ ফুট তপামির্জাপুর নিউ রোড। **দায়বদ্ধতা : ব্যাঙ্কের কাছে অজানা।** | ক) ৫৮,৫০,০০০.০০ টাকা খ) ৫,৮৫,০০০.০০ টাকা গ) ৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ১১.০৮.২০২৬ তারিখে |

**বিড নথিতে প্রদর্শিত নিয়ম ও শর্তাবলীর সারাংশ:**
১. ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম ওয়েবসাইট https://baanknet.com/ -এ নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড., ইউনিট ১, ৩য় ফ্লোর, ভায়োস টাওয়ার, অনিক নগর, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বাই - ৪০০০৩৭ এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।
২. বিড ডকুমেন্ট কলকাতা জোনাল অফিস, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ থেকে কার্যদিবসে (সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা) ওয়েবসাইট www.idbibank.in এবং https://baanknet.com/ থেকে ১০ই আগস্ট ২০২৬, বিকেল ৪ টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
৩. আমাদের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্যানুসারে উপরোক্ত সম্পত্তির উপর কোন দায়বদ্ধতা নেই।
৪. এই প্রকাশনাটি সংশোধিত সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২ এর রুল ৯ (১) এর অধীনে ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টার / বন্ধকদাতাদের বিক্রয়ের জন্য একটি সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
৫. আরও বিস্তারিত তথ্যের এবং সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট [www.idbibank.in]-এ যান অথবা উপরে উল্লিখিত শাখা আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে প্রদত্ত বিড নথির রেফারেন্স দেখুন।
৬. অনুমোদিত আধিকারিক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান বা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৭. পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় হলো ০৫.০৮.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা।
৮. ই-অকশনের তারিখ এবং সময় হলো ১১.০৮.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা।

তারিখ: **২৪.০৭.২০২৬**, স্থান: **কলকাতা**
স্বা/- **অনুমোদিত আধিকারিক, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক**

---

**Bank of Baroda** ব্যাংক অফ বরোদা

**দাবি বিজ্ঞপ্তি**

**কাকদ্বীপ শাখা**
**ললিত ভিলা, পোঃ + থানা- কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৪৭**
**ই-মেইল: kakdwi@bankofbaroda.com**

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা কর্তৃক সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের বিরুদ্ধে জারি করা দাবি বিজ্ঞপ্তি।

| ক্র. নং | শাখা/নোটিশের তারিখ / অ্যাকা. নাম / এনপিএ তারিখ: | ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা: | সুবিধার প্রকৃতি ও প্রকার / সীমা / সুদের হার / বকেয়া পরিমাণ: | নিরাপত্তা চুক্তির সহ নিরাপত্তাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ: |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **কাকদ্বীপ শাখা** **১৩(২) নোটিশের তারিখ- ১১.০৬.২০২৬** **শ্রী সমরেশ বেরা** **এনপিএ তারিখ- ০৮.০৬.২০২৬** | **শ্রী সমরেশ বেরা, পিতা- শ্রী ঝন্টু বেরা, সাগর, খাস রামকরচর, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৭৩** | **বরোদা হোম লোন এগেইনস্ট প্রপার্টি (টিএল ৩৮১৪০৬০০০০৩৫৬৩) সীমা: ২৮,৮০,০০০/- টাকা + ৬,০০,০০০/- টাকা = মোট ৩৪,৮০,০০০/- টাকা** **সুদের হার- ৭.৬৫% (মঞ্জুরির সময়) এবং ১৪.৫০% (মঞ্জুরির সময়)** **বকেয়া পরিমাণ** **১৮,৬৪,১০৬/- টাকা** (আঠারো লক্ষ চৌষট্টি হাজার একশো ছয় টাকা মাত্র) এবং **৫,১০,৬০০/- টাকা** (পাঁচ লক্ষ দশ হাজার ছয়শো টাকা মাত্র) মোট একত্রে **২৩,৭৪,৭০৬/- টাকা** (তেইশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার সাতশো ছয় টাকা মাত্র) **০৮.০৩.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তদুপরি অনাদায়ী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা **০৫ ডেসিমেল** বাস্তু জমি এবং ভবন, যার অবস্থান- মৌজা- খাসরামকর চর, জে.এল. নং- ২৮, তৌজি নং- ২৯৩১, আরএস দাগ নং- ২৬৫০, সংশ্লিষ্ট এলআর দাগ নং- ৫০৮৯, খতিয়ান নং- ১৮১ এর অধীনে, সংশ্লিষ্ট এলআর খতিয়ান নং- ১৯৩৫, সংশ্লিষ্ট নতুন এলআর খতিয়ান নং- ৬৭৭৯, রামকরচর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, থানা- সাগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৩৭৩। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে-** সঞ্জীব মাহাতর সম্পত্তি, **দক্ষিণে-** সঞ্জীব মাহাতর সম্পত্তি এবং সরকারি কাঁচা ৮ ফুট চওড়া রাস্তা, **পূর্বে-** রতন মাইতির সম্পত্তি এবং বারাম রাস্তা (৮ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা), **পশ্চিমে-** মহাদেব বেরার সম্পত্তি। |

আপনারা উপরোক্ত ক্রেডিট সুবিধা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, যার সাথে উপরোক্ত শাখায় সম্মত হারে অতিরিক্ত সুদ যুক্ত রয়েছে। ব্যাঙ্ক উপরোক্ত সারণীতে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য উক্ত আইনের অধীনে আপনাকে নোটিশ জারি করেছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের ঠিকানায় স্পিড / নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠানো দাবির নোটিশটি অ-বিতরিত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদ সহ বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে। তা করতে ব্যর্থ হলে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর তফসিলের মধ্যে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা স্বার্থ কার্যকর করার অধিকার প্রয়োগ করতে ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে। এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের জন্য উপলব্ধ আইনি পদক্ষেপ শুরু করা সহ অন্য কোনো অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো প্রতিকূলতা সৃষ্টি করবে না।
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি উক্ত আইনের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন ১৩-এর দিকে, যার শর্তাবলী অনুসারে, আমাদের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া আপনি উপরে অনুচ্ছেদ ১-এ উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলির কোনোটিই বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না (সাধারণ ব্যবসার প্রক্রিয়া ছাড়া)। আমরা আরও যোগ করতে চাই যে, উক্ত আইনের সেকশন ১৩(১৩)-এ থাকা উপরোক্ত বিধানটি মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়া **আইনের সেকশন ২৯ অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।**
আমরা আরও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি উক্ত আইনের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর দিকে, যার শর্তাবলী অনুসারে, পাবলিক নিলামের/কোটেশন আমন্ত্রণের/টেন্ডারের/প্রাইভেট চুক্তির নোটিশ প্রকাশের তারিখের আগে যেকোনো সময় যদি আপনার দ্বারা ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করা হয়, তবে আপনি সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধার করতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরোক্ত নোটিশ প্রকাশের পরে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধারের আপনার অধিকার আর উপলব্ধ থাকবে না।

**তারিখ: ২৪.০৭.২০২৬**
**স্থান: কাকদ্বীপ**

**অনুমোদিত অফিসার**
**ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**

# বন্যা কবলিত গুজরাতে দুর্বিষহ অবস্থা, ভূপেন্দ্রর সঙ্গে কথা মোদীর



**নিজস্ব প্রতিবেদন, আমদাবাদ, ২৩ জুলাই:** টানা বৃষ্টিতে বন্যা কবলিত গুজরাতের বিভিন্ন জেলা। বৃহস্পতিবার সারাদিনই ভারী বৃষ্টি হয়েছে। এই দুর্যোগের মধ্যে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও।

গুজরাতে ভারী বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া, রাজ্যে ভারী বৃষ্টির মধ্যে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ বিষয়ে গুজরাতকে সব ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত গুজরাত। সেই রাজ্যের বলসাড জেলার উমরগামে গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে ১০৬৪ মিলিমিটার (১০৬.৪ সেন্টিমিটার)! যেখানে কোথাও ১১ থেকে ২০ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হলেই অতিভারী বর্ষণ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। বুধবার সকাল থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত বলসাডের উমরগামে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে, তা এ দেশে একদিনের বৃষ্টির নিরিখে তৃতীয় সর্বোচ্চ। এর আগে এক দিনে তার চেয়ে বেশি বৃষ্টি হওয়ার নজির রয়েছে চেরাপুঞ্জি এবং লক্ষদ্বীপে। দেশে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় মেঘালয়ের মৌসিনরামে। নিরক্ষরেখার কাছে লক্ষদ্বীপেও বছরে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়। এবার তাদের সঙ্গে একসারিতে বসল গুজরাতের বলসাডের উমরগাম।

মৌসম ভবন বলছে, এখনই সে জেলায় ভারী বৃষ্টি থামছে না। সেই সঙ্গে পাঁচমহল, মহিসাগর, দাহোদেও ভারী বৃষ্টির জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গুজরাতের উত্তর এবং মধ্যভাগের কয়েক জেলায় রয়েছে হলুদ সতর্কতা। বনাসকাঁঠা, অরাবলী, সাবরকাঁঠায় অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। গুজরাতে গত ১৭ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে দুর্যোগ। বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত সুরত, বলসাডের মতো জেলাগুলি। তার মধ্যে বলসাডের উমরগ্রাম বৃষ্টিপাতে নজির গড়েছে। সেখানে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১,৩৯১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে কেবল বুধবার সকাল থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে ১০৬৪ মিলিমিটার। এ দেশে এখন পর্যন্ত এক দিনে তার চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে দু'জায়গায়। ১৯৯৫ সালের ১৬ জুন চেরাপুঞ্জির সোহরায় বৃষ্টি হয়েছিল ১,৫৬৩.৩ মিলিমিটার। এ দেশে যবে থেকে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হচ্ছে, তবে থেকে এক দিনে এত পরিমাণ বৃষ্টিপাত কোথাও হয়েছে বলে আর ধরা পড়েনি। ১৯৯৫ সালের পরে ২০০৪ সালের ৬ মে লক্ষদ্বীপের আমিনিদিভিতে বৃষ্টি হয়েছিল ১১৬৮.৫ মিলিমিটার। এবার তৃতীয় স্থানে বলসাডের উমরগ্রাম।১৭ জুলাই থেকে এখন পর্যন্ত বলসাডের উমরগ্রামের চেয়েও বেশি বৃষ্টি হয়েছে কাপরাড়ায়। সেখানে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১,৪৯৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। গোটা জেলায় প্রায় ২০০ জনকে সরিয়ে শিবিরে রাখা হয়েছে। সুরতেও গত কয়েক দিন ধরে টানা বৃষ্টি চলছে। তার জেরে ভেদওয়াড়, সিমাড়া খাড়ি প্লাবিত হয়েছে। সেই খাড়িগুলির জল শহরে ঢুকেছে। খাড়ির ধারের এলাকা থেকে প্রায় ২,২৪০ জন বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে।

# রাহুল আমন্ত্রণ জানিয়েছে, চা খেতে এসেছি: খাড়গে





**নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই:** সংসদে নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে কেন্দ্র ও বিরোধীদের মধ্যে অচলাবস্থার মধ্যেই বৃহস্পতিবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সুনহেরি বাগ রোডের বাসভবনে সন্ধ্যা ৬ টায় বৈঠকে বসেন ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। বৈঠককে কেন্দ্র করে রাহুল গান্ধির বাসভবনের বাইরে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। মোতায়েন করা হয় র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের বাসও।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম, কেসি বেণুগোপাল, জয়রাম রমেশ, রেণুকা চৌধুরী, প্রমোদ তিওয়ারি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা-সহ একাধিক কংগ্রেস নেতা বৈঠকে যোগ দেন। এছাড়াও এনসিপির (এসসিপি) সুপ্রিয়া সুলে, আরজেডি সাংসদ মিসা ভারতী ও মনোজ ঝাঁ, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবসেনার (ইউবিটি) অরবিন্দ সাওয়ান্ত, সিপিআই সাংসদ পি সন্তোষ কুমার-সহ বিরোধী দলের একাধিক নেতা রাহুলের বাসভবনে পৌঁছন।

বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'রাহুল গান্ধি আমাদের চায়ের জন্য আমন্ত্রণ করেছেন। তাই চা খেতে এসেছি।' তবে বৈঠককে ঘিরে বিরোধী শিবিরের মধ্যে ঐক্যের বার্তা স্পষ্ট হয়েছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল বলেন, 'দিল্লিতে যেন জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে। গোটা দিল্লিকে যুদ্ধক্ষেত্রের মতো করে দেওয়া হয়েছে।' কংগ্রেস সাংসদ জোথিমণি সেন্নিমালাই বলেন, 'আমরা শুধু বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অথচ গোটা এলাকাকে দুর্গের মতো ঘিরে ফেলা হয়েছে। সরকারের আতঙ্ক স্পষ্ট।'

কংগ্রেস সাংসদ অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং বলেন, 'আমরা আমাদের পরিকল্পনা প্রকাশ করলে শত্রুপক্ষ সতর্ক হয়ে যাবে। দিল্লি পুলিশ এবং অমিত শাহের লোকজন ইতিমধ্যেই এখানে চলে এসেছে। আমরা লড়ব এবং জয়ী হব।' কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা বলেন, 'পদত্যাগ হতেই হবে।'

আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝাঁ বলেন, 'যন্তর মন্তর এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কী হচ্ছে, তা দেখুন। যুবসমাজের মধ্যে ব্যাপক অস্থিরতা রয়েছে। আগামী মুহূর্তে আমরা কী করছি, তা জানতে পারবেন। দেশের পরিস্থিতি দেখে আমি উদ্বিগ্ন।' কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী বলেন, তগোটা ইন্ডিয়া জোট এই ইস্যুতে একসঙ্গে লড়াই করছে।' সিপিআই সাংসদ পি সন্তোষ কুমারও বলেন, 'বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ।'

নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি নিয়ে সংসদে অচলাবস্থার মধ্যেই এই বৈঠক হয়। বিরোধীরা আলোচনার আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং রাজ্যসভায় বিধি ২৬৭-র অধীনে আলোচনার দাবি জানিয়ে আসছে। অন্যদিকে, কেন্দ্রের দাবি, কোনও শর্ত ছাড়াই সরকার নিট-সহ প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। বৃহস্পতিবার সংসদ চত্বরেও ইন্ডিয়া জোট ও এনডিএ সাংসদদের মধ্যে পৃথক ইস্যুতে পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে রাহুল গান্ধির বাসভবনে বিরোধী নেতাদের বৈঠককে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

# তরুণদের কল্যাণ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মোদী সরকারের সর্বোচ্চ সংকল্প: শাহ



**নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই:** তরুণদের কল্যাণ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মোদী সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ও সংকল্প, তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে এই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, তরুণদের কল্যাণ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা মোদী সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং দৃঢ় সংকল্প। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে 'ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত' গঠনের প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত এই অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। অমিত শাহ আরও জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে তরুণদের ভবিষ্যৎ যারা বিপন্ন করে তোলে, তাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর নেওয়া এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি একটি মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হবে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকালেই দেশের তরুণদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী। লেখেন, 'আমাদের তরুণদের ভাল রাখা এবং তাঁদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোনও কিছুই এর চেয়ে বড় নয়।' এর পরেই প্রশ্নফাঁস বিতর্কে ন্যায়বিচারের আশ্বাস দেন মোদী।

# মেট্রো স্টেশন বন্ধ নিয়ে প্রধান বিচারপতির হুঁশিয়ারি, দুপুরের মধ্যে সমাধান না-হলে হস্তক্ষেপ



**নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই:** দিল্লির একাধিক মেট্রো স্টেশন বন্ধ থাকার বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন। মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুরের মধ্যে সমস্যার সমাধান না-হলে আদালত হস্তক্ষেপ করবে। সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিকাশ সিং বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের সামনে বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মেট্রো স্টেশন বন্ধ থাকায় আইনজীবী এবং মামলার পক্ষগুলির আদালতে সময়মতো পৌঁছতে সমস্যা হচ্ছে। অন্তত আইনজীবী, মামলার পক্ষ এবং আদালতের কর্মীদের যাতায়াতের অনুমতি দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। এরপর প্রধান বিচারপতি জানান, কোনও মামলায় আইনজীবী বা পক্ষ হাজির হতে না পারলে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও বিরূপ আদেশ দেওয়া যাবে না বলে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, মেট্রো স্টেশন থেকে বেরোনোর সময় নিরাপত্তা যাচাই করা যেতে পারে এবং সুপ্রিম কোর্টের পরিচয়পত্র দেখালে আইনজীবী, পক্ষ ও আদালতের কর্মীদের যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া উচিত। প্রধান বিচারপতি বলেন, দুপুরের মধ্যে যদি বিষয়টি সমাধান না-হয়, তা হলে সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে। উল্লেখ্য, যন্তর মন্তরে চলা বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলার কথা মাথায় রেখে দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (ডিএমআরসি) সুপ্রিম কোর্ট-সহ দিল্লির প্রায় ১৬টি মেট্রো স্টেশন পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রেখেছে।

# জনবহুল এলাকা থেকে পথকুকুর সরানোয় মামলা দিল্লি হাইকোর্টে



**নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই:** সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য জনবহুল এলাকা থেকে পথকুকুর সরানোর বিষয়টি নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি দীনেশ মেহতার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এই মামলায় কেন্দ্রীয় সরকার, দিল্লি সরকার, দিল্লি পুরনিগম এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে নোটিস জারি করেছে। আদালত সূত্রে জানা গেছে, মামলার পরবর্তী শুনানি ৩ অগাস্ট। এদিন হাইকোর্ট নোটিস জারি করে জানতে চেয়েছে, পথকুকুর নিয়ন্ত্রণে জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং টিকাকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে। পথকুকুর সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট তার নির্দেশে জানিয়েছিল, দিল্লিতে পথকুকুরদের শেল্টার হোম থেকে তখনই ছাড়া যাবে, যখন তাদের টিকাকরণ এবং বন্ধ্যাকরণ সম্পন্ন হবে। বিচারপতি বিক্রমনাথের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছিল, শেল্টার হোম থেকে পথকুকুর ছাড়ার উপর জারি থাকা নিষেধাজ্ঞা সংশোধিত নির্দেশের সঙ্গে প্রত্যাহার করা হচ্ছে।সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছিল, আক্রমণাত্মক স্বভাবের এবং জলাতঙ্কে আক্রান্ত কুকুরদের শেল্টার হোম থেকে ছাড়া যাবে না। আদালত আরও জানিয়েছিল, রাস্তায় পথকুকুরদের খাবার খাওয়ানো যাবে না। পথকুকুরদের খাবার খাওয়ানোর জন্য পুরনিগমকে নির্দিষ্ট জায়গা চিহ্নিত করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ কার্যকর করার বিষয়টি নিশ্চিত করতেই দিল্লি হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি গ্রহণ করেছে।




# বৈভব ঝড়ে উড়ল জিম্বাবোয়ে



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আয়ারল্যান্ডে হোয়াইটওয়াশ ও ইংল্যান্ড সফরে হতাশার পর অবশেষে জয়ের মুখ দেখল ভারত। হারারেতে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে সহজ জয় তুলে নিল টিম ইন্ডিয়া। ভারতের দুর্দান্ত বোলিংয়ের পর ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন প্রত্যাবর্তন ঘটানো বৈভব সূর্যবংশী। ১৫ বছরের এই বাঁহাতি ব্যাটার মাত্র ১৮ বলে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের প্রথম অর্ধশতরান করে ভারতের জয় সহজ করে দেন। টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন শ্রেয়স আইয়ার। তাঁর আস্থার মর্যাদা দেন তরুণ পেসাররা। ২১ মাস পর জাতীয় দলে ফিরে প্রথম বলেই ঘণ্টায় ১৪৯ কিলোমিটার গতিতে ওপেনার বেনেটকে ফেরান ময়ঙ্ক যাদব। অভিষেক ম্যাচে অশোক শর্মা এবং প্রিন্স যাদবও নজর কাড়েন। বেন কারানকে ফেরান প্রিন্স। অধিনায়ক সিকান্দার রাজা মাত্র ৬ রান করে শিবম দুবের শিকার হন। নিয়মিত উইকেট হারিয়ে জিম্বাবোয়ে ৭ উইকেটে ১২৫ রান তোলে।

১২৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই আউট হন অভিষেক শর্মা। ব্লেজিং মুজারাবানির বলে ৮ রানে ১ রান করে ফেরেন তিনি। এরপর বৈভব সূর্যবংশী চারটি চার ও চারটি ছক্কায় ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। হারারের মাঠে, যেখানে চার মাস আগে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮০ বলে ১৭৫ রান করেছিলেন, সেখ ানেই ফের নিজের ছাপ রাখলেন তিনি। যদিও রিচার্ড এনগারভার বলে আউট হন, ততক্ষণে ভারতের জয় কার্যত নিশ্চিত।

# অর্ধেক প্রস্তুতিতে বড় ম্যাচ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আসন্ন ডুরান্ড কাপ ডার্বির তেমন উত্তেজনা নেই। মরশুমের প্রথম বড় ম্যাচেই দুই দল খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে নামবে। এখনও দু' দলেরই সব বিদেশিরা শহরে এসে পৌঁছয়নি। ধীরে ধীরে আসতে শুরু করেছেন তারা। তবে বিদেশিরা আসলেও যে তারা ৯০ মিনিট ম্যাচ খেলার জন্য ফিট তেমনটা নয়। মঙ্গলবার থেকে মোহনবাগানে শুরু হয়েছে নতুন অধ্যায়। হেড কোচ পানাগিওটিস ডিলমপেরিসের অধীনের আসন্ন ডুরান্ড কাপের ডার্বির আগে প্রস্তুতিতে মগ্ন সবুজ-মেরুন শিবির। রবিবার শহরে পা রাখার পর সোমবার গোটা দলের সঙ্গে হোটেলে বৈঠক সারেন তিনি। মঙ্গলবার বিকেলে প্রথম দিন থেকেই কড়া হেড স্যারের ভূমিকায় অনুশীলনে নেমে পড়েছিলেন পানোস। বৃহস্পতিবারও টানা দেড় ঘণ্টার অনুশীলন চলল গোটা দলকে নিয়ে। তার আগের দিন অনুশীলন শুরুর আগে গোটা দলকে নিয়ে আধঘন্টার বৈঠক সারেন কোচ। ডার্বির আগে মূলত ফুটবলারদের উজ্জীবিত করতে চাইলেন তিনি। বুধবার বাগান অনুশীলনে যোগ দিলেন নতুন বিদেশি ডেজান ড্র্যাজিচ। তবে মূলদলের সঙ্গে অনুশীলন করলেন না তিনি। এদিনও তিনি মূলত সাইডলাইনেই ছিলেন, মাঠ জুড়ে দৌড়লেন। ফিজিওর সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছেন ডেজান। ডার্বির ছকে এই সার্বিয়ান তারকা থাকতে পারবেন কিনা তা বলা যাচ্ছে না। অন্যদিকে শুক্রবার সকাল ৮ টায় শহরে পা রাখছেন বাগানের স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলবার্তো রদ্রিগেজ। অন্যদিকে ডার্বির আগে কড়া ইস্টবেঙ্গল হেডমাস্টার হাবাস। রাজারহাটের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে চেনা মেজাজে ধরা দিলেন দলের নতুন হেডকোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। ডার্বির আগে হাতে সময় খুব কম, তাই এক মুহূর্তও নষ্ট করতে রাজি নন এই অভিজ্ঞ স্প্যানিশ কোচ। তবে অনুশীলনে লাল-হলুদ সমর্থকদের জন্য সবচেয়ে বড় স্বস্তির খবরটি হল, দলের নতুন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার দানি রামিরেজের প্রথম দিনেই বেশ ছন্দে ছিলেন। শহরে পা রেখেই মাত্র কয়েক ঘণ্টার বিশ্রাম, তারপর সোজা অনুশীলনে যোগ দেন দানি রামিরেজ।

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

**E-EOI No.- 01 of 2026-2027 Sl. No. 1 Dated 08.07.2026**
Last date of Submission the above mention EOI has been extended on 30.07.2026 at 11:30 hrs. and will be opened on 03.08.2026 at 12:30 hrs. All others terms and condition will remain unchanged.
Sd/-
E.E.(Civil), ADDA, Asansol

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচ এম সি হাওড়া পৌর নিগমের অধীন হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস পদ্মপুকুরে ১ (এক) কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি,পিটি, আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং জীবনপঞ্জি সহ প্রস্তাব দাখিল করবেন।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শুরুর তারিখ : ২১.০৭.২০২৬ সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ ০৩.০৮.২০২৬ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত
**এনআইটি নং : এইচএমসি/এইচডব্লুডব্লু/পি-০৩/২০২৬-২৭ তারিখ ২১.০৭.২০২৬**
অনুগ্রহ করে দেখুন : **https://wbtenders.gov.in**
সেক্রেটারি
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৩৯(২)/২৬-২৭
২৩.৭.২৬

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট) এইচ এম সি হাওড়া পৌর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৬(ছয়) টি বৈদ্যুতিক কাজের জন্য । আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি,পিটি, আইটিআর,ট্রেড লাইসেন্স এবং জীবনপঞ্জি সহ প্রস্তাব দাখিল করবেন।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শুরুর তারিখ : ২২.০৭.২০২৬ সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ ০৩.০৮.২০২৬ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত
অনুগ্রহ করে দেখুন : **https://wbtenders.gov.in**
**এনআইটি নং : ডব্লুবি-এইচএমসি/এনআইটি/ইডি-০০৬/২০২৬-২৭ তারিখ ২২.০৭.২০২৬**
৩৬(১)/২৬-২৭
২৩.৭.২৬
অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট)
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

পূর্ব রেলওয়ে
**ই-টেন্ডার নং ঃ এলআরসি_আইসিএফ-হাইব্রিড_এনএমজিএইচএসআর_আর, তারিখ ২১.০৭.২০২৬।** ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার(ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** "আইসিএফ এবং হাইব্রিড কোচ থেকে অটোমোবাইল ক্যারিয়ার কাম ব্রেক ভ্যান কোচে রূপান্তর"। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭,৩৩,২১,১৪০.৬০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১৪,৬৬,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ০.০০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০৮.২০২৬, দুপুর ২টা। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in** টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে কোনো সংশোধনী, যদি থাকে, দেখবার জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল দেখতে টেন্ডারদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
(MISC-111/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/সিনি. ডিইএন/১/ডব্লু।, তারিখ ২০.০৭.২০২৬।** সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/।/শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নং-৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই- টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং ১। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৩১-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহে ঃ সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/শিয়ালদহের অধীনে অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ সহ শিয়ালদহ ডিপো ইত্যাদিতে যান্ত্রিক লন্ড্রি প্ল্যান্টের আপগ্রেডেশন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৪৩,৬৪,৭৭০.৪২ টাকা। **ইএমডি ঃ** ৪,৮৭,৩০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **ক্রমিক নং ২। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৩৪-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার [I], শিয়ালদহের শাখায় অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ সহ মোট ১৩ সংখ্যক সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে/রোড আন্ডার ব্রিজে স্যাক্রিফিসিয়াল হাইট গেজের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,২০,৩৮,৩৬২.৬৭ টাকা। **ইএমডি ঃ** ৪,৪০,৮০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **ক্রমিক নং ৩। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৩৫-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ উত্তর স্টেশন এবং কৃষ্ণপুরে এমইএমইউ -এর জন্য দ্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৯,৪৬,৩৩৫.৬২ টাকা। **ইএমডি ঃ** ১,৭৮,৯০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৯ (নয়) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট প্রতিটির জন্য। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে।
(SDAH-144/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

G-Plot Gram Panchayat E-TENDER
Patharpratima Block, South 24 Parganas District
ABRIDGED NIT
On behalf of G-Plot Gram Panchayat under Patharpratima Block of South 24 Parganas dist. Invites bids for 6 nos tubewell vide **NIT NO.142, dated 21/07/2026** within the GP area. The Estimated cost including GST & L.Cess are Rs. 239726/-per tubewell respectively. The period of bid submission is **10 AM of 22nd July 2026 to 5 PM of 29th July 2026.** Tender opening 02/08/2026.
Sd/- Pradhan,
G-Plot Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
**1) Name of the Work :** Reconstruction of Damaged Ring Well at Nagarjun Road, Rajmolla Road, B-Zone, Ward No.-4 under DMC
**e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-14/26-27**
**Tender ID : 2026_MAD_5017248_1 • Est. Amt: Rs. 78,629.00**
Last Date : **31-Jul-2026 05:00 PM**
**2) Name of the Work :** Development of existing deep tube well and changing of submersible pump at Banshibera, Ward-01 under DMC
**e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-15/26-27**
**Tender ID : 2026_MAD_5017253_1 • Est. Amt: Rs. 1,13,018.00**
Last Date : **31-Jul-2026 05:00 PM**
**3) Name of the Work :** Dismantling and Reconstruction of 1 no. Ring Well at Pardoi within Ward-25 under DMC
**e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-16/26-27**
**Tender ID : 2026_MAD_5017270_1 • Est. Amt: Rs. 71,631.00**
Last Date : **31-Jul-2026 05:00 PM**
**4) Name of the Work :** Augmentation of Masonry Well alongwith renovation of adjacent drain at Rachi Colony Ward-21 under DMC
**e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-17/26-27**
**Tender ID : 2026_MAD_5017256_1 • Est. Amt: Rs. 96,158.00**
Last Date : **31-Jul-2026 05:00 PM**
**5) Name of the Work :** Re-Construction of Masonry Wells at Dhandabag Daspara, Ward-16 under DMC
**e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-18/26-27**
**Tender ID : 2026_MAD_5017271_1 • Est. Amt: Rs. 96,071.00**
Last Date : **31-Jul-2026 05:00 PM**
**6) Name of the Work :** Augmentation of one no. Masonry Well at Mukti Sangha Club, Kurlia Danga, Ward-11 under DMC
**e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-19/26-27**
**Tender ID : 2026_MAD_5017273_1 • Est. Amt: Rs. 94,881.00**
Last Date : **31-Jul-2026 05:00 PM**
**7) Name of the Work :** Augmentation of Masonry Well at Khudiram Para Kururiya Danga, Ward-11 under DMC
**e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-20/26-27**
**Tender ID : 2026_MAD_5017274_1 • Est. Amt: Rs. 96,628.00**
Last Date : **31-Jul-2026 05:00 PM**
**8) Name of the Work :** Construction of Water Canopy at Mohonpur Gopalmath near Bhagabati Mandir, Ward-35 under DMC
**e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-152 /25-26 (4TH call)**
**Tender ID : 2026_MAD_5017282_1 • Est. Amt: Rs. 1,22,409.00**
Last Date : **31-Jul-2026 05:00 PM**
**9) Name of the Work :** Construction of Water Canopy near Harshabardhan Road, Ward -10 under DMC
**e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-189/25-26 (3RD CALL)**
**Tender ID : 2026_MAD_5017301_1 • Est. Amt: Rs. 1,14,050.00**
Last Date : **31-Jul-2026 05:00 PM**
For details : **tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

শুক্রবার • ২৪ জুলাই ২০২৬ • পেজ ৮

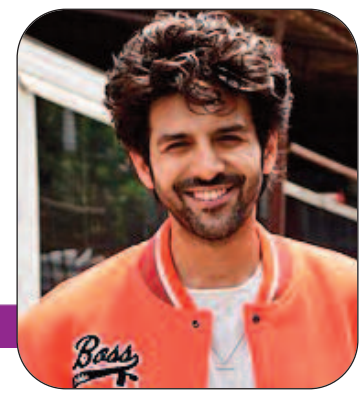

# ‘হইচই’-এর প্ল্যাটফর্মে আবারও একটি রহস্যময় সিরিজ ‘ছদ্মবেশী’

**শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়**

রোড শো প্রোডাকশন হাউসের উদ্যোগে হইচই এর প্ল্যাটফর্মে সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে একটি রহস্যঘন ওয়েব সিরিজ ‘ছদ্মবেশী’। আপাত দৃষ্টিতে মাছে-ভাতে বাঙালিরা সাধারণত একটু শান্তিপ্রিয় এবং আরামপ্রিয় হয় এবং এই কারণে নিন্দুকেরা যতই বাঙালিদের ভীতু হিসেবে দুর্নাম দিয়ে থাকুক না কেন,যে কোনো ধরনের থ্রিলার বা রহস্য গল্পের স্বাদ আস্বাদনের ক্ষেত্রে রোমাঞ্চপ্রিয় বাঙালিরা প্রায় সারা জীবনই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে, নতুন নতুন থ্রিলার বা রহস্য গল্পের জন্য। তাই বাংলার সাহিত্য, নাটক, ছায়াছবি বা সিরিজে বারে বারে ফিরে আসতে থাকে বিভিন্ন স্বনামধন্য সাহিত্যিক এবং লেখকের সৃষ্ট বিভিন্ন নামের বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্ররা। এবং ঠিক এই কারণেই বোধহয় বিভিন্ন চিত্র নির্মাতা এবং নির্দেশকেরাও বাংলার দর্শকদের মন পেতে, ভরসা রাখতে ভালোবাসে বিভিন্ন থ্রিলারধর্মী এবং রহস্য গল্পের উপর চিত্রনাট্য সাজিয়ে। সত্যজিৎ রায়ের প্রদোষ মিত্র ওরফে ফেলুদা, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্সী, নীহার রঞ্জন গুপ্তের কিরিটি রায়, সুজন দাশগুপ্তের একেন বাবুর পাশাপাশি স্কটিশ সাহিত্যিক স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র শার্লক হোমস এর বিভিন্ন বীরগাথাও যথেষ্ট জনপ্রিয় বাংলা এবং বাঙালির ঘরে ঘরে। এবারে আবির্ভূত হলেন আরও একজন মাছে-ভাতে বাঙালি গোয়েন্দা আদিত্য মজুমদার। খুব নামজাদা না হলেও সাধারণ ছাপোসা নির্ভেজাল একজন গোয়েন্দা। গুছিয়ে ওঠা ক্যারিয়ার না হওয়ার দরুন প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে সমাজ ও সাংসারিক জীবনে অনেকটা তুচ্ছ এবং বেসামাল থাকলেও, রহস্য ভেদ করে যে কোন সত্যান্বেষণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অনবদ্য। এই গোয়েন্দা আদিত্য মজুমদার এর সৃষ্টিকর্তা হলেন স্বনামধন্য লেখক অভিরূপ সরকার। তার রচিত বিভিন্ন রহস্য কাহিনী বেতার মাধ্যমের নাট্যরূপের মধ্য দিয়ে বাংলার শ্রোতাদের কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে এবং প্রশংসাও পেয়েছে। স্বনামধন্য লেখক অভিরূপ সরকারের জনপ্রিয় ‘চৌধুরী বাড়ির রহস্য’ উপন্যাস অবলম্বনে, অরিত্র সেনের নির্দেশনায় নির্মিত হয়েছে এই ‘ছদ্মবেশী’ সিরিজটি। মোট সাতটি পর্বের এই সিরিজটিতে প্রাইভেট ডিটেকটিভ বা ব্যক্তিগত গোয়েন্দা আদিত্য মজুমদার এর চরিত্রটিতে রূপদান করেছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। ব্যক্তিগত জীবন এবং সম্পর্কে বেশ অস্বস্তি তে থাকা আদিত্য মজুমদার একটি তদন্তের স্বার্থে প্রবেশ করেন একটি

অত্যন্ত প্রভাবশালী কিন্তু রহস্যময় পরিবারের অন্দরমহলে। এই পরিবারের এক বিখ্যাত অভিনেত্রী মন্দাকিনী চৌধুরীর চরিত্রে রূপদান করেছেন অভিনেত্রী জুন মালিয়া। এই মন্দাকিনী চৌধুরী কে কেন্দ্র করেই সম্পূর্ণ রহস্য গল্পটি আবর্তিত হয়। মন্দাকিনী চৌধুরী নামক এই অভিনেত্রীকে কেন্দ্র করে ঘটতে থাকা একাধিক অস্বাভাবিক ঘটনা এক সময় বুঝিয়ে দেয়, সেগুলি কোন সামান্য ঘটনা নয় বরং রহস্যের জাল বা ষড়যন্ত্র এবং সেক্ষেত্রে তার প্রাণের ও সংশয় রয়েছে। সেই রহস্যের জাল ছিড়ে ফেলে সত্য কে অন্বেষণ করার দায়িত্ব এসে পড়ে, নেহাতই সাধারণ মানের সত্যান্বেষী আদিত্য চৌধুরীর উপর। আদিত্য চৌধুরীর স্ত্রী রত্নার চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী ঋতাভরি চক্রবর্তী। তিনি শুধু ঘরোয়া গৃহবধূ নন, বরং আদিত্যর তদন্ত কার্যের একটি অংশ হিসেবে এই সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন। স্ত্রী রত্না এবং এসিপি গৌতম কে সঙ্গে নিয়ে সত্যান্বেষী আদিত্য প্রবেশ করে প্রভাবশালী পরিবারের রহস্যের জালে লুকিয়ে থাকা আসল ছদ্মবেশীকে খুঁজে বের করতে। গল্পের প্রতিটি সূত্র যেন লুকিয়ে রেখেছে এক অজানা রহস্যাবৃত ইতিহাস। এক সাধারন, ছাপোষা সত্যান্বেষী আদিত্য কি পারবে প্রকৃত রহস্যকে ভেদ করে, সত্যকে অন্বেষণ করতে? নাকি প্রকৃত সত্য বরাবরের মতো ঢাকাই থেকে যাবে রহস্যের গোলকধাঁধায়। জানতে হলে সাতটি পর্বের সিরিজটি অবশ্যই দেখ তে হবে হইচই এর প্ল্যাটফর্মে। রহস্যের জালে মোড়া ঘটনার ঘনঘটায়, পারিবারিক সম্পদ, পরিবারের মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উত্তরাধিকার, ব্যক্তিগত গোপন রহস্য, ষড়যন্ত্র, এই সমস্ত কিছুই রহস্যের জাল বিস্তার করেছে। গল্পের প্রতিটি চরিত্রই যেন রহস্যময়। সিরিজটির শেষ দৃশ্য পর্যন্ত রহস্যময় আবহ বজায় থেকেছে এবং অবশ্যই সেই সমস্ত দর্শকদের কাছে, যারা বেতার মাধ্যমে অভিরূপ সরকারের ‘চৌধুরী বাড়ির রহস্য’ শোনেননি। সিরিজটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন- সৃজলা গুহ, ভরত কল, পায়েল সরকার, ইন্দ্রাশীষ রায়, খেয়া চট্টোপাধ্যায়, সৌম্য বন্দোপাধ্যায়, নীল মুখার্জি, বিমল গিরি প্রমুখ। অভিনয়ের ক্ষেত্রে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় সব সময়ের মতোই,তার মতো করে চেষ্টা করেছেন এই চরিত্রটি কে প্রাণবন্ত করে তুলতে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে যে তিনি সফল হয়েছেন তা বলা যায় না। মুভি ডিরেক্টর হিসেবে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট স্বনামধন্য হলেও, এই সিরিজটিতে তিনি একজন আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। জুন মালিয়া, ভরত কল, ঋতাভরি চক্রবর্তী, সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল গিরি, পায়েল সরকার প্রত্যেকেই অভিনয়ের ক্ষেত্রে মোটামুটি পারফরমেন্স করেছেন। অভিরূপ সরকারের ‘চৌধুরী বাড়ির রহস্য’ উপন্যাসটি কিন্তু যথেষ্ট ভালো বলা চলে। বিশেষ করে এই উপন্যাসটি যখন বেতার মাধ্যমে নাট্যরূপ পেয়েছিল, তখন তা বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল। গল্পটির যথেষ্ট গভীরতা থাকলেও এই সিরিজের স্টোরি টেলিং এর ক্ষেত্রে ডিটেইলিং এর যথেষ্ট খামতি থেকে গেছে। চিত্রনাট্য এবং সংলাপ এর কাজটি করেছেন পদ্মনাভ দাশগুপ্ত। সিরিজটির আবহ বা বিজিএম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালই হয়েছে বলা চলে। ‘ছদ্মবেশী’ সিরিজের আবহের দায়িত্ব সামলেছেন নবারুণ বোস। এডিটিং এর কাজও বেশ ভালই লেগেছে। সমগ্র সিরিজটির এডিটিং এর কাজটি করেছেন সুমিত। বাসুদেব চক্রবর্তীর সিনেমাটোগ্রাফি মোটামুটি ভালো তবে বিশেষ নতুনত্বের যথেষ্ট অভাব রয়ে গেছে। বর্তমানে অধিকাংশ ছবি বা সিরিজে এই একই ধরনের সিনেমাটোগ্রাফি বা কালার গ্রেডিং এর কাজ দেখতে পাওয়া যায় ফলে খানিকটা একঘেয়ে লেগেছে। গত দশই জুলাই বাংলার জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচই এ মুক্তি পেয়েছে পরিচালক অরিত্র সেনের নির্দেশনায় এই ‘ছদ্মবেশী’ ওয়েব সিরিজটি।

**জাতীয় পুরস্কার জিতে মহাকালের দরবারে কার্তিক**

# ‘চন্দু চ্যাম্পিয়ন’-এর বহুদিনের স্বপ্নপূরণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দীর্ঘ দেড় দশকের বলিউড সফর। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ‘চন্দু চ্যাম্পিয়ন’ ছবিতে অনবদ্য অভিনয়ের সুবাদে জীবনের প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতে নিলেন কার্তিক আরিয়ান। ৭২তম জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চে দক্ষিণী সুপারস্টার মামুটির সঙ্গে যৌথভাবে সেরা অভিনেতার সম্মান অর্জন করেছেন তিনি। আর এই অভাবনীয় স্বপ্নপূরণের পরই ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিতে সোজা উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে ছুটে গেলেন পর্দার ‘চ্যাম্পিয়ন’। শনিবার সন্ধ্যায় পুরস্কার ঘোষণার পরই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন অভিনেতা। বাবা-মায়ের সঙ্গে উদযাপনের একটি আবেগঘন ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়ে কার্তিক লেখেন, এখ নও যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না। বহু বছরের দেখা একটা স্বপ্ন আজ সত্যি হল। ‘চন্দু চ্যাম্পিয়ন’-এর জন্য পাওয়া এই সম্মানের জন্য আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। জীবনের এই চরম সাফল্যের মুহূর্তেও অহংকার তাঁকে ছুঁতে পারেনি। মহাকালেশ্বর মন্দিরে হালকা গোলাপি শার্ট পরে ভক্তিভরে পুজো দেওয়ার ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে তিনি লিখে ছেন, ‘জয় মহাকাল’। তাঁর এই বিনম্র আচরণে স্বভাবতই মুগ্ধ নেটিজেনরা। সমাজমাধ্যমের পাতায় উপচে পড়ছে অনুরাগীদের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা ও ভালবাসা। এক ভক্তের কথায়, এতদিনের কঠোর পরিশ্রমের ফল আজ আপনি পেলেন। সামনে আরও বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। রূপোলি পর্দার ‘চন্দু’ যে বাস্তব জীবনেও সত্যিকারের বিনয়ী চ্যাম্পিয়ন, কার্তিকের এই মহাকাল-দর্শন যেন আরও একবার সেই প্রমাণই দিল।

## ইমনের বাড়ির রথে পুরীর ছোঁয়া

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রথযাত্রা এলেই ইমন চক্রবর্তীর লিলুয়ার বাড়ি যেন ভক্তি, ঐতিহ্য আর উৎসবের আবহে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ২০১৪ সাল থেকে প্রতি বছর সাড়ম্বরে জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রার রথযাত্রার আয়োজন করে আসছেন জনপ্রিয় গায়িকা। এ বছরও সেই বহু বছরের ঐতিহ্যে কোনও ছেদ পড়েনি। বৃহস্পতিবার রথযাত্রা উপলক্ষে লিলুয়ার বাড়িতে ধুমধাম করে পালিত হল এই বিশেষ উৎসব। তবে এ বছরের আয়োজনের শুরুটা ছিল একটু ভিন্ন। বাবার অসুস্থতার কারণে স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান ইমন নিজের লেকগার্ডেন্সের ফ্ল্যাটেই করেছিলেন। কিন্তু রথযাত্রার মূল পুজো, রথ টানা এবং উৎসবের সমস্ত আয়োজন হয়েছে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী লিলুয়ার বাড়িতেই। উৎসবকে ঘিরে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চলেছে সাজসজ্জা, প্রস্তুতি এবং ব্যস্ততা। ইমনের কথায়, প্রভুর ইচ্ছে না থাকলে গাছের পাতাও নড়ে না। সবটাই তাঁর আশীর্বাদ।দ সেই বিশ্বাস থেকেই এ বছর বারাণসী থেকে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার জন্য বিশেষ বেনারসি আনিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, জগন্নাথদেবের জন্য তৈরি করিয়েছেন সোনার মুকুটও। রথ উপলক্ষে লিলুয়ার বাড়ির ছাদে ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে পুজোর আসর। শামিয়ানা খাটিয়ে তৈরি করা হয়েছে ভক্তদের বসার ব্যবস্থাও। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, এ বছর মহাপ্রভুর আসন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে সাজানোর চেষ্টা করেছেন ইমন ও তাঁর পরিবার। প্রভুর সাজেও রয়েছে বিশেষত্ব। লেকগার্ডেন্সের বাড়ির জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে সাদা বেনারসিতে সাজানো হয়েছে। অন্যদিকে, লিলুয়ার বাড়ির প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথদেবের পরনে লাল বেনারসি। সোনার অলংকার ও নতুন মুকুটে সেজে উঠেছেন মহাপ্রভু। পাশাপাশি মা সরস্বতীকেও গোলাপি বেনারসিতে সাজানো হয়েছে। ইমনের বাড়িতে প্রতিবছরের মতো এ বছরও নিয়ম মেনে নিবেদন করা হচ্ছে ৫৬ ভোগ। ভোগের তালিকায় রয়েছে জগন্নাথদেবের প্রিয় কণিকা ও খিচুড়ি। ইমন জানান, তিনি নিজে ভোগ রান্না না করলেও মালপোয়া তৈরি করেন। বাকি সমস্ত ভোগ ভোর থেকেই রান্না করেন নির্দিষ্ট রাঁধুনি। ভক্তি, ঐতিহ্য ও পারিবারিক আবেগে মোড়া ইমন চক্রবর্তীর লিলুয়ার বাড়ির রথযাত্রা প্রতি বছরের মতো এবারও বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে।

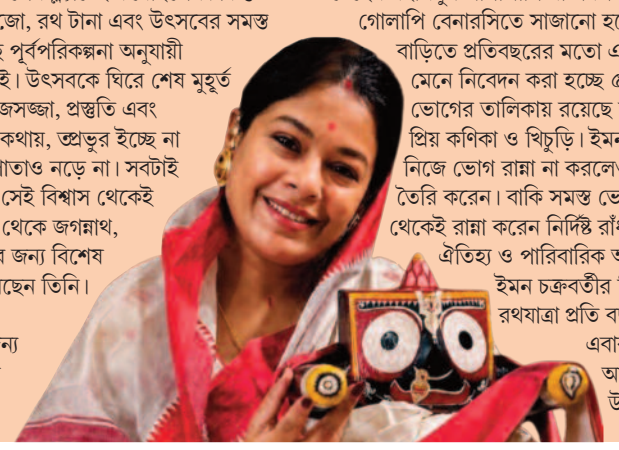

## স্বরূপ-কাহিনির অবসান: বাতিল গিল্ড কার্ড

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা:** টলিপাড়ার অন্দরে কান পাতলেই এতদিন যে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল, অবশেষে তাতেই পড়ল সিলমোহর। দীর্ঘদিনের জল্পনা ও পুঞ্জীভূত ক্ষোভের অবসান ঘটিয়ে ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের অনারারি গিল্ড কার্ড বাতিল করল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর গিল্ড। গত শুক্রবার গিল্ডের এক্সিকিউটিভ কমিটির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কীভাবে জুটেছিল অনারারি সদস্যপদ? ইন্ডাস্ট্রির অন্দরের খবর, ক্যামেরার সামনে বা পিছনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করার কোনও পেশাগত অভিজ্ঞতাই স্বরূপ বিশ্বাসের ছিল না। তা সত্ত্বেও কীভাবে তিনি গিল্ডের অনারারি সদস্যপদ পেয়েছিলেন, তা নিয়ে অতীতে প্রকাশ্যে সরব হয়েছিলেন খোদ বর্ষীয়ান পরিচালক অপর্ণা সেন। অভিযোগ, নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে পাওয়া এই কার্ডের দৌলতেই তিনি বছরের পর বছর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেডারেশনের সভাপতি পদে আসীন ছিলেন এবং ইন্ডাস্ট্রিতে কায়েম করেছিলেন একচ্ছত্র আধিপত্য। অলিখিত নিয়মের জাঁতাকল ও বঞ্চনা এই স্বৈরতন্ত্রের জাঁতাকলে সবচেয়ে বেশি পিষ্ট হয়েছেন নতুন প্রজন্মের সহ-পরিচালকরা। গিল্ডের সদস্য সব্যসাচী বসুর সাম্প্রতিক অভিযোগ অনুযায়ী, ২০১৮ সালের পর থেকে গিল্ডে নতুন কোনও কার্ড ইস্যু করা হয়নি। চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এমন কিছু অযৌক্তিক অলিখিত নিয়ম, যার ফলে একই প্রজেক্টে দুজন নতুন কার্ডধারী কাজ করতে পারতেন না। ইউনিটে বয়স্ক সদস্যদের নিতে একপ্রকার বাধ্য করা হতো। প্রযোজকদের স্বাধীনভাবে টিম গড়ার অধিকারও খর্ব করা হয়েছিল। বছরের পর বছর কাজ করেও স্বীকৃতি পাচ্ছিলেন না তরুণরা। বাধ্য হয়েই এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে সদ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে বিস্তারিত লিখিত অভিযোগ জানান সব্যসাচী। সুদিনের আশায় টলিপাড়া রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই টলিউডের এই বহুচর্চিত ‘সিন্ডিকেট রাজ’ ও প্রশাসনিক কাঠামোর গলদ নিয়ে সরব হতে শুরু করেছেন অনেকেই। সেই পরিবর্তনের আবহে গিল্ডের এই তড়িঘড়ি বৈঠক ও কার্ড বাতিলের সিদ্ধান্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে শিল্পীমহল। যদিও গিল্ডের সভাপতি তপন কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বা সম্পাদক অমিত সামন্ত এই বিষয়ে এখ নই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ। তবে টলিপাড়ার একাংশের মতে, এটি কেবল একটি সদস্যপদ বাতিলের ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিনের জমে থাকা বঞ্চনা ও ক্ষোভের এক প্রতীকী বিস্ফোরণ। স্বৈরাচারের এই পতন টলিউডে কাজের সুস্থ পরিবেশ ও স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনবে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা ইন্ডাস্ট্রি।

# সোনিকা-মৃত্যু মামলা ঘিরে ফের চর্চা, সাহেবের নিশানায় বিক্রম, মিলে গেল পালটা জবাবও

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** টলিপাড়ার একসময়ের চর্চিত সোনিকা চৌহান মৃত্যু রহস্য ফের একবার খবরের শিরোনামে। ২০১৭ সালের সেই অভিশপ্ত রাতের পর কেটে গিয়েছে দীর্ঘ ন’টি বছর। অবশেষে মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে সাক্ষ্য দিতে হাজির হলেন অভিনেতা সাহেব ভট্টাচার্য। আর আদালত থেকে বেরিয়েই তিনি বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন অভিযুক্ত অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে।

নয় বছর পর আদালতে সাহেব দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে আদালতের সামনে নিজের বক্তব্য পেশ করতে পেরে স্বস্তিতে সাহেব। তবে বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে চরম হতাশা প্রকাশ করেছেন তিনি। সাহেবের আক্ষেপ, আইনি জটিলতায় বিচারব্যবস্থাকে দীর্ঘায়িত করে ‘জাস্টিস ফর সোনিকা’ আন্দোলনের ধার সুকৌশলে ভোঁতা করে দেওয়া হয়েছে। আজ সোনিকার বাবা-মায়ের এই অনন্ত প্রতীক্ষা ও যন্ত্রণার কথা স্মরণ করে

দ্রুত মামলার নিষ্পত্তির আর্জি জানিয়েছেন অভিনেতা।

রাজনৈতিক আঁতাতের অভিযোগ সংবাদমাধ্যমের সামনে সাহেবের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দাবিটি ছিল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে। তাঁর মতে, রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই কাকতালীয়ভাবে এই মামলার শুনানি পরপর গতি পাচ্ছে। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, ‘আগের সরকারের হয়তো খুব স্নেহভাজন ছিলেন বিক্রম।’ সাহেবের এই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যের পরই টলিপাড়ায় নতুন করে গুঞ্জনের ঝড় উঠেছে।

বিক্রমের সপাট জবাব সাহেবের এই রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ অবশ্য সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন বিক্রম। তাঁর সাফ জবাব, পূর্বতন সরকারের সঙ্গে তাঁর যদি সত্যিই কোনও ঘনিষ্ঠতা থাকত, তবে তাঁকে নিশ্চয়ই সেই দলের হয়ে প্রচারে বা নেতাদের মিছিলে দেখা যেত।

বাস্তবে এমনটা কখনও ঘটেনি। বিক্রম আরও জানান যে, গত নয় বছর ধরে মামলার প্রতিটি শুনানিতে তিনি নিয়ম মেনে হাজিরা দিয়েছেন। তাঁর মতে, সরকারি আইনজীবীর সঙ্গে কথা বললেই প্রকৃত সত্য সামনে আসবে।

নয় বছর আগের সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আজও টলিপাড়ার এক দগদগে ক্ষত। সাহেব ও বিক্রমের এই সাম্প্রতিক তরজায় সেই পুরনো ক্ষত যেন ফের একবার নতুন করে উসকে গেল।